বাঁকুড়া জেলার বিবরণ।

(প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের)

(লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।)

—:*:—

শ্রীরামানুজ কর কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

বাঁকুড়া।

—:*:—

সন ১৩৩২ সাল।

PRINTED BY SURENDRA NATH SEN AT THE
SURENDRA PRINTING WORKS,
47, Guruprasad Chowdhury Lane, Calcutta

ভূমিকা।

আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পৃথিবীর বৃত্তান্ত যেমন জানা উচিত, নিজের গ্রাম, সহর, ও জেলার বৃত্তান্ত তাহা অপেক্ষাও ভাল করিয়া জানা উচিত। বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলার বৃত্তান্ত সরকারী গেজেটীয়ার গুলিতে আছে। কিন্তু সেগুলি ইংরেজীতে লেখা এবং বহুবৎসর পূর্ব্বে রচিত। এই জন্য বাংলায় প্রত্যেক জেলার বৃত্তান্ত-পুস্তকের প্রয়োজন আছে। কয়েকটি জেলার এইরূপ বৃত্তান্ত পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানুজ কর বাঁকুড়ার বৃত্তান্ত প্রকাশিত করিয়া বাঁকুড়ার লোকদের অভাব দূর করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। তজ্জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন।

এই পুস্তক শুধু যাহাদের বাঁকুড়ায় বাস বা বাঁকুড়ায় জন্ম, কেবল তাঁহাদেরই নহে, যে কেহ বাঁকুড়ার সহিত বাণিজ্যাদি সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করিতে চান তাঁহারও কাজে লাগিবে।

বাঁকুড়া জেলার সকল বিষয়ে হিতকামী যাঁহারা, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া জানিতে পারিবেন, এই জেলার অভাব কি, কি, অধোগতি কোন্ কোন্ দিকে হইয়াছে ও হইতেছে; এবং কি কি উপায়ে জেলার কল্যাণ সাধিত হইতে পারে তাহার ইঙ্গিতও ইহা হইতে কিয়ৎপরিমাণে সংগ্রহ করিতে পারিবেন। ইহাতে গ্রন্থকার নানা বিষয়ে তাঁহার নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন। সকল বিষয়ে তাঁহার সহিত মতের মিল সকলের হইবে না, আমারও নাই; কোন কোন বিষয়ে মতের মিল হইবে। কিন্তু তাঁহার পুস্তকে সংগৃহীত নানা তথ্য ও সংবাদ সকলেরই জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে।

আশা করি, পুস্তকখানির প্রথম সংস্করণ শীঘ্রই বিক্রীত হইয়া যাইবে, এবং গ্রন্থকার সত্বর সংশোধিত ও বর্দ্ধিত কলেবর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিবার সুযোগ পাইবেন। তিনি বাঁকুড়াবাসী ও বাঁকুড়া-হিতৈষী; বাঁকুড়া জেলার হিত চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্য বাঁকুড়া জেলার সকল লোকের নিকট হইতে উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

কলিকাতা,
জ্যৈষ্ঠ ৩০, ১৩৩২।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

নিবেদন।

বহু চেষ্টার পর "বাঁকুড়া জেলার বিবরণ" প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য অনেক লোকের সাহায্য প্রার্থী হইয়াছিলাম। অধিকাংশ বিবরণ গভর্ণমেণ্টের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এখনও অনেক তথ্য সংগ্রহ করিবার আছে। সহৃদয় পাঠকগণের উৎসাহ পাইলে তাহা দ্বিতীয় সংস্করণে দিবার ইচ্ছা রহিল। গ্রন্থ সঙ্কলনে কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হইলে এবং তাহা আমাকে জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস সংগ্রহ করিবার আগ্রহ আছে। তাহা সম্পূর্ণ হইতে অনেকদিন লাগিবে; আমরাই সেন্সাস রিপোর্ট সংগ্রহ করিয়া দিই কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করি না। গত দশবৎসরে কোন ইউনিয়নে কত লোক হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতে পারেন না। সেন্সাসের ফারম পঞ্চায়তের নিকট পাইলে তিনি তাহা পূরণ করিয়া সদরে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহা করি না। বাঁকুড়া জেলার অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতেছে। এই গ্রন্থ পাঠে এ জেলার যদি কিছুমাত্র উপকার হয় তাহা হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব। এগ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি এ জেলাবাসী সকল গ্রামের হিতসাধনে যত্নবান হয়েন তাহা হইলে অচিরে জেলার পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিবে।

প্রবাসী সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহোদয় ভূমিকা লিখিয়া দেওয়ায় তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। তিনি বাঁকুড়া জেলাকে বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা বলিয়াছেন। সন ১৩৩০ সালের চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে 'বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতম জেলা" শীর্ষক প্রবন্ধে ইহার দুরবস্থার বিবরণ এবং সন ১৩৩১ সালের বৈশাখ সংখ্যা প্রবাসীতে "বাঁকুড়ার উন্নতি"র বিষয় লিখিয়াছেন। এই বৈশাখ সংখ্যায় সারদামণি দেবীর জীবনীও লিখিয়াছেন।

বাঁকুড়া,
১লা আষাঢ় ১৩৩২। } শ্রীরামানুজ কর।

সূচীপত্র।

—:*:—

ভ্রম সংশোধন।

পাতা	পংক্তি	যাহা আছে	যাহা হইবে।
১	৭	ভাগীরথির	ভাগীরথীর।
৭	১১	অগ্রগনী	অগ্রণী।
৮	৫	রামলাল	রসিকলাল
১১	২৭	•	
২০	৫	বৈজ্ঞব	বৈষ্ণব
	৪৪	পৃত্রধ্ব	সূত্রধর
	৫০	যুণ্ডা	মুণ্ডা
৩২	৪	শসাক	সরাক
৩৭	২	প্রেতপক্ষ	প্রেতপুজক
৩৯	১০	জেলার	জেলায়
৪০	২	প্রতি মাইলে	প্রতি হাজারে
	১৪	হুগলী হাওড়া	হাওড়া বাদে হুগলী
৪৭	১৩	২৬৯	২৬৯
	২৪ ও ২৭	প্রতিমাইলে	প্রতিহাজারে
৪৮	৪ ও৫	,,	,,
৫০	২৬	,,	,,
	৯	জেলার	বাঁকুড়া জেলার
৫২	১৬	শোরেঙ্গা	শারেঙ্গা
৫৫	৮	দুর্ভিক্ষের	দুর্ভিক্ষের সময়
৬৭	২১	রামকান্ত	রামবন্ধু
৬৮	৪	আসিয়া	আই, সি, এস,
	২৬	কেন্দ্র	কেন্দুয়া
	১৮	করিয়াছেন	খরিদ করিয়াছেন
৬৯	১৯	এই বৎসর	১৯১১ সালের
	২১	১৯১১	১৯০৯
৭৩	৫	১৯১৩	১৯১১
	১৬	১৯২৩	১৯১৩

৭৭	৫;	ভাদই	ভাদই
৭৮।	২৩।	খোয়ার	জওয়ার
	২৫	মাভুক	ছোলা
৮০	১৩	কাম্বোভিয়া	কাম্বোডিয়া
৮১	১৬	রোপন্ত	রোপন
৮৮	৯	সমর্থ হওয়য়ে	সমর্থ না হওয়ায়
৮৯	১১	পুস্করনাথ, দ্বারপুরী,	পুস্কর, নাথদ্বর, পুরী
৯২	৮	আবাদী	আবাদী জমী আছে
	১১	মমাসের	ছমাসের
৯৭	৮	গোয়ালপুর	লায়ালপুর
১০৯	১৮	৯৮৫	১০৮৯
১১১	১৩	নিদ্ধারিত	নির্ব্বাচিত
১১৫	১০	৪০০০	৪০০০০
১১৯	৬	৬০ ৳	৬
	১১	১৫৫০	১৫॥
১২০	২২	সংখ্যা ৮৪৭০ …………পড়ে,	সংখ্যা ৮৪৭০ প্রত্যহ ৫০৯৫৫ গ্যালন জল সরবরাহ রয়, প্রত্যেক ভাগে ৬ গ্যালন পড়ে।
১৩২	১২	গন্ধেশ্বরী	ভাংরা
১৪২	৪ ও ৯	বাঙ্গালী	কাঙ্গালী
১৪৩	৭	শিশুত্ব	শিষ্যত্ব
১৪৪	১১	চন্দ্রধুর্য্য	চন্দ্রাধর্য্য
১৪৫	২৬	হরিহর	হরগোবিন্দ
১৪৫	১	ইন্দা	ইন্দাস
	২	অংশের	আশের
	১১	ক্ষীরোদ প্রসদে	ক্ষীরোদ প্রদাদ
	১২	যোগেন্দ্র চন্দ্র রায়	যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
	১৮	পরীক্ষার	পরীক্ষায়
১৪৭	১৬	চারিলে	চাণ্ডিলে
		দণ্ডিপা	দরিপা
১৪৭	১৯	আবাস স্থান ছিল	আবাস স্থান ছিল না
১৫৮	২৮	মৌলেশুরের	মোলেশ্বরের
১৫২	১৯	জানবৃেত্তা	জামবেত্তা

বাঁকুড়া জেলার বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

—·—:-✻-:-

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

আলিবর্দ্দি খাঁ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে বাংলা মসনদে আরোহণ করেন। গোপাল সিংহ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের সিংহাসন লাভ করেন। এ সময়ে বিষ্ণুপুর রাজ্যের অধিবাসীগণ নির্ব্বিবাদে সুখে স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিত। অভাবের তাড়না তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইত না। ১৭৪২ সালে মারহাট্টা দুর্দ্ধর্ষ বীর ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুর দুর্গের দ্বারদেশে উপস্থিত হন। ভাস্কর নাগপুরের মারহাট্টা রাজ রঘুজী ভোঁসলার মন্ত্রী। ভাস্করের বাংলা আক্রমণ ও লুণ্ঠন ইতিহাসে "বর্গী হাঙ্গামা" নামে প্রসিদ্ধ। ভাস্কর ভাগীরথির পশ্চিমে সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করেন। নবাব আলিবর্দ্দিকে পরাজিত করিয়া জগৎশেঠের গৃহ লুণ্ঠন করিয়া আড়াই কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। রঘুজী ভোঁসলাও ভাস্করের সঙ্গে বাংলায় আসিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরে আসিয়া ভাস্কর বাধা প্রাপ্ত হন এবং রাজা গোপাল সিংহের নিকট পরাজিত হন। বর্গীর নাম শুনিলে সে সময়ে আতঙ্কে সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। এই বর্গীর নাম বাঙ্গালী এখনও বিস্মৃত হইতে পারে নাই। যে বর্গীর ভয়ে পশ্চিম বঙ্গ কম্পমান সেই বর্গীবীর বিষ্ণুপুরে আসিয়া পরাজিত হইলেন। এজন্য সে সময়ে বহু নরনারী দেশ ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মুসলমান রাজ্য হইতে উঠিয়া বিষ্ণুপুর রাজ্যে আসিয়া বসবাস করেন।

বর্গীর হাঙ্গামার জন্য সে সময়ে বিষ্ণুপুর রাজ্যের লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল। বিষ্ণুপুর রাজ্যে সে সময়ে এরূপ নিবিড় জঙ্গল ছিল যে, এই অরণ্যে মারহাট্টা দস্যুর দিকভ্রম হইয়াছিল। বিষ্ণুপুর হইতে তিনি পশ্চিমে পঞ্চকোট রাজ্যে যাইতেছিলেন কিন্তু পথ ঠিক করিতে না পারিয়া মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনায় ফিরিয়া যান। ইহার ৬ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে গোপাল সিংহ লোকান্তরিত হন। চৈতন্য সিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনিও পিতার ন্যায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে নিষ্কর ভূমি দান করিতেন। তাঁহার রাজ্যে এমন কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন না যিনি নিষ্কর ভূসম্পত্তি পান নাই। এই সময়ে বিষ্ণুপুরে গৃহ বিবাদ আরম্ভ হয়; রাজা গোপাল সিংহের অন্য পৌত্র দামোদর সিংহ সিংহাসনের দাবী করেন। বিষ্ণুপুর রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। ১৭৫৬ খৃঃ ৪ঠা এপ্রিল আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। দামোদর সিংহ মুর্শিদাবাদে যাইয়া নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নবাব তাঁহার সাহায্যার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু দামোদর নদীতীরে বিষ্ণুপুর রাজ্যের সেনাপতির নিকট নবাব সৈন্য পরাজিত হন। দামোদর সিংহ বহুকষ্টে প্রাণরক্ষা করেন। সিরাজ ১৫ মাস মাত্র বাংলার গদি অধিকার করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দি খাঁ মৃত্যুকালে তাঁহাকে বহু হিতোপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পমতি সিরাজ তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর আম্রকাননে ইংরাজের সহিত নবাবের যুদ্ধ হয়। মীরজাফরের বিশ্বাস ঘাতকতায় ও কুমন্ত্রণায় নবাব পরাজিত হন। সিরাজ ধৃত হইয়া মীরজাফরের পুত্র মিরণের নিকট নৃশংসভাবে নিহত হন। দামোদর সিংহ আবার মুর্শিদাবাদে যাইয়া মীরজাফরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনিও সৈন্য সাহায্য করেন। তাহারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ না হইয়া দস্যুদলের ন্যায় গভীর রাত্রে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন। চৈতন্য সিংহ পরিবার ও কুলদেবতা মদনমোহন ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া পলায়ন করেন। পরে মুর্শিদাবাদে উপনীত হন। পলাশীযুদ্ধের পর নামে না হইলেও কার্য্যতঃ ইংরাজেরাই বাংলার সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মতানুসারেই রাজকার্য্য পরিচালিত হইত। নবাব তাঁহাদের আজ্ঞাবহ ছিলেন মাত্র। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী বিজয়ী ক্লাইভ ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী ভান্সিটার্ট সাহেব সমিতির সদস্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া মীরজাফরকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া

তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন ; মীরকাশিম ইংরাজ কোম্পানীকে প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে না পারায় বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন চাকলার জমিদারী প্রদান করেন। বিষ্ণুপুর রাজ্য বর্দ্ধমান চাকলার অন্তর্ভূক্ত ছিল। চৈতন্য সিংহ মুর্শিদাবাদে আসিয়া জানিতে পারেন যে নবাব ইহা ইংরাজদিগকে প্রদান করিয়াছেন। সেখান হইতে তিনি কলিকাতায় আসেন ; এখানে তাঁহার সমস্ত অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। এজন্য তিনি গোকুল মিত্রের নিকট মদনমোহন ঠাকুর বন্ধক রাখিতে বাধ্য হন। ক্লাইভের সুবিচারে চৈতন্য সিংহ তাঁহার নষ্ট রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হন। দামোদর সিংহ জামকুঁড়িতে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। এই চৈতন্য সিংহই মল্লভূমের শেষ স্বাধীন নৃপতি। এই ১৭৬০ খৃষ্টাব্দেই বৃটিশের সহিত মল্লভূম রাজ্যের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হইল। দিল্লীর বাদশাহ সাহআলম বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং এখান হইতে উপঢৌকন লইয়া পাটনায় গমন করেন। বিষ্ণুপুরে তিনি একদল সৈন্য রাখিয়া যান ; কিন্তু ইংরাজ সৈন্য তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। এই বিষ্ণুপুর রাজ্য ২৫ বৎসর ধরিয়া মারহাট্টাদের অত্যাচার ভোগ করে। মীরকাশিমের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হইয়া অযোধ্যায় পলায়ন করেন। তাঁহার পরে ইংরাজেরা আবার বৃদ্ধ মীরজাফরকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৬৩ খৃ)। মল্লভূম রাজ যে শক্তি ও বীর্য্যের দ্বারা বর্গী আক্রমণের গতিরোধ করিয়াছিলেন, কালক্রমে দুর্ভাগ্যবশতঃ সে শক্তি ও বীর্য্য লুপ্ত হইল ; গৃহ বিবাদ, আলস্য ও অবসাদ তাহার স্থান অধিকার করিল। ক্রমাগত দস্যু মারহাট্টাদের আক্রমণে মল্লরাজ্য হতশ্রী হয় এবং দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হয়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষ মল্লরাজ্য আক্রমণ করেন, চৈতন্য সিংহ প্রাণপণে সাহায্য করিলে ও বহু নরনারী বালকবালিকা কালের করালগ্রাসে নিপতিত হয়। পাইসাহেব ১৭৮৬ সালে বিষ্ণুপুরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৭৮৭ সালে বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিস বীরভূমও মল্লভূমকে একটি জেলায় পরিণত করেন। এই বৎসরের কলিকাতা গেজেটে এ বিষয়ে ঘোষণা প্রকাশিত হয়। পাইসাহেব এই নব গঠিত জেলার কালেক্টর নিযুক্ত হন ; কিন্তু তিনি এই বৎসরের এপ্রিল মাসেই এ জেলা ত্যাগ করিয়া যান এবং শেরবোর্ণ সাহেব তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হন। অসচ্চরিত্রতার জন্য ১৭৮৮ সালে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ক্রষ্টোফার কীটিং সাহেব তাঁহার স্থানে

নিযুক্ত হন। এ সময়ের বিষ্ণুপুরের অধিবাসীরা "চুয়াড়" নামে পরিচিত ছিল। বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের স্বাধীন রাজ্যগুলি জঙ্গল মহল নামে পরিচিত ছিল। কীটিং সাহেব জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের কার্য্য করিতেন। তাঁহার শাসনাধীন স্থানের পরিমাণ সাড়ে সাত হাজার বর্গ মাইল ছিল। তাঁহার আমলে দেশে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হয় এবং সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়। ইহার জন্য প্রায়ই দেশে অশান্তিও হইত। এই অশান্তি নিবারণের জন্য কীটিং সাহেবকে বহু ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। ১৮০৫ সালে ১৮ রেগুলেশন অনুযায়ী জঙ্গল মহল জেলা গঠিত হয়। ২৩টা পরগণা লইয়া এই জেলার উদ্ভব হয়। বীরভূমের ১৫, বর্দ্ধমানের ৩ এবং মেদিনীপুরের ৫টি পরগণা লইয়া এই নূতন জেলার সৃষ্টি হয়। ১৮১৩ সালে আলেকজাণ্ডার টড সাহেব জঙ্গল মহলের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; তাঁহার মাসিক বেতন ২৩৩৩৲ টাকা ছিল। রেজিষ্টার টমাশ সাহেবের মাসিক বেতন ৫০০৲ এবং এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন সাহেবের মাসিক বেতন ৩০০৲ টাকা ছিল। বাঁকুড়া সহরে জঙ্গল মহলের কার্য্যালয় ছিল। ১৮৩৩ খৃঃ ত্রয়োদশ বিধি অনুযায়ী জঙ্গল মহলকে খণ্ড খণ্ড করা হয়। শেন-পাহারী, শেরগড় ও বিষ্ণুপুর বর্দ্ধমান জেলার সহিত যুক্ত হয়। কতকাংশ এবং ধলভূম লইয়া মানভূম জেলার সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলার অবশিষ্টাংশ তখন মানভূম জেলার এলাকাভুক্ত ছিল। ইহার নাম ছিল দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বিভাগ (South West Frontier Agency) বড়লাটের জনৈক এজেণ্ট ইহা শাসন করিতেন। ১৮৭২ সালে সোনামুখী, ইন্দাস, কোতুলপুর, শেরগড়, ও শেন পাহাড়ী পরগণা বর্দ্ধমান জেলার এ এলাকাভুক্ত হয়। বাঁকুড়া জেলার নাম পশ্চিম বর্দ্ধমান ছিল, প্রধান কার্য্যালয় বাঁকুড়াতেই ছিল। এই ১৮৭২ সালে ছাতনাথানা মানভূম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁকুড়ার সহিত যুক্ত হয়। ১৮৭৯ সালে অক্টোবর মাসে রাইপুর ও সুপুর থানা (সুপুর—অম্বিকানগর, রাইপুর, শ্যামসুন্দরপুর ফুলকুসমা শিমলাপাল, ভালাইডিহা পরগণা) মানভূম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাঁকুড়া জেলার সহিত মিলিত হয়। ১৮৮১ সালে সোনামুখী, কোতুল-পুর ও ইন্দাশ থানা বর্দ্ধমানের অঙ্গচ্যুত হইয়া বাঁকুড়ার সহিত যুক্ত হয়। ১৮৮১ সালে বাঁকুড়া জেলার যে আয়তন ছিল এখনও তাহাই আছে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এ জেলা শান্ত ছিল কোন হাঙ্গামা হয় নাই।

রাজস্ব দিতে না পারায় ১৭৬৬ সালে বিষ্ণুপুর রাজ্য ইংরাজের খাস দখলে আসে। পরে অনেক চেষ্টা করিয়া চৈতন্য সিংহ বার্ষিক ৩৭৫ হাজার টাকা খাজনায় বিষ্ণুপুরের জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন। দশসালা বন্দোবস্তের সময় চৈতন্যসিংহ বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা রাজস্বে জমিদারী বন্দোবস্ত করেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ও গৃহশত্রু দামোদর সিংহ দর বাড়াইয়া দিবেন এই আশঙ্কায় রাজস্ব বাড়াইয়া দিলেন; কিন্তু এই রাজস্ব যথাসময়ে দেওয়া তাঁহার সাধ্যাতীত হইল। বিষ্ণুপুর পরগণা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া কতক অংশ বিক্রয় হইল কতক পুনর্বন্দোবস্ত হইল। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে চৈতন্য সিংহ লোকান্তরিত হন। যিনি প্রথমে মল্লভূমের স্বাধীন নৃপতি ছিলেন তিনিই পরে কালের কুটীল গতিতে অনন্যোপায় হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয়ে উচ্চ হারে বার্ষিক রাজস্বে ইংরাজের নিকট বিষ্ণুপুর রাজ্য বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। স্বাধীন নৃপতি সামান্য জমিদারে পরিণত হইয়াও যথাসময়ে বার্ষিক রাজস্ব দিতে অসমর্থ হইলেন। চৈতন্য সিংহ রাজ্য হারাইলেন; কুল দেবতা মদনমোহন ঠাকুরকে বিষ্ণুপুরে রাখিতে পারিলেন না। ৭৩৩৭৲ টাকার দেনায় কলিকাতা বাগবাজারের গোকুলমিত্র মদনমোহন বিগ্রহ খরিদ করিয়া বাগবাজারেই প্রতিষ্ঠিত করিলেন, স্বাধীনতার লীলাভূমি মল্লভূম হতশ্রী হইলেন। চৈতন্য সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনমোহন পিতাবর্ত্তমানে লোকান্তরিত হইলেন। দুঃখে শোকে ও অর্থাভাবে বাংলার শেষ হিন্দু নৃপতি চৈতন্য সিংহ ইহধাম হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মাধব সিংহ রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনিও ইংরাজের প্রাপ্য রাজস্ব দিতে পারেন নাই। ১৮০৬ সালের ১২ই নভেম্বর ২১৫ হাজার টাকা মূল্যে নীলামে বর্দ্ধমান রাজ বিষ্ণুপুরের জমিদারী খরিদ করেন। তদবধি বর্দ্ধমানরাজ উত্তরাধিক্রমে বিষ্ণুপুরে জমিদারী খাজানা আদায় করিয়া আসিতেছেন। বর্দ্ধমানরাজই বাঁকুড়া জেলার প্রধান জমিদার। গত ১১৮ বৎসরে এই বর্দ্ধমানরাজ বাঁকুড়া জেলা হইতে অন্যূন দুই কোটী টাকা লইয়া গিয়াছেন। বৰ্দ্ধমানরাজই বাংলা দেশের সব চেয়ে বড় জমিদার। বাঁকুড়া জেলায় তাঁহার প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি কখন মাথা ঘামান নাই, খাজানা পাইয়াই সন্তুষ্ট। তাহার প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি কোন দিন এককালীন পাচ হাজার টাকা দান করেন নাই। জেলার কালেক্টর সাহেব কোন কার্য্য করিতে উদ্যত হইলে এবং সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলে, এবং বর্দ্ধমান রাজকে পত্র লিখিলে

তিনি একশত কি দুই শত টাকা সাহায্য পাঠাইয়া দেন। বাঁকুড়া জেলার পক্ষে ইহাই তাঁহার বদান্যতা। শুনিয়াছি বাঙ্গালার তৎকালীন লাট রোণাল্ডশে সাহেব বর্দ্ধমান যাইলে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য তিনি ৮০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ছিলেন।

রাইপুর, অম্বিকানগর ও শ্যামসুন্দরপুর পরগণা ভাগলপুরের লোকান্তরিত উকিল চন্দ্রশেখর সরকারের সম্পত্তি। খাতড়ার রাজার অবস্থা স্বচ্ছল নহে। ছাতনার জমিদার ঋণ জালে জড়িত। রোডশেসের টাকা দিতে না পারায় তাঁহার জমিদারী ক্রোক হইয়া কালেক্টরের তত্ত্বাবধানে আছে। তিনি জমিদারী রক্ষা করিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি জমিদারী রক্ষার যোগ্য হইলে প্রজারাই তাঁহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতেন। তাঁহার ঋণ পরিশোধের জন্য কয়েকবার প্রজারা সমবেত হইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার অযোগ্যতার জন্যই ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। বেঙ্গল কোল কোম্পানীর অনেক জমিদারী আছে। বাঁকুড়া জেলাতেও তাহাদের জমিদারী আছে। মেদিনীপুর জমিদারী কোং ইংরাজের মূলধনে গঠিত। এই কোম্পানীর মূলধন পনের লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় তিন লক্ষ টাকা। মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ইহাদের জমিদারী আছে। বাংলা দেশে সমবায় সমিতির প্রণালীতে ৩টী জমিদারী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

ছাতনার জমিদারী নীলামে বিক্রয় হইলে বাহিরের লোক আসিয়া খরিদ করিয়া লইবে। যখন ভাস্ সাহেব বাঁকুড়ার কালেক্টর ছিলেন তখন আমরা সমবায় সমিতির নিয়মানুসারে ছাতনা জমিদারীর একটী সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম। রায় সাহেব ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সে সময়ে বাঁকুড়ার সদর সাবডিভিজান্যাল অফিসার ছিলেন, তাঁহাকেও একথা বলিয়া ছিলাম তিনিও ভাস্ সাহেবকে এবিষয় জানান। বাঙ্গালা দেশে সমবায় প্রণালীতে কোথাও জমিদারী সমিতি আছে কি না এবং সমবায় সমিতির আইন-অনুসারে ইহা রেজেষ্টরী হইতে পারে কি না তাহা জানিবার জন্য রেজিষ্টার সাহেবকে পত্র লিখিয়াছিলেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন তিনি ছুটী লইতে বাধ্য হন। রায় সাহেব তাহার স্থানে অস্থায়ীভাবে কালেক্টর নিযুক্ত হন কিন্তু তিনিও জেলার কার্য্যভার লইয়া শয্যাগত হন, কয়েক মাস শয্যাগত থাকিয়া

তিনিও ছুটী লইতে বাধ্য হন। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত বাঁকুড়ার কালেক্টর হইলে আমরা তাঁহার নিকট প্রস্তাব করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি এবিষয়ে মনযোগ দেন নাই। জেলার কালেক্টর সাহেবকে সভাপতি করিয়া এবং ছাতনা পরগণার অন্ততঃ ১০ জন মাতব্বর ব্যক্তিকে ডাইরেক্টর করিয়া সমবায় সমিতির আইনানুসারে একটী প্রজা সমিতি গঠিত করিলে, জমিদারীর প্রভূত মঙ্গল হইবে। ছাতনার জমিদারের নিকট হইতে উচিত মূল্যে অথবা তাঁহার সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়া ও তাঁহাকে মাসিক নির্দ্দিষ্ট মুসাহারা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে জমিদারী খরিদ করিয়া লইলে এবং সমিতির দ্বারা জমিদারীর কার্য্য পরিচালন করিলে প্রজাদের উন্নতি হইবে। প্রত্যেক অংশের মূল্য ২৫ টাকা ধার্য্য করিয়া তিন লক্ষ টাকা মূলধনে এই সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। যদি কালেক্টর সাহেব সভাপতি হইয়া এই কার্য্যে অগ্রগণী হন তবে ছাতনা পরগণার প্রজাগণ অম্লান বদনে কালেক্টর সাহেবের হস্তে তিন লক্ষ টাকা তুলিয়া দিবেন। সরকারের রাজস্ব দিয়াও পরিচালন ব্যয় করিয়া যে টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহাতে জমিদারীতে জল কষ্ট নিবারণ, স্বাস্থ্যেরও উন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারে ব্যয়িত হইতে। ছাতনা জমিদারীর কৃষকগণ স্বাবলম্বী হইবে। যদি সমিতি গঠিত না হয় তাহা হইলে বর্দ্ধমান রাজ কি কাশীপুর রাজ কি মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী কি বেঙ্গল কোল কোম্পানী নীলামে খরিদ করিয়া লইলে তাঁহারা বৎসর বৎসর কৃষকদের নিকট হইতে শোণিতসম অর্থ শোষণ করিয়া সরকারের রাজস্ব দিয়া লভ্যাংশ লইয়া যাইবেন। কৃষকদের মঙ্গলের দিকে দৃকপাত করিবেন না। অজন্মা হইলেও তাহাদিগকে খাজনা দিতে হইবে। বিষ্ণুপুর জমিদারীর ন্যায় ছাতনা জমিদারীর কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে। বাঙ্গালাদেশের মধ্যে ছাতনার জমিদারবংশ বহু প্রাচীন। এই জন্য এই জমিদারী রক্ষার্থ বর্ত্তমান কালেক্টর ফ্রেঞ্চ সাহেব এবং সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছেন। জমিদার তাঁহার কুলদেবতা বাশুলি দেবীর নামে জমিদারী উৎসর্গ করিয়া দিবেন এবং প্রজাগণ তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিবেন। সত্যেন্দ্র বাবু জমিদারী রক্ষার জন্য ছাতনা পরগণার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইলে বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসে তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। প্রজারা যদি নিজেই জমিদার হইতে পায় দুর্দ্দান্ত জমিদারের উৎপীড়ন হইতে তাহারা চিরকালের জন্য নিষ্কৃতি পায় তবে

তাহারাও আর কোন কালে অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট ভোগ করিবে না। অকালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়া যমালয়ের যাত্রী হইবে না।

পরলোকগত রমেশ চন্দ্র দত্ত এ জেলার কালেক্টর ছিলেন। স্বর্গীয় ডাক্তার রামলাল দত্ত এক সময়ে এ জেলার সিভিল সার্জ্জেন ছিলেন। মিঃ, বি, দে, এ জেলায় কালেক্টর ছিলেন। মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত দীর্ঘকাল এ জেলার কালেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১১-১২ সালে এ জেলায় ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী টিণ্ডাল সাহেব এক সময়ে এ জেলায় জজিয়তি করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ গাইড সাহেব এক সময়ে এ জেলায় জজিয়তী করিয়াছিলেন। পরলোক গত বরদাচরণ মিত্র ও লোকেন্দ্রনাথ পালিত, অম্বিকাচরণ সেন এ জেলার জজ ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার সেক্রেটারী স্প্রাই সাহেব এক সময়ে এ জেলার কালেক্টর ছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জনসংখ্যা।

১৮৭২ সালে বাঁকুড়া জেলার পরিমাণ ১৩৪৬ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৫২৬৭৭২ ছিল। জেলাটী ৫টা থানায় বিভক্ত ছিল এবং একটী মহকুমা ছিল। সে সময়ে কোন থানার পরিমাণ কত এবং লোক সংখ্যা কত ছিল তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

থানা	বর্গমাইল	পল্লী গ্রাম	বসতবাটী	লোকসংখ্যা	প্রতিবর্গ মাইলে জনসংখ্যা।
বাঁকুড়া	[illegible]	২২৪	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ছাতনা	২২৮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	২৮৫
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
গঙ্গাজলঘাটি	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বিষ্ণুপুর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট	১৩৪৬	১০২৮	১০৪৬৮৭	৫২৬৭১২	৩৯১
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
সোনামুখী	১৯৭	২৭০	১৬৪৩২	৭৯৪৩৭	[illegible]
কোতুলপুর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	৬৮৫
মোট	৪৮২	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
রাইপুর	৫০৩	১০৪০	১১৬৮১	১১২৩৪৪	২২৩
সুপুর	২৯২	৫৩০	১১২৫৮	৬২৭০৫	২১৫
মোট	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	১৬২৩	৪৪৩৬,	১৩০৯৭৮,	৯৬৮৫৯৭,	৩৬৯

২

১৮৭২ সালে ইন্দাস থানা বর্দ্ধমান, জেলার সদর মহকুমার, সোনামুখী থানা বুদবুদ মহকুমার এবং কোতুলপুর থানা আরামবাগ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময় আরামবাগ ও বুদবুদ মহকুমা বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। রাইপুর ও সুপুর মানভূম জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৭২ সালে বাঁকুড়া জেলায় অর্থাৎ প্রথম ৫টী থানায় হিন্দু ৪৮৭৭৮৬, মুসলমান ১৩৫০০, খৃষ্টীয়ান ৭০, অন্যান্য ২৫৪১৬ ছিল। অধিবাসীর মধ্যে হিন্দু শতকরা ৯২·২ এবং মুসলমান ২·৬ ছিল। এ সময়ে প্রেত-পূজকদিগকে পৃথকভাবে ধরা হয় নাই। শেষোক্ত পাচটী থানা লইয়া বর্ত্তমানে বাঁকুড়া জেলার যে আয়তন আছে, তাহাতে ১৮৭২ সালে হিন্দু ৮৬৭৩৭৪, মুসলমান ৪১৭২৯, খৃষ্টীয়ান ৮০ অন্যান্য জাতি ৫৯৮১৫ ছিল। ইহার সহিত ১৯২১ সালের জনসংখ্যা তুলনায় কোন্ জাতির অবস্থা কিরূপ তাহা সহজেই অনুমিত হইলে।

বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, কোতুলপুর ও ইন্দাস এই চারিটী আদি থানা লইয়া বিষ্ণুপুর মহকুমা গঠিত হয় তৎকালে এই চারিটি থানার পরিমাণ ৭৩৭ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪১৪০২৮ ছিল। বিষ্ণুপুর মহকুমার কতকাংশ অর্থাৎ ৩৭ বর্গ মাইল স্থান সদর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ১৮৭২ সালে থানাগুলি আয়তনে বৃহৎ ছিল; উহাদিগকে ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থানায় বিভক্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সদর মহকুমা ১৩টী এবং বিষ্ণুপুর মহকুমা ৬টী থানায় বিভক্ত। সে সময় কতকগুলি আউট পোষ্ট ছিল। ১৮৭২ সালে বাঁকুড়া জেলায় একটীও কাবুলী ছিল না। মাড়য়ারীর সংখ্যা ৭৯ ছিল। ১৮৭২ সালে বাঙ্গালা দেশে ১২৮ জন মাত্র কাবুলী এবং ৪৯১০ জন মাড়যারী ছিল।

রাইপুর ও সুপুর থানা ভাঙ্গিয়া খাতড়া, ইন্দপুর, রাণীবান্দ, রাইপুর, ও শিমলাপাল এই ৫টী থানা গঠিত হইয়াছে; ইহাদের বর্ত্তমান পরিমাণ ৭৯৪ বর্গমাইল লোক সংখ্যা ২৬১১৭২। গঙ্গাজলঘাটী থানাকে ভাগ করিয়া গঙ্গাজলঘাটী, শালতড়া, বড়জোড়া, মেজিয়া, এই চারিটী থানা গঠিত হইযাছে এবং ৩২ বর্গমাইল অন্য থানার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই চারিটী থানার বর্ত্তমান পরিমাণ ফল ৪৬৮ বর্গমাইল লোক সংখ্যা ১৭৩৭৬১। ওন্দা থানা—বর্ত্তমান ওন্দা ও তাল ডাঙ্গরা থানায় বিভক্ত হইয়াছে। গত ৫০ বৎসরে পুরাতন রাইপুর-সুপুর থানায় ৮৬১২৩ জন এবং গঙ্গাজলঘাটী

থানায় ১৮৬৯৭ বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৭২ সালে ছাতনা, বাঁকুড়া ও ওন্দা থানার পরিমাণ ৫৯১ বর্গমাইল লোক সংখ্যা ২২৪৪৫৬ ছিল। বিষ্ণুপুর মহকুমার ৩৭ বর্গমাইল গঙ্গাজলঘাটী থানার ৩১ বর্গমাইল ইহার সহিত যুক্ত হইয়া ছাতনা, বাঁকুড়া, ওন্দা ও তালডাঙ্গরা এই চারিটী থানায় যুক্ত হইয়াছে বর্ত্তমানে এই চারিটী থানার পরিমা ৬৬৩ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২৫৯৫১০ অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা আয়তনে ৭২ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যায় ৩৫০৫৪ জন বেশী হইতেছে। তাহা হইলে ইহাই অনুমিত হয় যে গত ৫৩ বৎসরে এই চারি থানায় জন সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই। ওন্দা ও তালডাঙ্গরা অপেক্ষা ছাতনা ও বাঁকুড়া থানার অবস্থা কিছু ভাল। বাঁকুড়া ও ছাতনা থানায় লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ওন্দা ও তালডাঙ্গরা থানায় লোক সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। বিষ্ণুপুর মহকুমা আয়তনে ৩৭ বর্গমাইল ও লোক সংখ্যায় ৮৮৫২৯ কম হইতেছে। গত ৫০ বৎসরে এই মহকুমায় লোক সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। বাংলা দেশে আর কোন মহকুমায় এইরূপ লোক সংখ্যা হ্রাস হয় নাই। গত ৫০ বৎসরের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে গঙ্গাজলঘাটী প্রভৃতি চারিটি থানায় এবং রাইপুর প্রভৃতি পাঁচটী মোট এই নয়টী থানায় লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু গত দশ বৎসরে বাঁকুড়া ও ছাতনার অবস্থা ভাল দেখাইতেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরে বাঁকুড়া জেলায় শতকরা ৫জন হারে বৃদ্ধি হইয়াছে। অন্যান্য জেলায় গত দশ বৎসরে যে হারে বৃদ্ধি হইয়াছে, বাঁকুড়া জেলায় গত ৫৩ বৎসরে তদপেক্ষা অনেক কম হারে বৃদ্ধি হইল।

	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট	দশবৎসরের—হ্রাস + বৃদ্ধি
১৮৭২ সাল	৪৮০৩১৯,	৪৮৮২৫৮,	৯৬৮৫৭৭	
১৮৮১ "	৫০৭১৩৬,	৫৩৪৬১৬,	১০৪১৭৫২	+ ৭৩১৭৫
১৮৯১ "	৫২৫৯৪১,	৫৪৩৭২৭	১০৬৯৬৬৮	+ ২৭৯১৬
১৯০১ "	৫৪৯৪৮৪,	৫৬৬৯২৭	১১১৬৪১১	+ ৪৬৭৪৩
১৯১১ "	৫৬২৫৮৫	৫৭৬০৮৫	১১৩৮৬৭০	+ ২২২৫৯
১৯২১ "	৫০৯৩৩৪,	৫১০৬০৭	১০১৯৯৪১	+ ১১৮৭২৯

১৮৭২ সাল হইতে ১৯১১ সাল পর্য্যন্ত ৩৯ বৎসরে এ জেলায় ১৭০০৭৩ জন বৃদ্ধি হয় এবং ১৯১১—২১ সাল এই দশ বৎসরেই ১১৮৭২৯ জন হ্রাস

হয়। ১৮৭২ সাল হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত ৪৯ বৎসরে বাংলা দেশে বর্দ্ধমান জেলায় ৪৭৭০৮ জন, বীরভূম জেলায় ৩৮৩৮ জন, হুগলী জেলায় ৩৯২৫৫ জন, নদীয়া জেলায় ৪৩৯০ জন হ্রাস হইয়াছে। এই ৪৯ বৎসরে অনেকগুলি জেলার আয়তনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অর্থাৎ এক জেলার কতকাংশ অন্য জেলায় ভুক্ত হইয়াছে। ১৭৭২—৮১ সালের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার আয়তনের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই সময়ে মানভূম জেলার কতকাংশ বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলার পূর্ব্ব সীমার জেলাগুলির তুলনা করিলে দেখিতে পাই ১৮৭২ সালে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে ৩৫২৬২ জন ছিল ১৯২১ সালে এই রাজ্যের জনসংখ্যা ৩০৪৪৩৭, গত ৪৯ বৎসরে ২৬৯১৭৫ জন বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৮৭২ সালে এই রাজ্যের আয়তন যেরূপ ছিল এখনও তাহাই আছে। গত ৪৯ বৎসরে কতকগুলি জেলায় কি হারে লোক বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিচের তালিকায় দেওয়া হইল।

জেলার নাম,	১৮৭২ সাল	১৯২১ সাল	বৃদ্ধি
ত্রিপুরা	১৪৪৭৫৮৩	২৭৪৩০৭৩	১২৯৫৪৯০
নোয়াখালী	৮৪১২৪৭	১৪৭২৭৮৬	৬৩১৫৩৯
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৬৯৬০৭	১৭৩২৪৩	১০৩৬৩৬
চট্টগ্রাম	১১২৭৪০২	১৬১১৪২২	৪৮৪০২০
মৈমনসিংহ	১৩৫৪৭৯৪	৪৮৩৭৭৩০	১৪৮২৯৩৬
জলপাইগুড়ি	৪১৬৭৮১	৯৩৬২৬৯	৫১৯৪৮৮
দার্জিলিং	৯৪৭৮১	২৮২৭৪৮	১৮৭৯৫৪
মালদহ	৬৭৫৯৭৮	৯৮৫৬৬৫	৩০৯৬৮৭
কলিকাতা	৬৩৩০০৯	৯০৭৮৫১	২৭৪৮৪২
মেদিনীপুর	২৫৪২৯২০	২৬৬৬৬৬০	১২৩৭৪০
মানভূম	৮২০৫২১	১৫৪৮৭৭৭	৭২৮২৫৬
সিংহভূম	৩১৮১৮০	৭৫৯৪৩৮	৪৪১২৫৮
হাজারীবাগ	৭৭১৮৭৫	১২৭৬৯৪৬	৫০৫০৭১
রাঁচি	৮১৩০৬৮	১৩৩৪৪৭৩	৫২১৪০৫
উড়িষ্যা রাজ্যসমূহ	১৬৩১২৭৩	৩৮০৭১৭২	২১৭৫৮৯৯
ছোটনাগপুর রাজ্যসমূহ	৯২৬২৭	১৫২৪৯৭	৫৯৮৭০

১৮৭২—৮১ সালে নোয়াখালী জেলায় ১৯৬১৪ লোক এবং কলিকাতায় ২০৭১২ জন হ্রাস হইয়াছিল। বাকী সকল স্থানেই জন সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে কেবল গত গণনায় মালদহ জেলায় ১৮৪৯৪ জন হ্রাস হইয়াছে।

	১৮৯১	১৯০১	১৯১১
বাঁকুড়া জেলা	১০৬৯৬৬৮	১১১৬৪১১	১১৩৮৬৭০
বাঁকড়া মহকুমা	৬৯২৩৫৭	৭১২০৫৫	৭৪৬৯৬৪
বিষ্ণুপুর মহকুমা	৩৭৭৩১১	৪০৪৩৫৬	৩৯১৭০৬
বাঁকুড়া ছাতনা থানা	১৪০৬০১	১৪৮৬৭০	১৫৮৩৭৩
ওন্দা ও তাল ডাঙ্গরা	১২২৩৭৩	১২২৯১৭	১২০৫৯১
গঙ্গাজলঘাটী শালতড়া, মেজিয়া, বড়জোড়া	১৭৮১৮২	১৮৫৪১১	১৮৯৪৪০
খাতড়া, ইন্দপুর, রাইপুর	১১১৫৪৮	১১১৬০১	১২৯৯৯৬
রাণীবান্দ	১০২৬৪২	১০৫৩৫৪	১১০০৭৮
সিমলাপাল	৩৭০১১	৩৮১০২	৩৮৪৮৬
বিষ্ণুপুর জয়পুর পাত্রসায়র, ইন্দাস,	১৩৫৯৭৪	১৪২৬৭০	১৫৯৭৩৫
	৭৪৬৯৬	৮২৩৪৬	৭৭৯৪০
রাধানগর, সোনামুখী	৭৫৪৮৯	৮২৬৮৮	৬২০৪২
শিরমণিপুর কোতলপুর	৯১১৫২	৯৬৬৫২	৯১৯৮৯

হিন্দু।

	১৮৮১ সাল					১৮৯১ সাল				
	পুরুষ		স্ত্রী		মোট	পুরুষ		স্ত্রী		মোট
১। বাঁকুড়া জেলা	৪৪৩১১৬	+	৪৬৭৭২৯	=	৯১০৮৪৫	৪৫২১৫০	+	৪৬৮২২৩	=	৯২০৩৭৩
২। বাঁকুড়া মহকুমা	২৭৩১০২	+	১৮১১৬২	=	৪৫৪২৬৪	২৮৭৫৯৬	+	২৯৪৩৫৮	=	৫৮১৯৫৪
৩। বাঁকুড়া থানা	৫৫৫০০	+	৫৬৫৪৪	=	১১২০৪৪	৬০৫৫৫	+	৬১৭১৩	=	১২২২৬৮
৪। গঙ্গাজলঘাটী, ৫। বড় জোড়া	৭৯৫৪৯	+	৮৩৩১৫	=	১৬২৮৬৪	৮১৯৯৫	+	৮৪৭৮৩	=	১৬৬৭৭৮
৬। ওন্দা	৫১৬৭৮	+	৫৪২৫০	=	১০৫৯২৮	৫৩৩৯৭	+	৫৪৩০৫	=	১০৭৭০২
৭। রাইপুর	৩১৫১৮	+	৩২১৬৩	=	৬৩৬৮১	৩১৭৬১	+	৩২৭৫১	=	৬৪৫১২
৮। শিমলাপাল	১২৫২৮	+	১২৬২১	=	২৫১৪৯	১৩৭৯২	+	১৩৯৫৫	=	২৭৭৪৭
৯। খাতড়া	৪১৩২৯	+	৪২২৬৯	=	৮৩৫৯৮	৪৬০৯৬	+	৪৬৮৫১	=	৯২৯৪৭
১০। বিষ্ণুপুর মহকুমা	১৭০০১৪	+	১৮৬৫৬৭	=	৩৫৬৫৮১	১৬৪৫৫৪	+	১৭৩৮৬৫	=	৩৩৮৪১৯
১১। বিষ্ণুপুর থানা	৬২৫৪৯	+	৬৮৪৯৪	=	১৩১০৪৩	৬০৩১২	+	৬৪৪৬৯	=	১২৪৭৮১
১২। কোতুলপুর	৪১০৩৩	+	৪৫২০৭	=	৮৬২৪০	৪০১২৪	+	৪১৯২৫	=	৮২০৪৯
১৩। ইন্দাস	৩১৫১৭	+	৩৫১৩৫	=	৬৬৬৫২	৩০৭০৪	+	৩২০৮১	=	৬২৭৮৫
১৪। সোনামুখী	৩৪৯১৫	+	৩৭৭৩১	=	৭২৬৪৬	৩৩৪১৪	+	৩৫৩৯০	=	৬৮৮০৪

মুসলমান।

	১৮৮১ সাল					১৮৯১				
	পুরুষ		স্ত্রী		মোট	পুরুষ		স্ত্রী		মোট
১। বাঁকুড়া জেলা	২২১৯১	+	২৪০৮৩	=	৪৬২৭৪	২২৪৯৯	+	২২৮১৩	=	৪৫৩১২
২। „ মহকুমা	৬২১৬	+	৬১৫২	=	১২৩৬৮	৬০৩০	+	৫৭৪০	=	১১৭৭৭
৩। „ থানা	১৮৭৩	+	১৯৮৪	=	৩৮৫৭	১৮০৯	+	১৯৩৬	=	৩৭৪৫
৪। গঙ্গাজলঘাটী } ৫। বড়জোড়া }	৭১৯৭	+	১৮৩২	=	৩৬২৯	১৮৫৩	+	১৭৫৯	=	৩৬১২
৬। ওন্দা	৭৯৭	+	৭৬৩	=	১৫৬০	৯৪৫	+	৮২৬	=	১৭৭১
৭। রাইপুর	৭৬৩	+	৭০৩	=	১৪৬৬	৩০৬	+	২১৮	=	৫২৪
৮। শিমলাপাল	২৮৪	+	২৬৩	=	৫৪৭	৩৮৬	+	৩৪৭	=	৭৩৩
৯। খাতড়া	৭০২	+	৬০৭	=	১৩০৯	৭৩৮	+	৬৫৪	=	১৩৯২
১০। বিষ্ণুপুর মহকুমা	১৭৯৩১	+	১৫৯৭৫	=	৩৩৯০৬	১৬৪৬২	+	১৭০৭৩	=	৩৩৫৩৫
১১। „ থানা	২৭৯৪	+	৩০০৪	=	৫৭৯৮	৩০৭৯	+	২৯৮৬	=	৬০৬৫
১২। কোতুলপুর	৩৯৫৬	+	৪৭৪৫	=	৮৭০১	৪২৬৫	+	৪৮৫৪	=	৯১১৯
১৩। ইন্দাস	৫৭৮৪	+	৬৩৭৩	=	১২১৫৭	৫৮৬৩	+	৫৯৪০	=	১১৮০৩
১৪। সোনামুখী	৩৪৪১	+	৩৮০৯	=	৭২৫০	৩২৫৫	+	৩২৯৩	=	৬৫৪৮

প্রেতপূজক।

		১৮৮১ পুরুষ		১৮৮১ স্ত্রী		১৮৮১ মোট	১৮৯১ পুরুষ		১৮৯১ স্ত্রী		১৮৯১ মোট
১।	বাঁকুড়া জেলা	৪১৭৮৪	+	৪২৭৭৫	=	৮৪৫৫৯	৫১১৭০	+	৫২৫৭৭	=	১০৩৭৪৭
২।	বাঁকুড়া মহকুমা	৩৯৭২৬	+	৪০৬৯৯	=	৮০৪২৫	৪৮৭৮২	+	৪৫৯২৭	=	৯৪৪০৯
৩।	বাঁকুড়া থানা	৫৯০৭	+	৫৭০৬	=	১১৬১৩	৭২৬৭	+	৭২৩২	=	১৪৪৯৯
৪।	গঙ্গাজলঘাটি	৩০৫২	+	৩০৬২	=	৬১১৪	৩৯১৬	+	৩৮৬১	=	৭৭৭৭
৫।	[illegible]জোড়া										
৬।	ওন্দা	৫৩৯৭	+	৫৪৩৫	=	১০৮৩২	৬৩২২	+	৬৪৭৩	=	১২৭৯৫
৭।	রাইপুর	১৪৯০৭	+	১৫৭৪১	=	৩০৬৪৮	১৮০৭৪	+	[illegible]১৮২	=	৩৭২৫৬
৮।	শিমলাপাল	৩৪৪৮	+	৩৫৩৮	=	৬৯৮৬	৪২৯২	+	৪২৩৯	=	৮৫৩১
৯।	খাতড়া	৭৬১৯	+	৭২০৩	=	১৪৮২২	৮৬১১	+	৪৯৪০	=	১৩৫৫১
১০।	বিষ্ণুপুর মহকুমা	২৭৪৮	+	২৩৯৬	=	৫১৪৪	২৬৮২	+	২৬৫০	=	৫৩৩২
১১।	,, থানা	১৯৯৪	+	২০৬৭	=	৪০৬১	২৫৪৬	+	২৫৭০	=	৫১১৬
১২।	কোতুলপুর	৬	+		=	৬	৬১	+	২৩	=	৮৪
১৩।	ইন্দাস	—		—		—	—		—		—
১৪।	সোনামুখী	৫০	+	[illegible]		[illegible]	৭৫	+	৫৭	=	১৩২

	হিন্দু		মুসলমান		প্রেতপূজক	
	১৮৯১	১৯০১	১৮৯১	১৯০১	১৮৯১	১৯০১
বাঁকুড়া জেলা	৯২০৩৭৩	৯৭৫৭৪৬	৪৫৩১২	৫১১১৪	১০৩৭৪৭	৮৯১৫৭
বাঁকুড়া মহকুমা	৫৮১৯৫৪	৬১০৪৮১	১১৭৭৭	১৩৪১৮	৯৮৪০৯	৮৭৭৭৮
বাঁকুড়া থানা	১২২২৬৮	১২৯৮৮৬	৩৭৪৫	৪০৫৮	১৪৪৯৯	১৫০৩৬
গঙ্গাজলঘাটী	১৬৬৭৭৮	১১৩৭৬৩	৩৬১২	১০২৩	৭৭৭৭	৭৪৯৩
বড় জোড়া		৫৯৯১৯		২৯২৪		১৬৯
ওন্দা	১০৭৭০২	১১৩৮৩৭	১৭৭১	২৩১৭	১২৭৯৫	৬৭৫৩
রাইপুর	৬৪৫১২	৬৭৫২০	৫২৪	৬৬৪	৩৭২৫৬	৩৩১৯৩
শিমলাপাল	২৭৭৪৭	২৮৮৬৫	৭৩৩	৮২৪	৮৫৩১	৮৪২০
খাতড়া	৯২৯৩৭	৯৬৬৯১	১৩৯২	১৬০৮	১৭৫৫১	১৭০১৪
বিষ্ণুপুর মহকুমা	৩৪০৪১৯	৩৬৫২৬৫	৩৩৫৩৫	৩৭৬৯৬	৫৩৩৮	১৩৭৯
বিষ্ণুপুর থানা	১২৪৭৮১	১৩৫৩৯৫	৬০৬৫	৬৫৯৭	৫১১৬	৮৭০
কোতুলপুর	৮২০৪৯	৮৬৩৫৩	৯১১৯	১০৮৮১	৮৪	১১৮
ইন্দাস	৬২৭৮৫	৬৮৭২৬	১১৮০৩	১৩৫০৬	৬	১১১
সোনামুখী	৬৮৮০৪	৭৪৭৯১	৬৫৪৮	৭৪১২	১৩২	১৮০

১৮৯১ সাল—জাতির সংখ্যা।

১। আগুরি—১০৯৩৬
২। আহীর গোয়ালা—৬২০৬১
৩। বাগ্দী—৪৯৭২৯
৪। বৈস্ত—৩৪৫১
৫। বৈষ্ণব—১৯৯৪১
৬। চুনারী—
৭। বেনিয়া—২৬৬৯
৮। বারুই—২৯১১
৯। বাউরী—১২৩১৯৭
১০। ভূঞা—৩৪৮১
১১। ভূমিজ—২০৭৯৮
১২। ব্রাহ্মণ—৮৫০৩২
১৩। চাষা—২৪৩৭
১৪। ধোবা—৪২৯৭
১৫। ডোম—১৮০৪৮
১৬। গন্ধবনিক—৯২৩২
১৭। হাড়ি—৬৭২৫
১৮। যোগী—
১৯। কৈবর্ত্ত—১৮৪৩৪
২০। কুলু—
২১। কামার ও লোহার ৪১১৪৯
২২। করঙ্গা—
২৩। কায়স্থ—১৮৪৯৪
২৪। কেওট—১৯৯৬
২৫। খয়রা—২৮৩৬৯
২৬। ক্ষত্রী—৩৭৭০
২৭। কড়া—৪৭৪৬
২৮। কুমার—৯৪৯৬
২৯। কুড়মী—১৩৭২৭
৩০। মাল—১২৯৫৮
৩১। ময়রা—৬০৩৭
৩২। মুচী—৫৪৫০
৩৩। নায়ক—১৫৫২৪
৩৪। ননশূদ্র—১৬৯৫
৩৫। নাপিত—১১৬৫৫
৩৬। রাজপুত—১৬৭৬৬
৩৭। সদ্গোপ—৪৫৭৪৭
৩৮। শামন্ত—৫২০৩
৩৯। শাঁখারী—
৪০। সাঁওতাল—১০১৫৩৭
৪১। সরাক—১৭০৭
৪২। সুবর্ণবণিক—৭৩৯২
৪৩। শুঁড়ি—২২২৬৫
৪৪। পুএধ্ব—৬০৫০
৪৫। তাম্বুলী—১৬৭০৭
৪৬। তাঁতি—৩০২৯৮
৪৭। তিলি—৯২১৯৭
৪৮। বৈশ্য—১৯৯৩
৪৯। কৈরী—৫২৮৩
৫০। যুগী—১৩২৭
৫১। মাহাত—১১৭৯
৫২। জেলে—২৪৩০
৫৩। মালাকার—৩৪০৮
৫৪। মাঝি—২৪৫৫৭
৫৫। মেটিয়া—১২৩৯০
৫৬। পোদ্দার—১০০৩

১৯০১ সাল—জাতির সংখ্যা

১। আগুরী—১০৮৭০
২। আহীর ও গোয়ালা ৬৫৭৮৪
৩। বাগ্দী—৯০৮৬৮
৪। বৈদ্য—৩৮৮৮
৫। বৈষ্ণব—২১২১২
৬। চুনারী—১১১৭
৭। বেনিয়া—১১৩২
৮। বারুই—৩৪০৫
৯। বাউরী—১১৩৩২৫
১০। ভুইঞা—৩৬৩৪
১১। ভূমিজ—১৯৭৮৫
১২; ব্রাহ্মণ—৯৩৪৫৩
১৩। চাষা—১১০২
১৪। ধোবা—৪৮৪৬
১৫। ডোম—১৭৫২০
১৬। গন্ধবণিক—১৩৪১৩
১৭। হাড়ী—৭৮৬২
১৮। যোগী—১৬৭৩
১৯। কৈবর্ত্ত—২২৫৮৯
২০। কুলু—২২৭৩৯
২১। কামার ও লোহার—৪৫৯৫০
২২। করঙ্গা—১৩৪৩
২৩। কায়স্থ—১৯৬৯৮
২৪। ক্ষাত্রী—৬৬৯০
২৫। কেয়ট—৫৩৯৬
২৬। খয়রা—৩১৩৪০
২৭। কড়া—৪৯৭০
২৮। কুমার—১০৫৬৬
২৯। কুড়মী—১৭১৯২
৩০। মালো—১৪৯৬৪
৩১। ময়রা—৬২৬৫
৩২। মুচী—১১৩৫৭
৩৩। নায়ক—৭৪৮২
৩৪। নমশূদ্র—১৩৬৪
৩৫। নাপিত—১২৭০০
৩৬। রাজপুত—১৮৩০৪
৩৭। সদ্গোপ—৪৬৪৯১
৩৮। শামন্ত—২৬৬৫
৩৯। শাঁখারী—১৪৪১
৪০। সাঁওতাল—১০৫৬৮২
৪১। সরাক—২৩৬০
৪২। সুবর্ণবণিক—১০০১৬
৪৩। শুঁড়ি—২৪৩২৬
৪৪। সূত্রধর—৬৪৪২
৪৫। তাম্বলী—১৮৭৫৭
৪৬। তাঁতি—২৮৮৩৪
৪৭। তিলি—৭৩৫৯৬

১৮৯১ সালে বাহিরের কত লোক বাঁকুড়া জেলায় বাস করিত।

জেলা	পুরুষ		স্ত্রী	মোট
মেদিনীপুর	৪৪৯০	+	৭৩৯০	১১৮৮০
মানভূম	৬৫২৬	+	৮৮১৯	১৫৩৪৫
হুগলী	১০২৭	+	২৪৮৩	৩৫১০
বৰ্দ্ধমান	২৫৬৯	+	৫৪২৩	৭৯৯২
বাংলার অন্যান্য স্থান	৫৪৫	+	৫০০	১০৪৫
বিহার	৭৮৮	+	১৯৪	৯৮২
উড়িষ্যা	১৭৫	+	২৫	২০০
ছোটনাগপুর	৩৬০	+	৩৫৭	৭১৭
অন্যান্য দেশ	৭১৪	+	২৬৫	৯৭৯
মোট	১৭১৯৪	+	২৫৪৫৯	৪২৬৫৩

১৮৯১ সালে বাঁকুড়া জেলার কত লোক জেলার বাহিরে কোন কোন স্থানে কত ছিল।

জেলা	পুরুষ		স্ত্রী		মোট
বৰ্দ্ধমান	৯৭২৪	+	১১৯০৪		২১৬২৮
মেদিনীপুর	৩০৬৪	+	৫৩২৬		৮৩৯০
	১৪৩২৪	+	১১৫৯৭		২৫৯২১
হাওড়া	১৪৩৮	+	৬৩৬		২০৭৪
২৪ পরগণা	২২৭৭	+	১৫৭১		৩৮৪৮
সাঁওতাল প্রগণা	৫৩৮৫	+	৩৩৬২		৮৭৪৭
মানভূম	৫৮২৮	+	৬৩০২		১২১৩০
সিংহভূম	৬১৯	+	৫৩৯		১১৫৮
মোট	৪২৬৫৯	+	৪১২৩৭	—	৮৩৮৯৬

এই সময়ে ইহা ব্যতীত নিজ কলিকাতা সহরে বাঁকুড়া জেলার অনেক লোক বাস করিত। আরও অন্যান্য স্থানে বাঁকুড়া জেলার লোক বাস করিত কিন্তু সংখ্যায় কম বলিয়া আদমসুমারীর বিবরণে তাহা দেওয়া হয় নাই।

১৯০১ সাল।

জেলা, মহকুমা ও থানা	পরিমাণ ফল	গ্রাম ও সহরের সংখ্যা	বসত বাটীর সংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	১৮৯১ সংখ্যা	১৮৯১ ১৯০১ শতকরা হ্রাস বৃদ্ধি	১৮৮১ ১৮৯১ হ্রাস বৃদ্ধি
বাঁকুড়া জেলা	২৬২১	৫৫৯৫	২৩১৬৪৬	৫৪৯৪৮৪ +	৫৬৬৯২৭ =	১১১৬৪১১	১০৬৯৬৬৮	+ ৪·৩৭	+ ২·৭
বাঁকুড়া মহকুমা	১৯২১	৪০৭০	১৩৭৬৮২	৩৫২৯৬০ +	৩৫৯০৯৫ =	৭১২০৫৫	৬৯২৩৫৭	+ ২·৮৫	+ ৬·৮
বাঁকুড়া থানা	৩৩২	৭৬২	২৮৫০৪	৭৪২০৩ +	৭৪৬৬৭ =	১৪৮৮৭০	১৪০৬০১	+ ৫·৮৮	+ ১০·১
পঙ্গাজলঘাটী	৪৬৫	৪৬৭	২৩৪৩০	৬০৪৮১ +	৬১৯১৮ =	১২২৩৯৯	১১৭৮২১	+ ৩·৮৮	+ ৩·২
বড়জোড়া	৪৬৫	২৮৯	১৩৪৫৮	৩০৬৮৭ +	৩২৩২৫ =	৬৩০১২	৬০৩৬১	+ ৪·৩৯	+ ৩·২
ওন্দা	৩২৯	৭৪৮	২৪৭০২	৬০৬৬৪ +	৬২২৫৩ =	১২২৯১৭	১২২৩৭৩	+ ·৪৪	+ ২·৪
রাইপুর	৩৩৩	৭২২	১৯১৮৯	৫০২৪৩ +	৫১১৯২ =	১০১৪৩৫	১০২২৪২	— ·৭৯	+ ৬·৫
শিমলাপাল	১১৯	৩০২	৬৮৫৪	১৯২২০ +	১৮৮৮৯ =	৩৮১০৯	৩৭০১১	+ ২·৯৭	+ ১৩·
খাতড়া	৩৪৩	৭৮০	২১৫৫৩	৫৭৪৬২ +	৫৭৮৫১ =	১১৫৩১৩	১১১৯৪৮	+ ৩·	+ ১২·৮
বিষ্ণুপুর মহকুমা	৭০০	১৫২৫	৯৩৯৬৪	১৯৬৫২৪ +	২০৭৮৩২ =	৪০৪৩৫৬	৩৭৭৩১১	+ ৭·১৭	— ৪·৪
বিষ্ণুপুর থানা	৩০২	৫২৭	৩৩৮৮২	৬৮৮৪১ +	৭৪০৩২ =	১৪২৮৭৩	১৩৫৯৭৪	+ ৫·০৭	— ৩·৪
কোতুলপুর	১৩৩	৪৬০	২৩৫২৭	৪৭১৭২ +	৪৯৪৮০ =	৯৬৬৫২	৯১২৫২	+ ৫·৯১	— ৩·৯
ইন্দাস	১২৪	২৫৪	১৮২৯৯	৪০৪০২ +	৪১৯৪১ =	৮২৩৪৩	৭৪৫৯৬	+ ১০·৩৯	— ৫·৩
সোণামুখী	১৪১	২৮৪	১৮২৫৬	৪০১০৯ +	৪২৩৭৯ =	৮২৪৮৮	৭৫৪৮৯	+ ৯·২৭	— ৫·৮

জাতির সংখ্যা।

জাতি	১৯২১ সাল। পুরুষ	১৯২১ সাল। স্ত্রী	১৯২১ সাল। মোট	১৯১১ সাল। মোট	কম — বেশী +
১। বাগ্দী	২৭৬৯৪	২৭৩৮৩	৫৫০৭৭	৯৫৪৮১	—৪০৪০৪
২। বৈদ্য	২০০৬	২০৬২	৪০৬৮	৪৫০২	— ৪৩৪
৩। বৈষ্ণব	৮৯৪৬	৯৪৬৫	১৮৪১১	২০৭১০	— ২২৯৯
৪। বারুই	১২৫৪	১২৪২	২৪৯৬	৩১০৬	— ৬১০
৫। বাউরী	৪৬৭৮২	৪৯০৬৯	৯৫৮৫১	১১১৩১৩	—১৫৪৬২
৬। ভূঞা	১৬২৭	১৪৫৭	৩০৮৪	৩৭২৪	— ৬৪০
৭। ভূমিজ	৭৮৩৯	৮৪৩১	১৬২৭০	১৯৭৫৭	— ৩৪৮৭
৮। ব্রাহ্মণ	৪৭০৩৫	৪৭৫৫৭	৯৪৫৯২	৯৯০৮১	— ৪৪৮৯
৯। চামার	৭০	৯	৭৯	১৭৮	— ৯৯
১০। চাষা ধোপা	২১	৩২	৫৩	৪৯	+ ৪
১১। ডোম	৬৯৬৫	৬৭১১	১৩৬৭৬	১৭১৩২	— ৩৪৫৬
১২। দোশদ	১১	২	১৩	৪৪	— ৩১
১৩। গন্ধবণিক	৬৩০৬	৬৫৩৪	১২৮৪০	১৩৪০১	— ৫৬১
১৪। গোয়ালা	৩২৪৯১	৩০৪৩৪	৬২৯২৫	৬৭২৩৩	— ৪৩০৮

জাতির সংখ্যা—

জাতি	১৯২১ সাল। পুরুষ	১৯২১ সাল। স্ত্রী	১৯২১ সাল। মোট	১৯১১ সাল। মোট	কম — বেশী +
১৫। হাড়ি	৩১৯৪	৩২০১	৬৩৯৫	৭৩৩৯	— ৯৪৪
১৬। যোগী	২৮৩	২৩৫	৫১৮	৬৩২	— ১১৪
১৭। কাহার	২১	১২	৩৩	৫৪	— ২১
১৮। কুলু	৯৭৫৮	৯৬৯৮	১৯৪৫৬	২১৯৫৮	— ২৫০২
১৯। কামার	৯৯৯৭	৯৫১০	১৯৫০৭	২৩৬৭৮	— ৪১৭১
২০। কেওরা	৩	১	৪	৯৯	— ৯৫
২১। কোড়া	২২৯২	২২৭৭	৪৫৬৯	৪৬১৩	— ৪৪
২২। কৈবর্ত্ত জালী	৬৯৫৩	৭৩৫৩	১৪৩০৬	৩৮৫১	+১০৪৫৫
২৩। চাষী কৈবর্ত্ত	৯৫৫০	৯০৯৮	১৮৬৪৮	২২৪৯৯	— ৩৮৫১
২৪। কাপালী	০	০	০	১	— ২
২৫। কায়স্থ	৮৮৫১	৯৮১২	১৮৬৬৩	১৯৪৭৪	— ৮১১
২৬। তিলি	৩২৪৪৮	৩২১২৭	৬৪৫৭৫	৭৫৩০২	—১০৭২৭
২৭। কুমার	৪৯৫৯	৪৯৩০	৯৮৮৯	১০৪৮৮	— ৫৯৯
২৮। কুড়মী	৯৬২৫	৯৯৬৭	১৯৫৯২	১৮২৩০	+ ১৩৬২
২৯। লোহার	২০০৮১	২১৪০৫	৪১৪৮৬	২৫৩৫৯	+১৬১২৭

জাতির সংখ্যা—

জাতি	১৯২১ সাল। পুরুষ	১৯২১ সাল। স্ত্রী	১৯২১ সাল। মোট	১৯১১ সাল। মোট	কম — বেশী +
৩০। মাল	৫৪৬০	৫৭৫২	১১২১২	১১৯৬১	— ৭৫০
৩১। মালাকার	২১৯	২২৮	৪৪৭	৬৬৮	— ২২১
৩২। মালো	৭	...	৭	১৯৩১	— ১৯২৪
৩৩। ময়রা	২৮৮৭	৩২৪০	৬১২৭	৫৮০১	+ ৩২৬
৩৪। মুচী	৫৬৩৬	৫৩৪৪	১০৯৮০	১২০৭০	— ১০৯০
৩৫। মুণ্ডা	৭৬	৯৭	১৭৩	২২০	— ৪৭
৩৬। নমঃশূদ্র	২৩৩	২৬৪	৪৯৭	৮০৫	— ৩০৮
৩৭। নাপিত	৫৪৭২	৫৭০৬	১১১৭৮	১২৪২০	— ১২৪২
৩৮। ধোপা	১৯৫৪	১৮২৯	৩৭৮৩	৪২৩৪	— ৪৫১
৩৯। নুনিয়া	১	...	১	৫০	— ৪৯
৪০। ওরাও হিন্দু	২০	...	২০	২	+ ১৮
৪১। পাটনী	৫	...	৫	৬১	— ৫৬
৪২। পোদ	২	...	২	•	+ ২
৪৩। রাজপুত	১২৯৯৪	১৩০৮৭	২৬০৮১	১৯৩০৭	+ ৬৭৮৯
৪৪। সদ্গোপ	২২০৭৭	২০৯৩৯	৪৩০১৬	৪৭৪৪৪	— ৪৪১৮

জাতির সংখ্যা—

জাতি	১৯২১ সাল। পুরুষ	১৯২১ সাল। স্ত্রী	১৯২১ সাল। মোট	১৯১১ সাল। মোট	কম — বেশী +
৪৫। শাঁওতাল হিন্দু	৬৭১৬	৭১৬৪	১৩৮৮০	২০৪১২	— ৬৫৩২
৪৬। পাঁওতাল প্রেতপূজক	৪৪৯৫৭	৪৬০৭৫	৯১০৩২	৯৪৬০৫	— ৩৫৭৩
৪৭! সাহা	১৫৭	৭৬	২৩৩	...	...
৪৮। সোনার	১২৬	১০২	২২৮	৯৬৭	— ৭৩৯
৪৯ সুবর্ণবণিক	৪৩৪১	৪৫৬৫	৮৯০৬	৯২৩২	— ৩২৬
৫০ শুঁড়ি	১৩২২৩	১২৮৯৬	২৬১১৯	২৫৬৯৬	+ ৪২৩
৫১ সূত্রধর	২৩৬২	২৪৪১	৪৮০৩	৬২২২	— ১৪১৯
৫২ তাম্বুলী	৯৫০৬	৯৩৬৫	১৮৮৭১	১৯৩৬৯	— ৪৯৮
৫৩ তাঁতি	১২৬৮৮	১১৫৯৫	২৪২৮৩	২৮৪৭৯	— ৪১৯৬
৫৪ তিওর	...	...	...	৬	— ৬
৫৫ আগুরী	৪৩৬৮	৪০৯০	৮৪৫৮	১০৯৫২	— ২৪৯৪
৫৬ নায়ক	১৫	১৫	৩০	৯১৬৩	— ৯১৩৩
৫৭ সামন্ত	৮৭	৩৫	১২২	৮৯২২	— ৮৮০০
৫৮।	২১৮৭১	২২৪৭৮	৪৪৩৪৯	৩৭৫৪	+ ৪০৫৯৫

থানায় জাতি সংখ্যা

		১ বাঁকুড়া	২ ছাতনা	৩ ওন্দা	৪ তাল-ডাঙ্গরা	৫ গঙ্গা-জলঘাটী	৬ শাল-তোড়া
১।	বাগ্দী	২৫১৫	৪৬৫	১৯৪৩	৯৪	৪৭৮	১৪৭২
২।	বৈষ্ণব	১৭১৪	৬৭০	১১০৫	৬৫০	১১৯৬	৪৮০
৩।	বাউরী	১৩১২৬	৯৬৩২	৫৩৪৯	২২৬৯	১০১৯৬	৭৫৭৩
৪।	ভূমিজ	৫৭৩	৭৭৭	২	১২৪	...	৪১
৫।	ব্রাহ্মণ	১৩০৪৭	৩৩৬৯	৭৪০৫	৩০১০	৪৯১৫	৪২০৮
৬।	ডোম	৮৪৩	৩৮৮	৭০৩	১৯৯	৫৫২	৫১৭
৭।	গন্ধবণিক	৫২৯	৬৯৩	৩৭৯	৫২২	৯৫১	৬১৯
৮।	গোয়ালা	৭৫৩০	১৯৪৪	৬৩৬২	২৯৫১	৫০১৫	৩৪৮৮
৯।	চাষী কৈবর্ত্ত	২৫৮৩	১৭৫	৭৪৬	৪২৮	১২০৬	১৬
১০।	জালী কৈবর্ত্ত	১৪৫২	২২২	১৭৪১	১৬১	২৫০	৩৬৬
১১।	কুলু	২০৯২	১৫৭২	১১৭৫	৮০৭	১৯৯৩	১৮৮৩
১২।	কামার	২৩৬৭	১০৭৬	৬১৪	২৮১	১৯৬৫	৭৯৯
১৩।	কায়স্থ	১৮১৩	১৩৫	২২০০	২১০	২৭০	৮৪
১৪।	কুমার	৫১৭	৮০৯	৪৪৬	৪৩৬	৪৫৮	৫৩৮
১৫।	কূর্ম্মী	১১৫	৭৬৩	২	৯	২	৪৫
১৬।	লোহার	১৫৩৯	৫৪৫	৪৩৯০	৩২২৬	২০৬	৭
১৭।	মাল	২১২১	২২০১	৩২১২	৬৭৭	৫	২১৮
১৮।	মুচি	৭১৫	১০৮	১৮১	১২৩	২৬৬	১৭৭
১৯।	নাপিত	১৩০৯	৫৯৫	১১৮৩	৩৪৯	৬৭৩	৬৯১
২০।	রাজপুত	৪৫৫২	৬৬৪২	১২১১	১১৯০	২৮৭৬	৮৩
২১।	সদ্গোপ	২০৪০	১০৯	৩৪২৫	৩৩৭৫	১৭৮	৫৮৮
২২।	শাঁওতাল	১৯২৭	১৫৩৮৫	২৩৩১	৬৬০০	১২৯৩	৭৫৯২
২৩।	শুঁড়ী	৩৬৬৫	২১৭৮	৯১৩	২৯৪	৩৩০৯	২৫১৫
২৪।	তাম্বুলী	৩০১৮	৫১৪১	৮৮৮	৭৮৪	৭১৬	৩৩৭
২৫।	তাঁতী	৩২১৮	৭৬৬	১৭১৬	৬৪৭	৭৩৫	৪০৮
২৬।	তিলী	৬৭১৩	[illegible]২০	৭২১৪	২২৪২	৬৯৩৩	৩৩৭

থানায় জাতির সংখ্যা

৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
বড়জোড়া	মেজিয়া	খাতড়া	ইন্দপুর	বাণীবাদ	রাইপুর	শিমলাপাল	
২৬৫৬	৪৯২	১৪১	৫৩৪	৩৪৯	২৪৬	২৮৩	১
১২৮২	৭৩৯	১০৩০	৯১১	৭২৯	১৬২০	৮৭১	২
৭০০২	৫৫৯৭	৭০৪১	৮৯২৭	৭৮৩	৫২৪৩	২২৭৭	৩
...	...	৪৯৮২	১৯৯৬	৪৬৪৬	২৩৮৩	৩৭২	৪
৬৭৬৪	৩৪৫৩	৪৮০৯	৮৩৬৬	৭০০	৪৮৮৪	৬৮১১	৫
১৪০১	৪৭২	১৯৬	২৫৩	৩৮০	৫৯৬	২৮৯	৬
১২৮৪	৫৪২	১০৮৯	৩২৭	৫৪৫	৬৬০	৮১১	৭
৩৭২৬	২৭৮৭	৩৮৫৬	১৫৩০	৫৯৫	৩৫৯২	১৪১৫	৮
৫০৭৮	২০৩৮	১৬০	...	২৯	৩৮১	৩৭	৯
৪২৭	৭২	২১০	৭৬	৬৯	৩০৭	২১১	১০
১২৫৮	৭৫২	৯০৬	৬১৯	২১০	১৫১৯	৬৯৯	১১
১৮১৭	২৫৮	১১০৭	৪৩১	৬৮৮	১৪৭২	১১৬১	১২
৯২২	৩৫৪	৫৩০	১৭৯	৭০	১৬০৭	১৯৫	১৩
৩৯৩	৩৫৭	৮৫১	৩০৩	১১৯৮	১১২১	৩৫৫	১৪
...	১	৩৩৫২	২	৬৪৯৪	৬৪২৫	২৩৬৩	১৫
১১৫০	৪	৯৬৫	১০৫৩	২০১	৫০৭৭	৩৫৯০	১৬
১৫	১	৩১	১৩৪০	২	৯৭৫	৩০৪	১৭
৭৯৭	২৮৫	৭৫	৪৪	১৬১	২৩২	১০৬	১৮
৫৮০	৩০২	৬৪৭	৪৭৯	৪০৩	৫৯০	১৯৬	১৯
২৭০১	৮৮	১৪৯১	৮৬৭	৯৪	৭২১	৪৬২	২০
২০৪০	৪৪৩	১৪২৯	১৬৩১	৪২	৫৪৮৭	৮৪৪	২১
২১৫	৯৬	১২৫৭২	২৩৩৬	১৭৪৪৮	২৪৬৩৪	৬৯৯২	২২
১১৩৪	১৪১৮	২২২০	৩৬৭৮	১১৭৪	১৩৭৭৩	৩৬৬	২৩
৩০৪	৯৭	১৯২	১৩৩৫	১২৯	১৩২৩	৩৩০	২৪
৭৮৯	৪১৭	৭৩৯	৯৬২	৭১৪	১৫৮৩	৩৬৮	২৫
৩৪৬৯	২৮০	৪৭৭	৪৮	৪০১	২২৯৯	১১৩০	২৬

থানায় জাতির সংখ্যা

		১	২	৩	৪
		বিষ্ণুপুর	জয়পুর	পাত্রসায়ের	রাধানগর
১।	বাগ্দী	৯০৩	১৮৬২	১০৩০৪	৩৯১৮
২।	বৈষ্ণব	৯৪৬	৩১৪	১০১১	৪৮৯
৩।	বাউরী	১৮৪৫	৬২১	১৮৪৬	২৮৮৬
৪।	ভূমিজ	১	...	২	৬
৫।	ব্রাহ্মণ	৩০৩২	১২২৫	৩৩৯৪	৪৮১৭
৬।	ডোম	২৪৫	৪৭১	৭৪৮	৪৯৪
৭।	গন্ধবণিক	৭৬৪	৯৪	৮৭৫	১৮৮
৮।	গোয়ালা	১৭১৯	৮৩৪	৪৪৯৪	৩২৪১
৯।	চাষী কৈবর্ত্ত	৫৯০	৩৭	২৯৬	২২৫২
১০।	জালী কৈবর্ত্ত	৭৭৬	১০৮০	১৪০১	৮৩৩
১১।	কুলু	৫৯৮	৩৯২	৬০৮	৬৯৯
১২।	কামার	১২২০	১৯৯	১০১৬	৫৭৫
১৩।	কায়স্থ	১৩৮২	১০৫২	১৫৮৩	১৫৫৫
১৪।	কুমার	১৪৪	১৮৩	৪৪৯	২৬৭
১৫।	কুর্ম্মী	৭	...	৩	৩
১৬।	লোহার	৫১২৮	৩১৭৪	২০৩২	১৮৯০
১৭।	মাল	১৬	...	৪৫	...
১৮।	মুচি	৩৩৫	৩৭৭	১২৩০	২৭৬
১৯।	নাপিত	৩০৭	২৩২	৫৩১	৪১৬
২০।	রাজপুত	৪৭৯	১৩৪	৫২৮	৬৬৬
২১।	সদ্গোপ	৮৪৩	২৫১০	১৯৫২	১৬৬২
২২।	শাঁওতাল	২৩৮২	২৮০	৩০৩	১২৫৭
২৩।	শুঁড়ী	৩৮২	৩৫	৩৪২	২৩০
২৪।	তাম্বুলী	১১০৫	২৮৭	২৯০	৬৫১
২৫।	তাঁতী	৩১৮৪	৮২৪	২৩৭২	৪৪৬
২৬।	তিলী	২২৯৯	৪৪৬৩	৩৫৬৮	৪০৭০

থানায় জাতির সংখ্যা

৫ ইন্দাস	৬ সোনামুখী	৭ শিরমণিপুর	৮ কোতুলপুর	মোট	
১০৭৩৫	৪২৪৫	৩৭৩৯	৭৭৩৪	৫৫০৭৭	। ১
৯৪৬	৭৭৬	৬৩৪	৮৫৮	১৮৪১১	। ২
৫৩	৩৩৮৩	২১	১৭৯	৯৫৮৫১	। ৩
৭	১২	১৯৮	১৬৮	১৬২৭০	। ৪
২৭৪৭	৩৫৮৩	৩০৬৫	৩০১৮	৯৪৫৯২	। ৫
২৩১৩	৮০০	৫৫১	১০৬৫	১৩৬৭৬	। ৬
৪৩৫	৮১০	২১৩	৫৪০	১২৮৪০	। ৭
১৬৭৭	৪০০১	৯২৮	১২৪০	৬২৯২৫	। ৮
১৬৪	২৩৪৮	৩৬	৫১	১৮৫৮৮	। ৯
১৮৫৫	৪৩১	৬৮৮	১৭০৮	১৪৩০৬	। ১০
৩৪৮	৭২২	২৫৮	৪০৬	১৯৪৫৬	। ১১
৬৮১	৫৬২	৭১৪	৫০৪	১৯৫০৭	। ১২
২৮৫৪	৬২৭	৬১৮	৪২৩	১৮৬৩০	। ১৩
২৭৯	১৮৮	২৮০	৩২০	৯৮৮৯	। ১৪
৭	...	...	২	১৯৭৯২	। ১৫
১৮৭	১৩৩৭	৩৬০৪	২১৮১	৪১৪৮৬	। ১৬
১১	৪	...	৩৪	১১২১২	। ১৭
২৬০২	১০১৭	৪৭৭	১৩৯৬	১০৯৮০	। ১৮
৫৩০	৩১৪	৩৫৭	৪৯৪	১১১৭৮	। ১৯
৩৫৬	৬৭৩	২২১	৫৬	২৬০৮৬	। ২০
১৭২৭	২৭৪৫	৪৬৯১	৫২৭৩	৪৩০১৬	। ২১
৩০২	৩৪৪	২১৪	৪০৯	১০৪৯১২	। ২২
২২৫	৫৫৭	৬২	৪৯	২৬১১৯	। ২৩
৪৬১	১০৭৪	২৫৩	১৫৬	১৮৮৭১	। ২৪
৬১৪	১৮৩৭	২৫৬	১৬৮৮	২৪২৮৩	। ২৫
৩৫৫০	১০২১	৬০৬১	৬৩৮০	৬৪৫৭৫	। ২৬

এবারের সেন্‌সাস রিপোর্টে অনেকগুলি জাতির নাম নাই। হিন্দুদের মধ্যে মোট ৫৬টী জাতির জনসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বেনিয়া, ভাট, বেদিয়া, ভক্ত, গারেরী, গেরি, হালুয়াই, কালওয়ার, কাহুয়া. কাঁসারী, করণ, কেওট, খৈরা, ক্ষত্রী মুরাহর পাটত্তা রাজওয়ার শসাক প্রভৃতি জাতির জনসংখ্যা দেওয়া হয় নাই। বোধ হয় এগুলিকে অন্যান্য জাতির সামিল করা হইয়াছে। অন্যান্য জাতির তালিকায় পৃথক ভাবে কয়েকটী জাতির সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যে সকল জাতির বসবাস ৩।৪টী জেলায় আবদ্ধ কিন্তু সংখ্যায় বেশী তাহাদের সংখ্যা অন্যান্য জাতির ভিতরে ধরিয়া আবার পৃথকভাবে দেওয়া হইয়াছে। খয়রা ও করন জাতির জন সংখ্যা মেদিনীপুর জেলায় কত তাহাই দেওয়া হইয়াছে, বাঁকুড়া জেলায় সংখ্যা নাই। ১৯১১ সালে ৩০৪৬৭ বাঁকুড়া জেলায় ১৯০১ সালে ৩১৩৪০ জন খয়রা এবং ১৯১১ সালে ৪১৭ জন করন ছিল। ১৯১১ সালে এজেলার বেনিয়া ৮৮৮, বেদিয়া ২৯২ ভাট ৬০৮ ভক্ত ৪৪৩ গেরি ১১৯, হালুয়াই ৫, কালয়ার ১৩১ কাহুয়া ৮৮ রাজয়ার ৩৬৫ শরাক ২৫৩১ সাভার ২৪০ জন ছিল।

বাগ্‌দী জাতির ৪০ হাজার হ্রাস হইয়াছে কিন্তু লোহার জাতির ১৬ হাজার বৃদ্ধি হইয়াছে। বোধ হয় অনেক বাগ্‌দীকে লোহার জাতির তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ১৯২১ সালের রিপোর্টে ভুল দৃষ্ট হয়। জাতির হিসাব ঠিক হয় নাই। রাজপুত জাতির সংখ্যা ৬৭৮৯ বৃদ্ধি এবং সামন্ত জাতির সংখ্যা ৮৮০০ হ্রাস হইয়াছে ইহাও উল্টা পাল্টা হইয়াছে; বোধ হয় সামন্ত বা রাজপুত জাতির তালিকা ভুক্ত হইয়াছে। নায়ক জাতির সংখ্যা কিকারণে এত হ্রাস হইল,? জালিয়া কৈবর্ত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি একেবারে ৪ গুণ এবং চাষি কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যের হ্রাস হইল, উল্টা পাল্টা হইলেও বেশী হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে যাহা বাঁকুড়া জেলায় বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব নহে। ১৯১১ সালে উভয় কৈবর্ত্ত জাতির সংখ্যা ২৬৩৫০ ছিল ১৯২১ সালে ৩২৯৫৪ ঐ হইয়াছে ৬৬০৪ বৃদ্ধি, সিকির চেয়েও বেশী। ১৯০১ সালে কামার ও লোহার জাতির সংখ্যা একত্র দেওয়া হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলায় সকল জাতির সংখ্যাই হ্রাস হইয়াছে। বামুন ও বাউরী কায়স্থ কুলু তিলি বৈদ্য সদ্গোপ সকল জাতিই মৃত্যুমুখে পতিত। এই জন সংখ্যার বিষয় বাঁকুড়া জেলার প্রত্যেক গ্রামে আলোচিত হওয়া উচিত। প্রত্যেক জাতির মধ্যে এবিষয়ে আন্দোলন হওয়া উচিত। এখন সকল জাতিই নিজেদের উন্নতির জন্য

সভাসমিতি স্থাপন করিতেছে। অমুক জাতির ভাত খাইব না, এই এই জাতির জল পান করিব না, এই জাতির ঘরে আমরা কাজ করিব না, আমরা উচ্চ জাতি ইত্যাকারভাবে সভা করিয়া আলোচনা করিলেই জাতির উন্নতি হইবে না। মৃত্যু শিয়রে উপস্থিত এ সময়ে পৈতা লওয়া জল-ভাতের বিচার ত্যাগ কর। কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পার তাহারই চেষ্টা দেখ, এই বিষয়েই আলোচনা কর। যদি বাঁচিতে পার তবে জাতি বিচার করিবে। দরিদ্র ও অশিক্ষিত জাতির সংখ্যাই হ্রাস হয় নাই। শিক্ষিত ও ধনী জাতির সংখ্যাও হ্রাস হইয়াছে। দুর্ভিক্ষের ধাক্কা সকলকেই লাগিয়াছে।

ধর্ম্ম।

১৯২১ সাল।

	হিন্দু	মুসলমান	প্রেতপূজক	খৃষ্টান	অন্যান্য	মোট
১। বাঁকুড়া জেলা	৮৮০৪৩৯	৪৬৬০১	৯১৪৭৭	১৪২১	৩	১০১৯৯৪১
২। বাঁকুড়া মহকুমা	৫৯১২৪২	১৪৮২১	৮৬৯৮৮	১৩৮৮	৩	৬৯৪৪৪২
৩। বাঁকুড়া থানা	৮৬৫৭৪	৪১৮৯	১০৮২	৫৭৮	৩	৯২৪২৬
৪। ছাতনা	৪৫৮০৩	৬৭১	১৫০৬৯	৮	...	৬১৫৫১
৫। ওন্দা	৬২৪৪৫	২২৬২	২১৪১	১৪	...	৬৬৮৬২
৬। তালডাঙ্গরা	৩১০৮৫	৯৯৭	৬৫৪৯	...	...	৩৮৬৭১
৭। গঙ্গাজলঘাটী	৪৯১২৮	৬৭	৭৯৬	...	...	৪৯৯৯১
৮। শালতোড়া	৩২৪৩৯	৩৮৯	৭৬২০	৭২	...	৪০৫২০
৯। বড়জোড়া	৫৪২৫৩	২৩১৭	১৩০	...	...	৫৬৭০০
১০। মেজিয়া	২৫৯১০	৫৯৭	৩৫	৮	...	২৬৫৫০
১১। খাতড়া	৪৮০৯৬	৭৭৯	৯১১১	১	...	৫৭৯৮৭
১২। ইন্দপুর	৩৯৬৩০	৭৫৫	১৪৭৯	...	...	৪১৮৬৪

ধর্ম্ম।

১৯২১ সাল।

	হিন্দু	মুসলমান	প্রেতপূজক	খৃষ্টান	অন্যান্য	মোট
১৩। রাণীবান্ধ	২৫৬৫৪	৩০৮	১৬২২৮	১৪৭	...	৪২৩৩৭
১৪। রাইপুর	৬২১৩৪	৫৭২	২০০০৯	৫৩৮	...	৮৩২৪৪
১৫। শিমলাপাল	২৮০৯১	৯১৮	৬৭০৮	২২	...	৩৫৭৩৯
১৬। বিষ্ণুপুর মহকুমা	২৮৯১৯৭	৩১৭৮০	৪৪৮৯	৩৩	...	৩২৫৪৯৯
১৭। বিষ্ণুপুর থানা	৩৫৪৪৭	২৪৭৬	২১৬১	৩১	...	৪০১১৫
১৮। জয়পুর	২৪৭৫৪	১৭০২	২২৫	...	...	২৬৬৮১
১৯। পাত্রশায়ের	৪৫৪০০	৫৪৬৩	২৯১	...	...	৫১১৩৪
২০। রাধানগর	৩৬৮৪৮	১৫৯৮	১০২১	...	...	৩৯৪৬৭
২১। ইন্দাঁস	৪১২৩৬	৮৫৭১	৩৬	...	...	৪৯৮৪৩
২২। সোনামুখী	৩৭৫৫১	৩৪০৪	৩০৭	২	...	৪১২৬৪
২৩। শিরমণিপুর	২৯২১৮	৫৫১৫	১৮১	...	...	৩৪৯১৪
২৪। কোতুলপুর	৩৮৭৪৩	৩০৫১	২৮৭	...	...	৪২০৮১

বয়স	জনসংখ্যা পুরুষ	স্ত্রী	মোট	অবিবাহিত পুরুষ	স্ত্রী	মোট	বিবাহিত পুরুষ	স্ত্রী	মোট
০—১ বৎসর	১৩৮৩৪ +	১৪৫৭০ =	২৮৪০৪	১৩৮৩২ +	১৪৫৬১ =	২৮৩৯৩	২ +	৯ =	১১
১—৫ „	৩৮৪০৭ +	৪১৬২৪ =	৮০০৩১	৩৮৩৩৩ +	৪০৬৯৫ =	৭৯০২৮	৬৭ +	৮৫৬ =	৯২৩
৫—১০ „	৭৫২৪৬ +	৭২৯৬৫ =	১৪৮২১১	৭৪৭৫৯ +	৬২০৩৭ =	১৩৬৭৯৬	৪৬৬ +	১০১৬৬ =	১০৭৩২
১০—১৫ „	৬৬১৫১ +	৫৩১৯৫ =	১১৯৩৪৬	৬২৮৬৯ +	১৮২১৫ =	৮১০৮৪	৩১৪৫ +	৩২১৭৭ =	৩৫৩২২
১৫—২০ „	৫২৬৮৯ +	৫৪৭৬৪ =	১০৭৪৫৩	৩৮৫১২ +	২৪৩৯ =	৪০৯৫১	১৩৭৮৩ +	৪৫৯০৪ =	৫৯৬৮৭
২০—৩০ „	৯৩২৭৬ +	৯৯৫৯২ =	১৯২৮৬৮	২৩৯৩৯ +	৯৪৪ =	২৪৮৮৩	৬৬৬০১ +	৭৬৪২৪ =	১৪৩০২৫
৩০—৪০ „	৭৩০০৮ +	৬৮৯৮৮ =	১৪১৯৯৬	৩৯৮০ +	৩৪৯ =	৪৩২৯	৬৪১৬৪ +	৪০৭৩৩ =	১০৪৮৯৭
৪০—৫০ „	৪৯৬০৪ +	৪৭৬৭০ =	৯৭২৭৪	১৪৭৫ +	১৪৭ =	১৬২২	৪১৭১১ +	১৭৬৫৮ =	৫৯৩৬৯
৫০—৬০ „	২৭৪১৩ +	৩০৯২৯ =	৫৮৩৪২	৬৬৩ +	৭০ =	৭৩৩	২১০১২ +	৬১৫৪ =	২৭১৬৬
৬০— „	১৯৭০৬ +	২৬৩১০ =	৪৬০১৬	৬৫৪ +	৮১ =	৭৩৫	১২৯৫১ +	২৪১৯ =	১৫৩৭০
মোট	৫০৯৩৩৪ +	৫১০৬০৭ =	১০১৯৯৪১	২৫৯০১৬ +	১৩৯৫৩৮ =	৩৯৮৫৫৪	২২৩৯০২ +	২৩২৬০০ =	৪৫৬৫০২

বিধবার সংখ্যা

বয়স	মোট	হিন্দু	মুসলমান	প্রেতপক্ষ
	১৩৮৪৬৯	১২৫৫৬৮	৪৯৫৯	৭৮২৬
০—১	—	—	—	—
১—৫	৭৩	৬৬	৫	২
৫—১০	৬৬২	৬৩০	১৮	১৪
১০—১৫	২৮০৩	২৬৩০	৯৯	৭৪
১৫—২০	৬৪২১	৫৯৩৯	১৬৮	৩১২
২০—৩০	২২২২৪	২০৬০৩	৬৩২	৯৭৬
৩০—৪০	২৭৯০৬	২৫৪৬১	১০৩৮	১৩৭৫
৪০—৫০	২৯৮৫৬	২৬৯৯৮	১২৫৭	১৫৭৭
৫০—৬০	২৪৭০৫	২২৪৫৮	৮৪৬	১৩৮১
৬০	২৩৮১০	২০৭৮৪	৮৯৬	২১১৫

জন্ম স্থান

বাঁকুড়া জেলায় যাহাদের জন্ম তাহাদের সংখ্যা ১১১২২২২ পুরুষ ৫৫৭০৩৫ স্ত্রী ৫৫৫১৮৭, ইহার মধ্যে কত লোক কোন কোন জেলায় বাস করে তাহা নিচের তালিকায় দেওয়া হইল।

	বাঁকুড়ায় জন্ম	বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী কিন্তু বাঁকুড়া জেলার বাহিরে জন্ম
বাঁকুড়া	৯৯০৩৫৩	
হুগলী	৪৯৪৭৬	১৩৩৬
বর্দ্ধমান	৪৭৫৪৭	৬৭০৯
মেদিনীপুর	১০২০২	৭৬৮৩
বীরভূম	৮৭০	২৯৫
হাওড়া	১৬৪৭	১৫৬

	বাঁকুড়ায় জন্ম	বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী কিন্তু বাঁকুড়া জেলার বাহিরে জন্ম
২৪ পরগণা	২৩৩৫	১৯২
কলিকাতা	৬২৬২	২৪২
নদীয়া	১১৪৫	১৫৩
মুর্শিদাবাদ	২০৩	৮৬
যশোহর	৩০৭	৬৮
খুলনা	১৭৩	৫০
রাজসাহী	৬১	২০
দিনাজপুর	৮৩	২
জলপাইগুড়ি	১৬২	৬
দার্জিলিং	১৫	—
রংপুর	৮৩	১৫
বগুড়া	৩১	৩
পাবনা	৫৯	১৩
মালদহ	১২০	১০
ঢাকা	৫৭	২১২
মৈমনসিংহ	১৩৬	৬০
ফরিদপুর	৬৭	১১৮
বাকরগঞ্জ	১২	২৫৪
ত্রিপুরা	৬৪	৬১
নোয়াখালী	২	৮১
চট্টগ্রাম	৫৪৬	২২
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	২	
কুচ বিহার	১৭	
ত্রিপুরারাজ্য	১০৫	

বাঁকুড়া জেলায় যাহাদের বাস তাহাদের মধ্যে ১১৭৩৯ জনের জন্মস্থান বাংলার বাহিরে ইহার মধ্যে পুরুষ ৪৩৫৯ স্ত্রীলোক ৭৩৮০। মানভূম জেলায় ৯০৭২ সাঁওতাল পরগণার ২২৮ সিংহভূমে ২২৮ বালেশ্বরে ৫৪ পুর্ণিয়ায় ২ জনের জন্মস্থান

বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ১০৮৭১ আসামে ১৯ ময়ুরভঞ্জ রাজ্যে ৪ এবং আসামের দেশীয় রাজ্যে ১, আজমীর মাড়ওয়ারে ১ বোম্বাই ১৯ মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৯৭ দিল্লী ৫ মান্দ্রাজ ২১ উত্তর পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশ ১ পাঞ্জাব ২৯ যুক্তপ্রদেশ ৩২১ বরোদারাজ্যে ১ বোম্বাইদেশীয় রাজ্যে ১৫ মধ্যভারত এজেন্সী ১, গোয়ালিয়রে রাজ্যে ৭ পঞ্জাবরাজ্যে ২ রাজপুতনায় ৩২২ আফগানিস্থানে ৬ ইংলণ্ড ও ওয়েলসে ১২ স্কটলণ্ডে ২ আয়র্ল্যাণ্ডে ২ জনের জন্মস্থান।

কলিকাতা হাওড়া ও উপকণ্ঠের ৭১৭৯ জনের এবং ঢাকা সহরের ৩০ জনের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলা।

বাংলার বাহিরে মানভূম সিংহভূম রাঁচী প্রভৃতি জেলায় এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে এমন অনেক লোক আছেন যাহাদের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার, এ কারণ যাহাদের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলায় তাহাদের সংখ্যা ১১১২২২২এর চেয়ে বেশী যাহাদের জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলায় তাহারা সকলেই এ জেলার অধিবাসী নহেন। যে সকল লোক কার্য্য উপলক্ষে এ জেলায় বাস করেন তাহাদের সন্তানসন্ততি এ জেলায় জন্মিয়াছে আবার এ জেলার যে সকল অধিবাসী স্থানান্তরে বাস করিতেছে, সেখানেও তাহাদের ছেলেমেয়ে জন্মিয়াছে। মানভূমের কয়লার খনিতে আসামের চা বাগানে এ জেলার অনেক লোক কাজ করে। গত ২০ বৎসরে কত লোক জেলার বাহিরে গিয়াছে এবং কত লোক এ জেলায় আসিয়াছে তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল।

জেলার বাহিরে গিয়াছে।

	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
১৯১১	১৭৫৩৮৪	১৪৬৫১৮	৩২১৯০২
১৯২১	৭২৬০৭	৭৮৪৫৬	১৫১০৬৩

বাঁকুড়া জেলায় আসিয়াছে।

	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
১৯১১	৪৬১৮২	২৯৫৩৪	৭৫৭১৬
১৯২১	১০৭৯০	১৮৭৯৮	২৯৫৮৮

১৯১১—২১ সালের মধ্যে এ জেলায় দুইবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল।

দার্জ্জিলিং ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম বাদে বাংলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এ জেলায় মুসলমানের সংখ্যা কম। দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমা, জলপাইগুড়ি ও

পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম বাদে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এ জেলার আদিম অধিবাসীর সংখ্যা বেশী। প্রতি মাইলে ১১৫ জন ভদ্রলোক, ১০৩ জন আদিম অধিবাসী, ৪২৬ জন অনুন্নত লোকের বাস।

ঘন বসতি।

দার্জ্জিলিং, জলপাইগুড়ি, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, ও ত্রিপুরারাজ্য বাদে বাংলার সমস্ত জেলায় এবং কুচবিহার রাজ্যে প্রতি বর্গমাইলে যত লোকের বাস, বাঁকুড়া জেলার প্রতি বর্গমাইলে তদপেক্ষা কম লোকের বাস। হাওড়া জেলায় প্রতি বর্গমাইলে ১৮৮২, ঢাকা জেলায় ১১৪৮, ত্রিপুরা জেলায় ১০৭২, ফরিদপুরে ৯৪৯ জনের বাস। মৈমনসিংহ জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার প্রতি বর্গমাইলে ২১৫১, ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় ১৩০৬, ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমায় ১২৬৬ জনের বাস। ১৮৮১ সালে প্রতি বর্গমাইলে হাওড়ায় ১৩২৪, ফরিদপুরে ৭২৭, হুগলীতে ৮১৮, ঢাকায় ৭৫১, ত্রিপুরা ৬০৬ জনের বাস ছিল। সে সময়ে হাওড়া বাদে হুগলীতেই ঘন বসতি ছিল। ১৮৯১ সালেও বাংলাদেশে হাওড়া বাদে হুগলী জেলাতেই ঘন বসতি ছিল। ১৯০১ সালে হুগলী হাওড়া দ্বিতীয় হয় এবং ঢাকা প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯০১ সালে হাওড়ার প্রতি বর্গমাইলে ১৬৬৮, ঢাকায় ৯৫১, হুগলী ৮৮১, ফরিদপুরে ৮৪৯, ত্রিপুরায় ৮৪৮ জনের বাস ছিল।

ত্রিপুরা জেলার পরিমাণ ফল ১৫৬০ বর্গমাইল, আয়তনে বাঁকুড়া জেলার চেয়ে ছোট, লোক সংখ্যা ২৭৪৩০৭৩ শত। গত ৪৯ বৎসরে ১৩ লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে। ফরিদপুর জেলার পরিমাণ ২৩৭১ বর্গমাইল, লোক সংখ্যা ২৪৪৯৮৫৮। গত ৪৯ বৎসরে এ জেলায় প্রায় ৭ লক্ষ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। ঢাকা জেলার পরিমাণ ফল ২৭২৩ বর্গমাইল, বাঁকুড়া জেলার চেয়ে কিছু বড় কিন্তু লোক সংখ্যা ৩১২৫৯৬৭, গত ৪৯ বৎসরে এ জেলায় ১৩॥ লক্ষ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ১৯১১ সালে প্রতি হাজারে ২৩৩ এবং ১৯২১ সালে ১২৬ জন হিসাবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯১১ সালে ৩২৫, ১৯২১ সালে ৩২৬ জন হিসাবে,

কক্সবাজার মহকুমায় ১৯১১ সালে ২৪২ এবং ১৯২১ সালে ১৪৫ হারে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলার পরিমাণ ৫১৩৮ বর্গমাইল এবং ত্রিপুরা রাজ্যের পরিমাণ ৪১১৬ বর্গমাইল। এই দুই স্থানে লোক সংখ্যা দ্রুত-গতিতে বৃদ্ধি হইতেছে। পার্শ্বস্থিত ত্রিপুরা জেলার হিসাবে এই দুই স্থানে এখনও ৯০ লক্ষ লোক স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবে।

অন্য জেলার সহিত তুলনা।

১৯২১ সালের গণনায় দৃষ্ট হয় বাংলা দেশে দশটী জেলার জন সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। কোন জেলায় হাজার করা কত জন হ্রাস হইয়াছে তাহা নিচের তালিকায় দেওয়া হইল।

বাঁকুড়া	১০৪	মেদিনীপুর	৫৫
বীরভূম	৯৪	পাবনা	২৭
মুর্শিদাবাদ	৮০	মালদহ	১৮
নদীয়া	৮০	যশোহর	১২
বর্দ্ধমান	৬৫	হুগলী	৯

জেলা হিসাবে বাঁকুড়া জেলাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হারে লোক সংখ্যা কমিয়াছে।

প্রতি এক হাজার অধিবাসীর মধ্যে কোন্ মহকুমায় কি হারে হ্রাস হইয়াছে তাহা নিচের তালিকায় দেখান হইল।

বিষ্ণুপুর	১৬৯	মেদিনীপুর	১১১
মেহেরপুর	১১৭	আরামবাগ	১০৮
চুয়াডাঙ্গা	১১৪	ঘাটাল	১০৫
বর্দ্ধমান সদর	১১১	বীরভূম সদর	৯১
		বাঁকুড়া সদর	৭০

থানায় থানায় দেখিলে নদীয়া জেলার কিশনগঞ্জ থানায় প্রতি হাজারে ২০৩, মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ও কেশিয়ারী থানায় ১৮৪ হারে হ্রাস হইয়াছে।

বিষ্ণুপুর মহকুমার ৬টী থানায় প্রতি হাজারে ১৭১ জন হারে হ্রাস হইয়াছে। বাঁকুড়া জেলার পূর্ব্বাংশে বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানা, এখানে প্রতি হাজারে ১৬৩ জন হারে কম হইয়াছে।

যে সকল জেলায় বেশী হারে বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা নিচের তালিকায় দেখান হইল।

জেলা	প্রতি হাজারে বৃদ্ধি
ত্রিপুরা রাজ্যে	৩২৬
নোয়াখালী	১৩০
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১২৬
ত্রিপুরা	৯৭

মহকুমা হিসাবে দেখিলে চান্দপুরে ১৭১, নোয়াখালী সদরে ১৩৮, কক্সবাজারে ১৪৫, রামগড়ে ২৮১ জন হারে বৃদ্ধি হইয়াছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে শাবরম থানায় প্রতি হাজারে ১০১০ জন, কৈলাসপুর ও কমলপুর থানায় প্রতি হাজারে ৬০৯ জন হারে বৃদ্ধি হইয়াছে।

১৯২১ সালের গণণায় রাঁচী জেলার ৫২৬০০ এবং হাজারীবাঘ জেলায় ১১৬৬৩ জন হ্রাস হইয়াছে। গত ৪৯ বৎসরে যদিও বাঁকুড়া জেলায় লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে তথাপি এই সময়ের মধ্যে বিষ্ণুপুর মহকুমায় যত লোক কম হইয়াছে আর কোন মহকুমায় তত লোক হ্রাস হয় নাই।

১৯১১ সালের গণনায় বর্দ্ধমান বিভাগের কোন জেলায় জন সংখ্যা হ্রাস হয় নাই। প্রতি হাজারে বর্দ্ধমানে ৪ বীরভূমে ৩৭. বাঁকুড়ায়, ২০ মেদিনীপুরে ১২, হুগলীতে ৩৯ এবং হাওড়ার ১০৯ জন হারে বৃদ্ধি হইয়াছিল। জেলার হিসাবে লোকসংখ্যা হ্রাস হইলেও মহকুমা অথবা থানা হিসাবে অনেক মহকুমার ও থানার জনসংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল। বর্দ্ধমানে সদর মহকুমার প্রতি হাজারে ২৮, বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুর মহকুমায় ৩১, মেদিনীপুর ঘাটাল মহকুমায় ৭৩, হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় ৩২ হারে হ্রাস হইয়াছিল। বর্দ্ধমান সদর থানার প্রতি হাজারে ৪৬, কোকস্থা থানার ৪৬, বিষ্ণুপুরের ইন্দাস থানার ৫৩, শিরমণিপুর ও কোতুলপুর থানার ৪৮ বিষ্ণুপুর জয়পুর থানার ২২ জন, ঘাটাল মহকুমায় ঘাটাল থানায় ৯৫, দাশপুর থানায় ৫৮, চন্দ্রকোণা রামজীবনপুরে ৭২, আরামবাগ মহকুমার গোঘাট বদনগঞ্জ থানায় ৮১ জন হারে হ্রাস হইয়াছিল। গতবারে বিষ্ণুপুর

মহকুমার সকল থানার জনসংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল, সদর মহকুমায় কেবল ওন্দা, তালডাঙ্গরার প্রতি হাজারে ১৯ জন হ্রাস হইয়াছিল বাঁকুড়া সদর মহকুমায় প্রতি হাজারে ৫৯ জন হারে বৃদ্ধি হইয়াছিল। বাঁকুড়া ছাতনা থানায় প্রতি হাজারে ৬৪, গঙ্গাজলঘাটী, মেজিয়া, বড়জোড়া, শালতড়া থানায় ২২, খাতড়া, ইন্দপুর, রাণীবান্দ থানায় ১২৭, রাইপুরে ৮৫, শিমলাপালে ১ জন হারে বৃদ্ধি হইয়াছিল। বিষ্ণুপুর মহকুমায় প্রতি হাজারে ৩১ জন হারে এবং সোণামুখী থানায় ৫৩ কোতুলপুর থানায় ৪৮ জন হারে হ্রাস হইয়াছিল। সমগ্র জেলায় ২০ জন হিসাবে বৃদ্ধি হইয়াছিল।

জীবিকা।

বাঁকুড়া জেলার কৃষিকার্য্যের দ্বারা ৭৮৫৭৮২ জন প্রতিপালিত হয়। শিল্প দ্বারা ৯৪৪৬১ জন, ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা ৪৮১৮৮। কৃষি-জীবিদের শতকরা ৩৮ শিল্পজীবিদের মধ্যে শতকরা ৪৯ এবং বাণিজ্যজীবি-দের মধ্যে শতকরা ৫১ জন কর্ম্মী। চিকিৎসা, ডাক্তারী, চাকরী প্রভৃতি (Profession) দ্বারা ১১৯৯৭ জন প্রতিপালিত হয়। অন্যান্য কার্য্য দ্বারা ৭৯৫১৩ জন প্রতিপালিত হয়।

সরকারী কর্ম্মচারী ১০০১, মিউনিসিপালিটী ও জেলাবোর্ডের কর্ম্মচারী ৬২, পুলিশ কর্ম্মচারী ৫৭২ গ্রাম্য চৌকিদার ১৪৯৪, আইনজীবি ১৫১ এবং ইহাদের দ্বারা প্রতিপালিত ১৪১৬, চিকিৎসক ৮৬০, কম্পাউণ্ডার, ধাত্রী, টীকাদার এবং এই ব্যবসায়ের দ্বারা প্রতিপালিত ৩০৪৫। হোটেলওয়ালা ও হোটেলের চাকর চাকরাণী পুরুষ ৬৭, স্ত্রীলোক ৩২ মোট প্রতিপালিত ১৩৯, মদ্যব্যবসায়ের দ্বারা প্রতিপালিত ৯০৩, তামাক গাঁজা আফিম প্রভৃতি দ্বারা প্রতিপালিত ২৬১, শিক্ষকতা ও অধ্যাপনা করেন পুরুষ ৯৩১ স্ত্রীলোক ৩১, এই কার্য্যে কেরাণীর কাজ করেন পুরুষ ২৩, শিক্ষকতা ও অধ্যাপনার দ্বারা মোট প্রতিপালিতের সংখ্যা ২৪৫৩, বাড়ীতে ও বাসার পাচক চাকরাণীর কাজ করে পুরুষ ৬১৪০ স্ত্রীলোক ৪৯৫৭। মৎস্যজীবি পুরুষ ৬৪৭ এবং স্ত্রীলোক ২৯০৮ মোট প্রতিপালিত ৫৮৭৮। ভাচা ভানার কাজ করে পুরুষ ৩৬৪ এবং স্ত্রীলোক ৭৭৪৭

ভাচা ভানায় মোট প্রতিপালিত ১২২৩১ জন। ভিক্ষুক ও ভবঘুরে পুরুষ ২৮৮৪ স্ত্রীলোক ২৩৬৪, বেশ্যা ১৭৬ এ বিষয়ে বাংলা দেশের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা বাঁকুড়া জেলার অবস্থা অনেক ভাল। দার্জ্জিলিং, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ব্যতীত সকল জেলায় বেশ্যার সংখ্যা বাঁকুড়ার চেয়ে বেশী। দেশীয় রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে সংখ্যা কম ১০ এবং কুচবিহারে বেশী ২১৭। বর্দ্ধমান বিভাগে বর্দ্ধমান জেলায় ১১৪১, বীরভূমে ২২৬, মেদিনীপুরে ৭৯০, হুগলী ১১৮৪ হাওড়ায় ১৬০৯ বেশ্যা আছে।

বাংলা দেশে এবং বাঁকুড়া জেলায় প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে কত জন কোন কাজের দ্বারা প্রতিপালিত হয় তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

	বাংলাদেশ	বাঁকুড়া জেলা
কৃষিকার্য্য	৭৭৩	৭৭০
শিল্প ও খনি	৭৮	৯৩
ব্যবসা বাণিজ্য	৬৭	৪৭
চাকরী, ডাক্তারী ও ওকালতী প্রভৃতি	১৬	১২
অন্যান্য	৬৬	৭৮
	১০০০	১০০০

তৃতীয় অধ্যায়।

—:-*-:—

স্বাস্থ্য।

১৮৯৪ সাল হইতে ১৯০২ পর্য্যন্ত বৎসরে গড়পড়তা জন্ম ৩৮৭২১, মৃত্যু ২৯২০০, প্রতি হাজারে জন্ম ৩৪·৭, মৃত্যু ২৬·১ জ্বরে মৃত্যু ১৭·৮, কলেরায় ১·৩১,

বিষ্ণুপুর মহকুমার স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ কিন্তু এই মহকুমায় প্রতি হাজারে জন্ম মৃত্যুর হার কিরূপ ছিল তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

	জন্ম	মৃত্যু
বিষ্ণুপুর থানা	৩৪·৯৩	২৮·৬৪
সোণামুখী „	৩৪·৩২	২৫·৫৭
ইন্দাস „	৩৩·৭৬	২৮·৩৮
কোতুলপুর „	২৮·৮৬	৩১·৩৫
বিষ্ণুপুর মিউনিসিপালিটী	৩২·৬৩	২৮·৫৪
সোনামুখী মিউনিসিপালিটী	৩৫·৫৭	৩০·১৯

জন্ম মৃত্যুর তালিকা।

	জন্ম সংখ্যা	হাজার করা	মৃত্যু সংখ্যা	হাজার করা
১৯১১	৪৩৬০৭	৩৬·২৯	৩২১২২	২৮·২১
১৯১২	৪০৭৩৪	৩৫·৭৭	৩৩৮০১	২৯·৬৮
১৯১৩	৪০০৬৪	৩৫·১৮	৪০৩৮৯	৩৫·৪৭
১৯১৪	৩৮৬৮১	৩৬·৯৭	৪৬০৬২	৪০·৪৫

	জন্ম সংখ্যা	হাজার করা	মৃত্যু সংখ্যা	হাজার করা
১৯১৫	৩৩৪৫১	২৯·৩৭	৩৮১৯৬	৩৩·৫৪
১৯১৬	৩৬০১২	৩১·৬২	৩৫৭৭৭	৩১·৪১
১৯১৭	৩৪৬১৭	৩০·৪০	৩১১৪৩	২৭·৩৫
১৯১৮	৩৭১১৯	৩২·৭	৫৬৯৮১	৫০·
১৯১৯	২৮৪৮২	২৫·০	৪১৫৮৮	৩৬·৫
১৯২০	৩৪৩৮৬	৩০·২	৩৮৪২৮	৩৩·৭
গড় বার্ষিক	৩৬৭২৫	৩২·২৫	৩৯৪৪৯	৩৪·৬৩

১৯২২ সাল।

এই বৎসরে কোন রোগে কতজন মারা গিয়াছে তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইল :—

মফঃস্বল, কলেরা ২৭৬, বসন্ত ৫৩, জ্বর ১৮০২৮, আমাশয়, পেটের পীড়া ৮৫৭, শ্বাস-প্রশ্বাসঘটিত ৭৬৩, আত্মহত্যা পুরুষ ২০, স্ত্রীলোক ৪১, আঘাত ও দুর্ঘটনা ১৬৩, সর্পাঘাত ও বন্যজন্তুর আক্রমণে ১১৬, ক্ষিপ্ত জন্তুর আক্রমণে ১৪, অন্যান্য কারণে ও রোগে ৬২৫৪, মোট ২৬৫৮৫,

বাঁকুড়া সহরে কলেরা ২২, বসন্ত ২, জ্বর ৩০, আমাশয় ও পেটের পীড়া ৩৮, শ্বাসপ্রশ্বাসঘটিত ৬৩, আত্মহত্যা পুরুষ ১, দুর্ঘটনা ৭, অন্যান্য রোগে ১২০ মোট ২৮৩,

বিষ্ণুপুর সহরে কলেরা ২, জ্বর ১৪৭, আমাশয় ও পেটের পীড়া ৪৪, শ্বাসপ্রশ্বাস ৫৩ আত্মহত্যা পুরুষ ১, স্ত্রীলোক ৩, আহত, দুর্ঘটনা ১০, সর্পাঘাত ১, অন্যান্য রোগে ৬৫ মোট ৩২৬, সোনামুখী জ্বর ৯৬, আমাশয় পেটের পীড়া ১৯, শ্বাসপ্রশ্বাস ঘটিত ৪১, আত্মহত্যা পুরুষ ১, সর্পাঘাত ১, ক্ষিপ্ত জন্তুর ২, অন্যান্য রোগে ৪৯ মোট ২০৯,

সমগ্র জেলার মোট মৃত্যু ২৭৪০৩,

১৯২২ সালে জন্ম ৩৫৯৬১, মৃত্যু ২৭৪০৩,

জন্ম হাজার করা ৩৫'৩ এবং মৃত্যু ২৬'৯,

প্রতি একশত স্ত্রীলোকের মৃত্যুতে ১০৮ পুরুষের মৃত্যু।

ইহার পূর্ব্ব ৫ বৎসরে হাজার করা গড়ে ৪০'৬ জনের মৃত্যু এবং ৩২'৭ জনের জন্ম হইয়াছে।

১৯২২ সালে জন্মের তালিকায় বাংলা দেশে বীরভূম জেলার হার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ৩৫'৪, ইহার নীচে বাঁকুড়া জেলা অর্থাৎ আর কোন জেলার জন্মের হার এত বেশী নয় এই বৎসরে দার্জ্জিলিং জেলায় মৃত্যুর হার সব চেয়ে বেশী হাজার-করা ৩৭'৪ দার্জ্জিলিংএর পরেই রাজসাহী জেলা। বর্দ্ধমান, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ যশোহর, দীনাজপুর চট্টগ্রাম এবং কলিকাতায় মৃত্যুর হার বাঁকুড়ার চেয়ে বেশী। হুগলী জেলার মৃত্যুর হার বাঁকুড়ার সমান।

হিন্দুদের হাজার প্রতি ২৬৯, মুসলমানদের ২৮'৭ খৃষ্টিয়ানদের ১৬'৯ অন্যান্য শ্রেণীর ২৫'৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলার মফঃস্বল ও সহর তিনটিতে ১৯২২ সালে এবং ইহার পূর্ব্ব পাঁচ বৎসরে গড়ে হাজার প্রতি কি হারে মৃত্যু হইয়াছিল তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল :—

	১৯২২ সাল	পূর্ব্ব ৫ বৎসরে
পল্লীগ্রাম সমূহ	২৭'৬	৪১'৪
বাঁকুড়া সহরে	১১'১	১৯'৮
বিষ্ণুপুর "	১৬'৮	২৮'৫
সোনামুখী "	১৯'৬	৪০'

১৯২১ সালে জন্ম সংখ্যা ৩২১৩৪,

১৯১২ হইতে ১৯২১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে, প্রতি বৎসর প্রতি মাইলে গড় ৩৩' জনের এবং ১৯২২ সালে ৩৫'৩ জনের জন্ম। গঙ্গাজলঘাটী থানা প্রতি মাইলে ৪১'২, শালতোড়ায় ৪১'৩ মেজিয়ায় ৪০ জনের জন্ম।

১৯১২-২১ সালে, প্রতি মাইলে গড়ে মৃত্যু সংখ্যা ৩৭'২ এবং ১৯২২ সালে ২৬'৯।

বাঁকুড়া জেলার প্রতি এক হাজার শিশুর মধ্যে ১৭৮টী জন্মের তারিখ হইতে

এক মাসের মধ্যে মারা যায়, এবং ১৪৬টী দশ বৎসর বয়সের মধ্যে ইহধাম ত্যাগ করে। বাংলার আর কোন জেলায় সুতিকাগারে এত শিশু মরে না। বাঁকুড়ার বাঁকুড়া নীচেই বীরভূম (১৭৭টী)

১৯২২ সালে বাঁকুড়া জেলার প্রতি মাইলে ৩ জন, ইহার পূর্ব্ব দশ বৎসরে—প্রতি বৎসর প্রতি মাইলে গড় ১'২ জন কলেরায় মরিয়াছে। পূর্ব্ব দশ বৎসরে ২১টী জেলায় কলেরার মৃত্যুর হার ইহার চেয়ে বেশী। ১৯২২ সালে ১৭টী জেলায় কলেরার মৃত্যু সংখ্যা বাঁকুড়া জেলার চেয়ে বেশী।

১৯২২ সালে বাংলা দেশে ৫১৭১২ জন কলেরা রোগে মরিয়াছে ইংরাজদের দেশে ১৮৩২ সালে ৫৩ হাজার, ১৮৪৯ সালে ৫৫ হাজার, ১৮৫৪ সালে ২২ হাজার, ১৮৬৫ সালে ১৮ হাজার লোক কলেরায় প্রাণ হারাইয়াছিল। গ্রেটবৃটেন হইতে কলেরা নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

১৯২২ সালে বাংলা দেশে ৫৪০৪৬৩ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছে। বাঁকুড়া জেলায় ৫২৩২৫ জনের প্রাণনাশ হইয়াছে। ১৯২২ সালে বাংলাদেশে ৮৮৫২৬৮ জন জ্বর রোগে ভুগিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়; বাঁকুড়া জেলায় উহাদের সংখ্যা ১৮৩০১।

১৯২২ সালে বাঁকুড়া জেলায় ১৪৯'৩ পাউণ্ড কুইনাইন বিক্রী হইয়াছিল এবং প্রত্যেকে এক গ্রেণ হিসাবে কুইনাইন সেবন করিয়াছিল। সব চেয়ে বেশী সেবন করিয়াছিল চট্টগ্রাম প্রত্যেকে ৩'৩ গ্রেণ, তাহার পরে ত্রিপুরা ২'৬ গ্রেণ নোয়াখালী ১'৯ চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব নাই। চট্টগ্রামের লোক সংখ্যা ১৬১১৪২২, ত্রিপুরায় ২৭৪৩৯৭৩, নোয়াখালী ১৪৭২৭৮৬। ১৯২২ সালে চট্টগ্রামে ৫৫৩০, ত্রিপুরায় ৩৫১৬ এবং নোয়াখালী জেলায় ১০০১৬ জন ম্যালেরিয়ায় প্রাণ হারাইয়াছে।

কালাজ্বরও বাঁকুড়া জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। ১৯২২ সালে বাংলা দেশে কালাজ্বরে মৃত্যু সংখ্যা ১৫৩১ ইহার মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় ৪৫৫। বাংলার কোন জেলায় এমন কি কোন বিভাগে কালাজ্বরে মৃত্যু সংখ্যা এত বেশী নহে। পল্লীগ্রামেই ইহার প্রাদুর্ভাব বেশী বিষ্ণুপুর ও সোনামুখী সহরে মৃত্যু সংখ্যা নাই বাঁকুড়া সহরে ১টী পল্লীগ্রামে ৪৫৪টী। বাংলাদেশে পল্লীগ্রামে কালাজ্বরে মৃত্যু সংখ্যা ৯২৭ এবং সহর সমূহে ৬০৪। ১৯২১ সালে বাংলাদেশে দাতব্য চিকিৎসালয় সমূহে ৭৬৮৯ এবং ১৯২২ সালে ১৩৩১৭ জন রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল।

১৯২১ সালে বাঁকুড়া জেলায় ১৩ জন এবং ১৯২২ সালে কেবলমাত্র ২১ জনের চিকিৎসা হইয়াছিল। বাংলা দেশের বাঁকুড়া জেলাতে কালাজ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা বেশী; এদিকে স্বাস্থ্য বিভাগের কৃপা দৃষ্টি নাই। ১৯২১ সালে বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলায় ১৩ এবং হাওড়া জেলায় ১ জনের চিকিৎসা হইয়াছিল। বাংলা দেশের আর কোন জেলায় এত কম রোগীর চিকিৎসা হয় নাই। ১৯২২ সালে হাওড়ায় ২০ চট্টগ্রামে ১৫ এবং বীরভূম জেলায় ৮টী রোগীর চিকিৎসা হইয়াছিল। বাকী ২৫টী জেলায় চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা বেশী। ১৯২২ সালে কলিকাতায় ২৮৭৬, ২৪ পরগণায় ১৫৫৮, মৈমনসিংহে ১৫২১ ত্রিপুরায় ১৩৫২ জন রোগীর চিকিৎসা হইয়াছিল। এই সকল স্থানে কালাজ্বরে মৃত্যু সংখ্যা যথাক্রমে ২৮৭, ১৩০, ৭৮, ৬১। কলিকাতার কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমিতি কর্ত্তৃক কালাজ্বরের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মফঃস্বলের শাখা সমিতি সমূহ গ্রামে গ্রামে এই চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বহুস্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে ঔষধ সহ বহু স্বেচ্ছাসেবক পল্লীগ্রামে প্রেরিত হইয়া বহু দুঃস্থ ব্যক্তিকে কালাজ্বরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। স্বাস্থ্য বিভাগের মানচিত্রে ২৪ পরগণা, হুগলী, নদীয়া ও দারজিলিং এই চারিটী জেলায় কালাজ্বরের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখান হইয়াছে। ১৯২১ সালে ২৪ পরগণায় ১৬৭ জনের এবং নদীয়া জেলায় ২৬৯ জনের চিকিৎসা হইয়াছিল। ১৯২২ সালে নদীয়া জেলায় ৮৪১ জন চিকিৎসিত হইয়াছিল। হুগলী জেলায় ১৯২১ সালে ১৭৫ এবং ১৯২২ সালে ৫৮৭ জনের চিকিৎসা হইয়াছিল। এগুলি কেবল দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা। হুগলী, নদীয়া ও ২৪ পরগণা জেলায় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির বহু শাখা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। পূজনীয় রায় বাহাদুরের চেষ্টায় প্রত্যেক শাখা সমিতিতেই কালাজ্বরের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আছে। তাঁহাদের নিকট চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা এই তালিকায় ধরা হয় নাই। তাহাদের সংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। বাঁকুড়া জেলায় কোন শাখা সমিতি নাই। বাঁকুড়া জেলায় কালাজ্বর হইলে বিনা চিকিৎসায় যমালয়ের যাত্রী হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নাই। রায়বাহাদুর বঙ্গজননীর কৃতী সন্তান, নীরব কর্ম্মী; তিনি ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি স্থাপন করিয়া কত লোককে অকাল মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

সমিতির জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন। বাংলার প্রতি জেলায় যদি এইরূপ একজন হিসাবে জন্মভূমির সুসন্তান থাকিতেন তবে দেশের অবস্থা অন্যরূপ হইত। বাংলা দেশে বক্তৃতা করিবার ও প্রবন্ধাদি লিখিবার লোকের অভাব নাই। অভাব এইরূপ অকপট দেশসেবকের। সময়ে সময়ে তিনি সমিতিকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার নিজের বাটীতে সমিতির আফিস স্থাপিত হইয়াছে। কলিকাতার মাড়য়ারী ব্যবসায়ীগণ এই সমিতিতে অধিক অর্থ দান করিয়াছেন।

বাংলা দেশে প্রতি বৎসর ৫০ হাজার লোক কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়।

১৯২২ সালে জেলার পল্লীগ্রামে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৭৭ জন মরে। বাংলার মেদিনীপুর, নদীয়া, খুলনা ও দার্জিলিং জেলায় ইহা অপেক্ষা বেশী লোক মরিয়াছে, অন্যান্য জেলায় কম মরিয়াছে। নিউমোনিয়া রোগে ৩৭৬ জন মরিয়াছে। মেদিনীপুর, হুগলী ও নদীয়া জেলায় ইহা অপেক্ষা বেশী মরিয়াছে। অবশিষ্ট সকল জেলায় কম মরিয়াছে। যক্ষ্মারোগে ৮০ জন মরিয়াছে। মেদিনীপুর ২৪ পরগণা, যশোহর, খুলনা, মৈমনসিংহ জেলায় বেশী মরিয়াছে। মৈমনসিংহে ২১৩ জন মরিয়াছে। অবশিষ্ট সকল জেলায় কম মরিয়াছে। বাঁকুড়া সহরে ৪৫ বিষ্ণুপুরে ১৮ সোনামুখীতে ২৬ জন নিউমোনিয়া রোগে মরিয়াছে। বাঁকুড়ায় ৯ বিষ্ণুপুরে ৪ সোনামুখীতে ৯ জন যক্ষ্মারোগে মরিয়াছে।

১৯১২ সালে বাঁকুড়া জেলায় ভীষণ বন্যায় বাঁকুড়া, কোতুলপুর, ওন্দা, রাধানগর তালডাঙ্গরা, সিমলাপাল এবং ইন্দাস থানায় বহুগ্রাম বন্যাপ্লাবিত হওয়ায় ৩ হাজার গৃহ ভূমিসাৎ হয়। যাতায়াতের রাস্তা নষ্ট হয়। ৪ জন বন্যায় ভাসিয়া যায়।

বন্যায় ভাসিয়া যাওয়ায় এই সকল স্থানে মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হয় কিন্তু ইন্দাস থানার বৃদ্ধি হয়। বন্যাপ্লাবিত স্থানের ১৯২১ ও ১৯২২ সালের প্রতি মাইলে মৃত্যু সংখ্যা নীচে দেওয়া হইল।

থানা	১৯২১	১৯২২	+বেশী —হ্রাস
বাঁকুড়া	৪১'৮	২৩'৭	—১৮.১
কোতুলপুর	৫০'৬	৩৫'৮	—১৪'৮
ওন্দা	৪০'৯	২৭'৯	—১৩'

থানা	১৯২১	১৯২২	+বেশী —হ্রাস
রাধানগর	৪০'৭	২৯'৮	—১০'৯
তালডাঙ্গরা	৩৪'১	২৫'৩	—৮'৮
সিমলাপাল	৩২'৭	২৫'৩	—৭'৪
ইন্দাস	২৫'৫	৩৬'৪	+১০'৯

বিশেষজ্ঞরা বলেন বন্যায় ভাসিয়া গেলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হ্রাস হয়। ১৯২২ সালে মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী, রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা ও দিনাজপুর জেলার বহুস্থান বন্যায় ভাসিয়া যায়। হাওড়া জেলায় শিংটী, ডোমজুড় ও জগৎবল্লভপুর থানায় পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা যথাক্রমে ৪'১, ৪'৫ এবং ৫'৩ বেশী হয়। অবশিষ্ট সকল স্থানেই মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস হয়।—

বাঁকুড়া জেলায় ১৯২২ সালে কোন মাসে কত লোক মরিয়াছে।

জানুয়ারী	২৩৯৫	আগষ্ট	২৩০৬
ফেব্রুয়ারী	২২১২	সেপ্টেম্বর	২০৯৩
মার্চ্চ	২২৮৬	অক্টোবর	২৫৮৬
এপ্রিল	২৪৭৫	নভেম্বর	২০৭৩
মে	২৮৭৭	ডিসেম্বর	১৯৮৯
জুন	১৭১৩		
জুলাই	২৩৯৮		২৭৪০৩

———

দাতব্য চিকিৎসালয়।

১৯২০ সাল।

স্থান,	মোট আয়	গভর্মেণ্টের সাহায্য	জেলা বোর্ডের সাহায্য	যত রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।
বাঁকুড়া	৪৪৩০৲	৪০৮৲	১৫০০৲	৭৭৮৭
বিষ্ণুপুর	২২৮৬৲	১৫৭৲	৬০০৲	১০৪১১
সোনামুখী	১৭৮২৲	৫৬৪৲	৩৪০৲	৮৮০০
পাত্রসায়ের	১৫৫৬৲	৪০০৲	১০৪২৲	৭০২১
খাতড়া	১৩৫৪৲	২৫৫৲	৮৮২৲	৪৯০১
ইন্দাস	১৩৮০৲	৪৭৬৲	৬৯১৲	৬৭৮৮
ওন্দা	১৪০৯৲	২০৲	১১২৮৲	৬০১১
কুচিয়া কোল	২১৭৫৲	৫৩৭৲	৮৯৪৲	৯০৫৫
শালতোড়া	৬৮৭৲	১০১৲	৫৭৫৲	৬৮১
মালিয়াড়া	১০১৩৲	১৭৲	৩০০৲	৮০৭৩
শোরেঙ্গা	১৯৪৭৮৲	২৫০৲	৬৪৫৲	৬৭৪৯
মহিলা বাঁকুড়া	১১০৩৲	২০৲	৩৬০৲	৫৯০৬

বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটী বাঁকুড়া হাঁসপাতালে ১৭৬২৲ এবং মহিলা হাসপাতালে ৬০৲ বিষ্ণুপুর মিউনিসিপালিটী তথাকার হাঁসপাতালে ১৩৫০৲ এবং সোনামুখী মিউনিসিপালিটী সোনামুখী হাঁসপাতালে ৮২০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন।

রোগীদের থাকিবার জন্য বাঁকুড়ায় ৩৬টী, মহিলা বিভাগে ২টী, বিষ্ণুপুরে ১০ এবং সারেঙ্গায় ১০টী বিছানা আছে। হাঁসপাতালে থাকিয়া বাঁকুড়ায় ৩৯১টী, মহিলা হাঁসপাতালে ৬৪টী, বিষ্ণুপুরে ৯৭ এবং সারেঙ্গায় ২৬৪ রোগী চিকিৎসিত হইয়াছিল। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর সহরে দাতব্য পশু চিকিৎসালয় আছে।

বাঁকুড়া মহিলা, মালিয়াড়া ও সারেঙ্গা চিকিৎসালয় চতুর্থ শ্রেণী, বাকী সমস্ত তৃতীয় শ্রেণী ভুক্ত।

রায় রামসদন ভট্টাচার্য্য বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর নামে—

"গুরুদাসী হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়" স্থাপন করিয়াছেন। গত ৬ই চৈত্র জেলার কালেক্টর শ্রীযুক্ত ব্রজদুর্লভ হাজরা মহাশয় এই চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। চিকিৎসালয়ের জন্য রায় বাহাদুর বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটার হস্তে ৩০ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দিয়াছেন। ইহার সুদে চিকিৎসালয়ের ব্যয় চলিবে। রায় বাহাদুর অবসর প্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট। এ জেলার আরও কয়েকজন জেলা জজ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, সবজজ ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন তাঁহারা যদি রায় বাহাদুরের পন্থানুসরণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের দীনাহীনা জন্মভূমির কল্যাণ সাধিত হয়। ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর হাজরা মহাশয়ের বাড়ী এ জেলায়। আশাকরি তিনিও রায়বাহাদুরের পন্থানুসরণ করিয়া দরিদ্র প্রতিবেশীগণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন।

চিকিৎসা বিদ্যালয়

বাঁকুড়া সম্মিলনীর উদ্যোগে সহরের উপকণ্ঠে লোকপুরে পুরাতন নীলকর ও বাঁকুড়া জেলার পত্তনীদার গীসবরণ কোম্পানীর সুপ্রশস্ত বাটীতে একটী চিকিৎসা বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। উক্ত কোম্পানী বাঁকুড়া হইতে তাহাদের কার্য্য তুলিয়া লইলে কাশ্মীর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত ঋষিবর মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই বাড়ী ক্রয় করেন। তিনি কাশ্মীর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাঁকুড়ায় বাস করিতে মনস্থ করেন। বাড়ীটী দ্বিতল এবং কয়েকটী একতালা বাড়ী আছে; ২টী পুকুর, খেলিবার স্থান, বাগান, লোহার বেড়ায় চারিধার ঘেরা। আয়তনে ৭০ বিঘা। এই সম্পত্তির মূল্য ৫০ হাজার টাকা। দাতার পরামর্শানুসারে বার্ষিক মেরামত জন্য দশ হাজার টাকার ওয়ার ফণ্ড ডাক বিভাগের একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের নিকট গচ্ছিত রাখায় গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে তিনি উহা রেজেষ্টারী করিয়া দান করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে বাংলার ২০টী জেলার ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে। চিকিৎসা বিদ্যালয়ের কত প্রয়োজন তাহা ইহার দ্বারাই অনুমিত হইবে। বাঁকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক। সরকারের সাহায্যের প্রত্যাশা না করিয়াই এই বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই

বিদ্যালয়ের জন্য এখনও অনেক টাকার প্রয়োজন; বাংলার প্রায় সকল জেলা হইতেই যখন ছাত্র আসিতেছে তখন এই বিদ্যালয়ের জন্য সকল জেলা হইতেই সাহায্য প্রার্থনা করা অসঙ্গত হইবে না। আশা করি বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ ও সরকার এই সংকার্য্যে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

পরলোকগত নফরচন্দ্র কোলে ইন্দাস থানায় তাঁহার স্বগ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য গভর্মেণ্টের হস্তে এককালীন ৩০ হাজার টাকা দিয়া স্বগ্রাম বাসী ও পার্শ্বস্থিত গ্রাম বাসীগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

কুষ্ঠরোগ।

বাঁকুড়া থানা	৬৩৬	বিষ্ণুপুর	১৭০
ছাতনা	২৩১	জয়পুর	৯৪
ওন্দা	৩৪৫	পাত্রসায়ের	৮২
তালডাঙ্গরা	২৯৭	রাধানগর	১১৪
গঙ্গাজলঘাটী	৫৪০	ইন্দাস	৫৪
শালতোড়া	৪৬৬	সোনামুখী	৩০৮
বড়জোড়া	৩৫৪	শিরমনিপুর	৩২
মেজিয়া	৪৫২	কোতুলপুর	৭৪
খাতড়া	১৮৬	ইন্দপুর	৪২৬
রাণীবান্দ	৭৬	রাইপুর	১৩১
শিমলাপাল	২২৭		

মোট ২৭৫২, পুরুষ ১৮১৭ স্ত্রীলোক ৯৩৫

প্রেসিডেন্সী বিভাগে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ২০০৯, রাজসাহী বিভাগে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ২৬৯৪, ঢাকা বিভাগে ২৬১৮, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮৯০। বর্দ্ধমান বিভাগ বাদে বাংলার প্রত্যেক বিভাগে যত কুষ্ঠরোগী আছে বাঁকুড়া জেলায় তদপেক্ষা অধিক কুষ্ঠরোগীর বাস। বর্দ্ধমান জেলায় ১৬১৩, বীরভূমে ১২৫৫, মেদিনীপুরে ১২৮৮, হাওড়ায় ১৭২ জন কুষ্ঠরোগী আছে।

উপরে যে সংখ্যা দেওয়া হইল তাহা সেন্সাস রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু এই সংখ্যা ঠিক নহে। কুষ্ঠ চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী স্যার লিওনার্ড রজার্স ডাক্তার মুইর, ডাক্তার ডেভিস এবং কুষ্ঠ মিশনের সম্পাদক রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক অলড্রিভ বলেন ভারতবর্ষে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা সেন্সাস্ রিপোর্টের প্রদত্ত সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী। ১৯১১ সালের গণনায় দৃষ্ট হয় এ জেলার কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ২৬৫৪, কিন্তু ১৯১৮ সালে দুর্ভিক্ষের সময় জেলার তৎকালীন কালেক্টর ভার্শ সাহেব রিলিফ অফিসারদের দ্বারা জেলার কুষ্ঠ রোগীর গণনা করান সংখ্যায় ৪৬০০ জনের উপর হয়। দুর্ভিক্ষের যাহারা দান পাইত তাহাদের অধিকাংশই কুষ্ঠ রোগী। যাহারা অবস্থাপন্ন যাহাদের গায়ে কুষ্ঠ রোগ স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় না তাহারা বোধ হয় গণিত হয় নাই। এজন্য সে সময়ে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা আরও বেশী ছিল। ভাশ সাহেব দেখাইয়াছেন ৯ বৎসরে এ জেলায় কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা শতকরা ৭৫ জন হারে বৃদ্ধি হইয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন এ জেলায় কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ১২ হাজারের কম নহে। কুষ্ঠরোগের এত প্রাদুর্ভাব পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই।

১৯২১ সালে বাঁকুড়া জেলার তৎকালীন কালেক্টর শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় আই, সি, এস, মহোদয়ের আনুকুল্যে এ জেলায় "কুষ্ঠরোগ নিবারণী" সমিতি স্থাপিত হয়। জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান, সিভিল সার্জ্জন, কুষ্ঠাশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক কয়েকজন ডাক্তার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হয়। কালেক্টর সাহেব ইহার সভাপতি এবং ডেভিস সাহেব ইহার সম্পাদক হন। ডেভিস সাহেব কুষ্ঠসমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে এক ইংরাজি ভাষায় পুস্তিকা লেখেন উহার বঙ্গানুবাদ "বাঁকুড়া দর্পণে" এবং পরে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। যাহাতে এ জেলার লোক এই রোগ সম্বন্ধে সর্ব্বদা সতর্ক থাকে এবং নিবারণের জন্য যত্নবান হয় তাহার চেষ্টা বাঞ্ছনীয়।

বাঁকুড়া সহরের উপকণ্ঠে একটী কুষ্ঠাশ্রম আছে। এই আশ্রমে ১৭৩টা রোগী আছে ইহার মধ্যে ১৭২টী খৃষ্টান। আশ্রমে পুরুষ ৬১, স্ত্রীলোক ৬৮, বালক-বালিকা ১৯, বেদাগী (Untainted) বালকবালিকা ২৫।

রেভারেণ্ড এগুার স্মিথ সাহেব ১৯০১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বাঁকুড়ায় আসেন। এ জেলার দরিদ্র কুষ্ঠরোগীগণ তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অবিলম্বে তিনি এ জেলার হতভাগ্য দীন দরিদ্র নিঃসহায় কুষ্ঠ রোগীদের বিষয়

কুষ্ঠমিশনের তদানিন্তন তত্ত্বাবধায়ক বেলী সাহেবের গোচর করেন। অনেক লোকই ত এ জেলায় আসিয়াছিলেন কিন্তু কুষ্ঠরোগীরা কয়জনের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল? উদার হৃদয় পরদুঃখকাতর ধর্ম্মপ্রাণ এন্বারী স্মিথ এ জেলায় আসিবামাত্র পথে ঘাটে যেখানে সেখানে অসহায় অচিকিৎসিত কুষ্ঠ রোগীদের দুববস্থায় অভিভূত হইয়া গেলেন এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য কুষ্ঠ মিশনের তত্ত্বাবধায়ককে পত্র দিলেন। বাঁকুড়ায় একটী কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিলেন। মে মাসে বেলী সাহেব কেবেল (cable) করিয়া স্মিথ সাহেবকে কুষ্ঠাশ্রমের জন্য যায়গা ঠিক করিতে বলেন। পরে তিনি লিখেন যে ব্রাইটন সহরের মিস ব্রায়ান কুষ্ঠাশ্রম নির্ম্মাণের প্রাথমিক ৫০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৭॥ হাজার টাকা একটী চেক দিয়াছেন এই দানশীলা রমণীর তখন বৃদ্ধাবস্থা তিনি বহু বৎসর ধরিয়া নিয়মিতরূপে কুষ্ঠমিশনকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া আসিতেছিলেন। বাঁকুড়ার কুষ্ঠাশ্রম নিম্মাণের জন্য ৮৫০ পাউণ্ড (১২৭৫০ টাকা) দান করিয়াছেন। তাঁহারই অনুমতি অনুসারে আশ্রমের নাম "ব্রায়াণ কুষ্ঠাশ্রম" হইযাছে। কুষ্ঠাশ্রমের জন্য উপযুক্ত যায়গা যোগাড় করিতে অনেক ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। রায় সাহেব ডাক্তার রামনাথ মুখোপাধ্যায় স্মিথ সাহেবকে এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন। আশ্রমের জন্য ২০ বিঘা জায়গা খরিদ করেন। ১৯০২ সালের জুন মাসে আশ্রমের প্রথম বাড়ী নির্ম্মিত হয় এবং কূপ খনন করা হয় এবং এই সময়েই আশ্রম খোলা হয়। পরে গীর্জ্জা ঘর তৈয়ার হয় এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের জন্য পৃথকভাবে বাটী নির্ম্মিত হয়। কুষ্ঠমিশনের অন্যান্য বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য এবং কুষ্ঠরোগীদের ভরণপোষণের জন্য বরাবর টাকা দিয়া আসিতেছেন। বাঁকুড়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মিচেল সাহেব এবং বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব (স্মীথ সাহেব দেশে যাইলে) আশ্রমের তত্ত্বাবধায়কের (Superintendent) এর কাজ করিয়াছিলেন। ১৯১৩ সালে স্মীথ সাহেব এ দেশ হইতে চিরবিদায গ্রহণ করেন। তিনি এখন স্বদেশে বাস করিতেছেন। বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসে তাঁহার নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। স্মিথ সাহেব চলিয়া গেলে ব্রাউন সাহেব আশ্রমের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। পরে সার্জ্জেণ্ট সাহেব এবং স্পেন্সার সাহেব আশ্রম পর্য্যবেক্ষণের ভার পান। আশ্রমটী অধুনা সার্জেণ্ট সাহেবের তত্ত্বাবধানে আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা বেশী কিন্তু বাংলা দেশে মোট ৩টী কুষ্ঠাশ্রম আছে। বোম্বাইএ

১০টী যুক্তপ্রদেশে ৯টী বিহার ও উড়িষ্যায় ৮টী এবং মধ্যপ্রদেশে বেরারে ৮টী মান্দ্রাজে ৮টী পাঞ্জাবে ৬টী ত্রিবাঙ্কুরে ৩টী আশ্রম আছে। আরও অন্যান্য প্রদেশে এবং দেশীয় রাজ্যে কুষ্ঠাশ্রম আছে। কুষ্ঠ মিশনের আনুকূল্যে বাংলার আশ্রম ৩টী স্থাপিত হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা রোড ষ্টেশনের নিকটে বিস্তৃত জমি খরিদ হইয়াছে। এখানে কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটী উপনিবেশ স্থাপিত হইবে। উপনিবেশের জমি খরিদ জন্য কলিকাতার জনৈক ইউরোপীয় বণিক এককালীন ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। স্যার ওঙ্কারমল জাটীয়া উপনিবেশ ও দাতব্য ঔষধালয় স্থাপনের জন্য ২৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। সরকার যথেষ্ট টাকা না দেওয়ায় উপনিবেশের কার্য্য শেষ হইতেছে না। এই উপনিবেশের জন্য বহু টাকার প্রয়োজন। রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক ওলডিভা সাহেব ইহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তিনি যেরূপ উদ্যোগী আছেন, আশা করি ইহা অসম্পূর্ণ থাকিবে না।

এই কুষ্ঠরোগ সমস্যায় বাঙ্গালীকে উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কুষ্ঠ রোগ চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ডেভিস সাহেব সারেঙ্গায় বাস করেন। তিনি এখানে কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসা করেন। তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় ও চিকিৎসা নৈপুণ্যে অনেকেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন; কুষ্ঠরোগ চিকিৎসায় পারদর্শী ডাক্তার মুইর সাহেব কয়েকবার বাঁকুড়ায় আসিয়া কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। বাঁকুড়া কুষ্ঠাশ্রমেও কুষ্ঠরোগ চিকিৎসার বন্দোবস্ত আছে। বাহির হইতে রোগী আসিলে তাহারাও চিকিৎসিত হয়। বাহিরের রোগীকে চিকিৎসার জন্য কোন পয়সা দিতে হয় না, দুর হইতে রোগীদের আসিতে কষ্ট হয়। স্পেন্সার সাহেব এখন সারেঙ্গায় আছেন। ডাঃ ডেভিস সাহেব সার্জেণ্ট সাহেব ও স্পেন্সার সাহেব এ জেলায় কুষ্ঠরোগ নিবারণের জন্য সাধ্য মত চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য ইহারা এ জেলাবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। বাঁকুড়াবাসী এই তিন জন উচ্চমনা ব্যক্তির নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। ইহারাও নিস্বার্থভাবে দরিদ্র জেলার মঙ্গল কামনা করিতেছেন। অন্তর্য্যামী ভগবান ইহাদের আশা পূর্ণ করুন। ডেভিস সাহেব কুষ্ঠ চিকিৎসা বিষয়ে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। এবং এখনও গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। যদি ও এ জেলায় একাধিক জমীদার এবং কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোক কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন তথাপি এ জেলাবাসী এই মারাত্মক রোগ নিবারণের জন্য কোন চেষ্টা করে নাই। কুষ্ঠ রোগের দ্রুত বিস্তৃতি সত্ত্বেও

এ জেলায় কোন চাঞ্চল্য দৃষ্ট হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপালিটী সকলেই উদাসীন। বোধ হয় এ কার্য্য ইহাদের দায়ীত্বের মধ্যে নহে।

বাহিরের কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসার জন্য কুষ্ঠাশ্রম প্রাঙ্গনে একটি চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৯২৪ সালে বড়দিনের সময় বিলাতের কুষ্ঠ মিশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত এণ্ডারসন সাহেব সস্ত্রীক বাঁকুড়া আসিয়াছিলেন। ৩১শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে এণ্ডারসন পত্নী এই চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। আড়াই হাজার টাকা ব্যয়ে এই চিকিৎসালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ৫০০্ টাকা মাত্র সাহায্য দিয়াছেন। যাহারা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে তাহারা এই চিকিৎসালয়ে আসিলে বিনা পয়সায় চিকিৎসিত হইবে। বিকলাঙ্গ রোগীদিগকে সপ্তাহে দুইবার করিয়া ইন্‌জেকসন্ দেওয়া হয়।

বিকলাঙ্গ।

	১৯২১ সাল			১৯১১	+বৃদ্ধি
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	মোট	— হ্রাস
পাগল	২০৪ +	৭৮	২৮২	৩৯৩	— ১১১
বধির	৪১০ +	২৯৬	৭০৬	৮৪২	— ১৩৬
অন্ধ	৫৪১ +	৬৪৬	১১৮৭	১১৩১	+ ৫৬
কুষ্ঠ রোগী	১৮১৭ +	৯৩৫	২৭৫২,	২৬৪৫,	+ ১০৭

চতুর্থ অধ্যায়।

শিক্ষা।

লিখন পঠনক্ষম একশত অধিবাসীর মধ্যে

	হিন্দু			মুসলমান		
	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
বাঁকুড়া জেলা	১২·২	২৩·৪	১·১	৫৯·৮	১৮	৪·৭
বাঁকুড়া থানা	১৫·৮	২৯·২	·২	১২·১	২১·৯	২·৩
ছাতনা	১০·৭	২০·৯	·৫	১১.৩	২৪·৩	·১
ওন্দা	১০·২	১৯·৫	১	৯·০৬	১৬·৭	·৫
তালডাঙ্গরা	১৩·২	২৫·৩	·৫	৬·৯	১৩·৫	·৫
গঙ্গাজলঘাটী	৯·৮	১৯·৩	·৩	৭·৫	১৩·৯	—
শালতোড়া	৮·৭	১৭·৩	·৪	১০·৩	২০·	
বড়জোড়া	১১·৫	২২·৫	·১	৭·৮	১৬·২	·২
মেজিয়া	৯·০৮	১৮·৪	·৪	২·৯	৫·৭	—
খাতড়া	১০·৫	২০·৫	·৩	৭·০৬	১৩·৭	—
ইন্দপুর	১০·৮	২১·৩	·৩	৮·৫	১৬	—
রাণীবান্ধ	৮	১৫·৬	·৩	১৩·৭	১৮	—
রাইপুর	১২·২	২৩·৬	·৭	১৮·২	৩৪·৩	·২
শিমলাপাল	১২·৬	২৪·৪	·৫	৮·৯	১৬·২	·২
বিষ্ণুপুর	১৭·৩	৩১.৯	২·৬	১৪·৬	২৭	·৮
জয়পুর	১৪·৬	২৭·৪	—	১০·৮	১৯·৯	
পাত্রসায়ের	১১·২	২২·০১	১·৪	৯·৯	১৮·৬	·৯
রাধানগর	১১·৩	২১·৬	১·২	১৩·০১	২৪·২	১·৭
ইন্দাস	১৩·৪	২৫	১·৯	৯·৫	১৮	·৬
সোনামুখী	১২·৫	২৩২	১·৩	৭·৭	১৪·২	·৪
শিরমণিপুর	১৫·৯	৩০·৪	১·৪	৭·৯	১৪·৪	·৪
কোতুলপুর	১৬·১	৩১·৩	·৯	১১·৭	২২·৪	৬·৪

লিখন পঠনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা।

১৯২১ সাল।	মাতৃভাষা।		ইংরাজী ভাষা।	
	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী
১। বাঁকুড়া জেলা	১০৮৪৯১	৫০৪১	১২০৯৯	২১৪
২। সদর মহকুমা	৬৭৩৮২	২৪৪৫	৬৩৪৮	৯৪
৩। বাঁকুড়া থানা	১৩১৩৮	৯১৩	২৭১৪	৭০
৪। ছাতনা	৪৯৬২	১১৫	২৩৩	—
৫। ওন্দা	৬২৪০	৩২৫	৫৪৭	৬
৬। তালডাঙ্গরা	৪০৮২	১২৬	১৪৫	—
৭। গঙ্গাজলঘাটী	৪৭৮২	৭৮	৩৬৬	৫
৮। শালতোড়া	২৮০৬	৭১	৩৬৯	৬
৯। বড়জোড়া	৭৬১৬৭	২৭৪	৮৪২	৭
১০। মেজিয়া	২৩১৩	৫৭	২৮৮	—
১১। খাতড়া	৫১৭৫	৭০	২৭৪	২
১২। ইন্দপুর	৪৩১৩	৬০	৭৫	—
১৩। রাণীবান্ধ	২১১৪	৩৭	৫৩	১
১৪। রাইপুর	৭৬৫৫	২২৮	৩৬৪	—
১৫। শিমলাপাল	৩৫৬২	৭৩	১৩৮	—
১৬। বিষ্ণুপুর মহকুমা	৪০৭৫২	২৩৭৩	৫৬১১	৭৯
১৭। বিষ্ণুপুর থানা	৬০০৯	৪৭৭	৯১৪	২০
১৮। জয়পুর	৩৫৫২	২৪৯	৪৯৪	২
১৯। পাত্রসায়ের	৫৩০৩			
২০। রাধানগর	৪১১৫	২৪৭	৪৮০	৫
২১। ইন্দাস	৫৯১৬	২৪৭	৪৮০	৫
২২। সোনামুখী	৪৫৫৬	৪১৭	১০১৩	১২
২৩। শিরমণিপুর	৪৮৬৬	২৫৯	৬২২	১২
২৪। কোতুলপুর	৬৪৩৪	১৮০	৭২৮	৪

১৯২১ সাল।

	লিখন পঠনক্ষম			নিরক্ষর			ইংরাজীতে লিখন পঠনক্ষম		
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
০—১০	৫৩৯৩	৩৪৫	৫৬৫৮	১২২১৭৪	১২৮৮১৪	২৫০৯৮৮	১৭৬+	৬	১৮২
১০—১৫	১২৭২০	৭৪৮	১৩৪৬৮	৫৩৪৩১	৫২৪৪৭	১০৫৮৭৮	১৫৯৬+	২৪	১৬২০
১৫—২০	১৩৯৫২	৮৪২	১৪৭৯৪	৩৮৭৩৭	৫৩৯২২	৯২৬৫৯	২৩০৭+	৪৩	২৩৫০
২০—	৭৬৫০৬	৩১০৬	৭৯৬১২	১৮৬৫০১	২৭০৩৮৩	৪৫৬৮৮৪	৮০২০+	১৪১	৮১৬১
মোট—	১০৮৪৯১+	৫০৪১	১১৩৫৩২	৪০০৮৪৩	৫০৫৫৬৬	৯০৬৪০৯	১২০৯৯+	২০৪=	১২৩১৩
হিন্দু—	১০৩০৩৭+	৪৬৪৮=	১০৭৬৮৫	৩৩৬৩৩১+	৪৩৬৪২৩=	৭৭২৭৫৪	১১৫১৫+	১৬৮=	১১৬৮৩
মুসলমান—	৪৪৩৫+	১৬৪=	৪৫৯৯	১৯৬২৯+	২২৩৭৩ =	৪২০০২	৪৩৯+	৫=	৪৪৪
প্রেতপূজক—	৬৬২+	৬=	৬৬৮	৪৪৪৯০+	৪৬৩১৯ =	৯০৮০৯	৫+	০=	৫

১৮৯১ সাল—হিন্দু।

	ছাত্র সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা	লিখন পঠনক্ষম পুরুষ	লিখন পঠনক্ষম স্ত্রী
বাঁকুড়া জেলা	২৮২৬২	৭৫৭	৬৫১৪৯	১০২৯
সদর মহকুমা	১৬০৫৮	২৯৮	৩৭০১৭	৪৬১
বাঁকুড়া থানা	৩৬৩৭	৫১	৯০০৪	১২৭
গঙ্গাজলঘাটী	২২৩১	২৭	৩৫৩৯	৮১
বড়জোড়া	১৫০৭	২৪	৭৭৬৬	৯৯
ওন্দা	২৯৮৭	৫৯		
রাইপুর	১৬৪৬	২০	৩৬৯৬	৪৭
শিমলাপাল	৭৯২	৭২	২০০১	৩০
খাতড়া	৩২৫৮	৪৫	৫৩৭২	৫২
বিষ্ণুপুর মহকুমা	১২২০৪	৪৫৯	২৮১৩২	৫৭৮
বিষ্ণুপুর থানা	৪৩৮৮	২৩৩	৪৭৫৩	৮৫
সোনামুখী	২২৯০	৪১	৭৭৯৭	১৩৩
কোতুলপুর	৩২০০	১১১		
ইন্দাস	২৩২১	১০৪	৪৭৫৯	১৪১

মুসলমান।

বাঁকুড়া জেলা	১০৫৩	৩০	২৩৪৩	৪৮
বাঁকুড়া মহকুমা	২১৬	১৭	৬৭০	১৭
বাঁকুড়া থানা	৮০	৮	২২৫	৯
গঙ্গাজলঘাটি	১১	২	৫৬	৩
বড়জোড়া	৩৮		১১১	১
ওন্দা	৪১		৯২	—

রাইপুর	১০		৬৯	—
শিমলাপাল	১৮		৬২	৩
খাতড়া	১৮	১	৬৫	১
বিষ্ণুপুর মহকুমা	৮৩৭	১৯	১৬৭৩	৩১
বিষ্ণুপুর থানা	১৪৭	২	৩৪৪	৩
সোনামুখী	১১৯	৩	২৭৬	১
কোতুলপুর	১৮৬	৪	৪৪০	৪
ইন্দাস	৩৭৫	১০	৬১৩	২৫

প্রেতপূজক।

বাঁকুড়া জেলা	২৬৩	৪	৩৭৮	৩
বাঁকুড়া মহকুমা	২৫৯	৩	২৬৬	
বাঁকুড়া থানা	৮১		৪৮	
গঙ্গাজলঘাটী	১৩		৬	১
বড়জোড়া	—		—	
ওন্দা	১১		৪৭	
রাইপুর	৭৯	১	১৭২	১
শিমলাপাল	১৪		৩৩	১
খাতড়া	৬১	২	৬০	
বিষ্ণুপুর মহকুমা	৪	১	১২	
বিষ্ণুপুর থানা	৪		১২	
সোনামুখী	—	১		

এই সময়ে খৃষ্টানদের ২২টী ছাত্র ২৫টী ছাত্রী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত ৩৪ পুরুষ ২০ স্ত্রীলোক লিখিতে পড়িতে পারিত।

	১৮৯২-৯৩,	১৯০০-১,	১৯০১-২,	১৯১০-১১
মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৪৪৯	১২৯৮	১২৪৯	১৩৭৭
ছাত্র সংখ্যা	২৮৫১২	৩৯০৭৫	৩৭৩৪৫	৪৫৮১১
উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৯	১০	১১	১৪
মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৯	২৭	২৭	২৯
মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৪২	২৮	২৭	২৭
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১৬৫	১৯২	১৮৭	১৮১
নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	১১৩১	৯৫৮	৮৮৮	১০১২

[illegible]

	১৯০১			১৯১১		
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
হিন্দু	৯৬০৫১ +	২৭৯৫ =	৯৮৮৪৬	৯৮৫১১ +	৩৬৮৪ =	১০২১৯৫
মুসলমান	৩৯৪৮ +	২১৮ =	৪১৬৬	৩৯৭৮ +	২১৬ =	৪১৯৪
প্রেতপূজক	৪০৬ +	২৪০৮				

প্রতি একশত অধিবাসীর মধ্যে লিখন পঠনক্ষম

হিন্দু	২০˙	˙৬	১০˙১	২০	১	১০
মুসলমান	১৫˙৬	˙৮	৮˙২	১৫	১	৮
প্রেতপূজক	˙৮	—	˙৫			

ইংরাজি লিখিতে পড়িতে জানে।

	শতকরা		
	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
হিন্দু	৭০৭১ +	৪৭ =	৭১১৮
মুসলমান	১৭১ +	৩ =	১৭৪

১৯০০-১৯০১ সালে বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষায় ১৫৬০৫৮৲ ব্যয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ১১২৯৯৲ জেলাবোর্ড ৩১৫৪৮৲ মিউনিসিপালিটী ২০৬০৲ দিয়াছিলেন। ছাত্রদের নিকট বেতন বাবত ৭৮২১১৲ টাকা আদায় হইয়াছিল জনসাধারণ ৩২৯৪০৲ টাকা দিয়াছিলেন।

বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা।

	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
১৯১১—১২	১৪২৬	৪৯০৫০
১৯১২—১৩	১৩৯৭	৪৭৫২৭
১৯১৩—১৪	১২৭৫	৪২৭৮৫
১৯১৪—১৫	১১৮৫	৩৯২২১
১৯১৫—১৬	১২৮৫	৪২৯০০
১৯১৬—১৭	১২৯১	৪১৮৮৫
১৯১৭—১৮	১২৭৮	৪১১৫১
১৯১৮—১৯	১২৪১	৩৮৯৯২
১৯১৯—২০	১২৫৪	৪০২৬০
১৯২০—২১	১৩৫০	৪১৬২০

	১৯১১-১২		১৯২০-২১	
	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়	১৩	২৪১৪	১৫	২৯১৪
মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়	৩২	২৩২০	৩১	২২৬০
মধ্য বাঙ্গলা বিদ্যালয়	২৩	১৫৫৩	২০	১০৪৫
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭১	৮৯৪৫	১৪০	৬২৫০
নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	১০৭৫	৩২৩৪৩	১০৬৬	২৭৬৪৬
ট্রেণিং স্কুল	৬	৭৭	৪	৮২

উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়।

১। বাঁকুড়ায় ৩টী
২। তিলুড়ি
৩। মালিয়াড়া
৪। খাতড়া
৫। হাড়মাসড়া
৬। রামসাগর
৭। বিষ্ণুপুর
৮। কোতুলপুর
৯। কুচিয়াকোল
১০। ইন্দাস
১১। পাত্রসায়ের
১২। সোনামুখী
১৩। পলাশডাঙ্গা
১৪। রাজগ্রাম
১৫। রোল

মোট ১৭টী

১৯২৪ সালে ২৩৮ জন ছাত্র এই ১৭টী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১০ জন স্বাধীনভাবে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন।

চতুষ্পাঠী

বাঁকুড়া জেলার কোন কোন গ্রামে টোল আছে তাহার তালিকা নীচে দেওয়া হইল।

১। পাত্রসায়ের
২। কাজড়া
৩। কোতুলপুর
৪। বামরা
৫। গাদড়া
৬। সোনামুখী ২টী
৭। রামসাগর
৮। হাড়মাসড়া
৯। সারেঙ্গা
। বনকাটী
১১ তিলুড়ী
১২ কেন্দবেড়া।
১৩। ধবনি
১৪। শিমলাপাল
১৫। বিষ্ণুপুর
১৬। বাঁকুড়া ৬টী

রসুলপুর গ্রামে ১টী মাদ্রাশা আছে। গত বৎসর এই মাদ্রাশা হইতে ৩টী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে।

জেলা-স্কুল।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান জেলখানা ও দশের বাঁধ পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে অবস্থিত সিপাহ-হাঁসপাতাল নামক একটী ক্ষুদ্র সরকারী গৃহে প্রথম এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তদানীন্তন জেলা জজ গোল্ডশবরী সাহেবের চেষ্টায় ও আনুকূল্যে বর্ত্তমান স্কুল-গৃহ নির্ম্মিত হয়। বিটান সাহেব এই স্কুলে প্রথম হেড মাষ্টার ছিলেন। এই বিদ্যালয় হইতে এ যাবৎ ৩৮ জন ছাত্র বৃত্তি পাইয়াছেন।

পরলোকগত স্যার রাসবিহারী ঘোষ, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়, জেলার ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ রায় আই, সি, এস; প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীযুক্ত বসন্ত-কুমার নিয়োগী বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর প্রভৃতি বঙ্গের বহুকৃতি সন্তান এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ বি-এ, বি-টী, এই বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়াছেন। সি, এম, এস কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র মণ্ডল, রিপনকলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গরাই এই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৩০০, স্যার রাসবিহারী ঘোষের নামে একটি পুরস্কার দেওয়া হয়। প্রবেশিকা পড়িয়া যে ছাত্র ইংরাজীতে প্রথম স্থান অধিকার করে, সেই এই পুরস্কার পায়। ভূতপূর্ব্ব হেড মাষ্টার স্বর্গীয় ভোলানাথ ঘোষ মহাশয় তাঁহার মাতার স্মরণার্থ "পদ্মমণি পুরস্কার" ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। রায়বাহাদুর বসন্তকুমার রাহা তাঁহার পরলোকগত পিতা মাতার স্মরণার্থ ভুবনমোহন মুক্তকেশী পুরস্কার দিয়া থাকেন। বাংলার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যার উডবরনের স্মরণার্থ উডবরণ মেডেল দেওয়া হয়। কেঁচকার বন্ধু জমীদার স্বর্গীয় রায়বাহাদুর রামকান্ত চট্টোপাধ্যায় এই মেডেল দিয়াছেন অন্যান্য পুরস্কারগুলি জেলা-স্কুলের যোগ্যতম ছাত্রের প্রাপ্য, কিন্তু এই পদকটী এই বিদ্যালয়েই আবদ্ধ নহে। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে যে ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন, তিনি এই পদক দ্বারা পুরস্কৃত হন।

ওয়েশ্লিয়ান কলেজ।

বাঁকুড়ার ওয়েশ্লিয়ান মিশনারীদের দ্বারা গত ১৯০৩ সালে বাঁকুড়া কলেজ কলেজ স্থাপিত হয়। ২৫শে জুন সেণ্টার হলে সহরের জনসাধারণের এক মহতী সভা হয়। তৎকালীন কালেক্টর শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বহু লোক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিচেল সাহেব তখন মিশনারী স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং এশ্বারী স্মীথ সাহেব মিশনের পাদরী ছিলেন। ২৯শে জুন সোমবার কলেজ খোলা হয়। এই দিবস ১১ জন ছাত্র কলেজে ভর্ত্তি হয়। প্রথমে সেণ্টার হলেই অধ্যাপনার কাজ আরম্ভ হয়, পরে অসুবিধা হওয়ায় মিশনারী স্কুলেই অধ্যাপনার কাজ হইতে থাকে। অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে স্কুল ও কলেজে পড়াইতে হইত, এজন্য উভয় স্থানে যাতায়াতে অসুবিধা হওয়ায় বিদ্যালয় গৃহ স্থানান্তরিত হয়। আগষ্ট মাসে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ২৩ জন এবং দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ৯ জন ছিল। ১৯০৪ সালের শেষে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ২০ এবং দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ৪০ মোট ৬৩ জন ছাত্র ছিল। ১৯০৫ সালে ৩১ জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়াছিল। ২৩ জন ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। পরীক্ষার এইরূপ সন্তোষজনক ফল হওয়ার সর্ব্বত্র কলেজের অধ্যাপকগণের অধ্যাপনার সুখ্যাতি হয়।

জজ সাহেবের কুঠী, হিলহাউস (ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠী) কলেজের হাতা এই তিনটী বাগান বাঁকুড়া ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট জন এণ্ডারসন সাহেবের সম্পত্তি ছিল। ১৯০৪ সালের জুন মাসে এই সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য কলিকাতার সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপিত হয়। এই বৎসর ২২শে জুন ইহা নিলামে বিক্রী হয়। গভর্ণমেণ্ট জজ সাহেবের কুঠী খরিদ করেন। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ ১৪৫৫০৲ টাকায় হিলহাউস খরিদ করেন এবং জজ আদালতের উকিল মৃত কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৭৩০০৲ টাকায় কলেজের বাগান খরিদ করেন। তৎকালীন জেলা জজ মৃত অম্বিকাচরণ সেন সে সময়ে এই হিলহাউসে বাস করিতেন এবং কালেক্টর গুপ্ত সাহেব কেন্দ্র ডিহিতে বাস করিতেন। কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ হিলহাউস দখল করিলে জেলা জজ কোথায় বাস করিবেন, এই জন্য গভর্ণমেণ্ট হিলহাউস খরিদ করেন এবং কুলদা বাবু যে বাগান খরিদ করিয়াছিলেন, তাহা কলেজের জন্য করিয়া-

ছেন। এই বাগান আয়তনে ১১৯ বিঘা, একটী বৃহৎ জলাশয় আছে। ইহা জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বর্ত্তমান কলেজের উত্তর পশ্চিম কোণে একটি ছোট বংলা ছিল। গভর্ণমেণ্ট হিলহাউস খরিদ করিতে উদ্যত হইলে বহু লোক ছোটলাটের নিকট আপত্তি করায় ২৭শে আগষ্ট তারিখে ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার বাঁকুড়া পরিদর্শনে আসেন এবং কলেজ কর্ত্তৃপক্ষকে অন্য ভূমি খরিদ করিয়া দিবেন এই আশা দেন। গভর্ণমেণ্ট ১৬৭৩২৷৷০ টাকায় হিলহাউস খরিদ করেন।

১৯০৫ সালে মার্চ্চ মাসে অধ্যক্ষ মিচেল সাহেব স্বদেশে গমন করায় বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব অধ্যক্ষ হন। ডিসেম্বর মাসে মিচেল সাহেব বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯০৫ সালে মে মাসে গভর্ণমেণ্ট ১৮৭৩৭৵১০ টাকায় এণ্ডারসনের বাগান কুলদা বাবুর নিকট হইতে খরিদ করেন। ১৯০৫ সালের ২১শে মে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ বাগান দখল করেন।

১৯০৬ সালের ১৬ই জুলাই অস্থায়ী ছোটলাট হেয়ার কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯০৭ সালে কুলদা বাবু বাগানের কম মূল্য ধরা হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করেন, তিনি বাগান পুষ্করিণী, জঙ্গল ও গ্রেন নামক বাংলার মূল্য বাবত ২৫৮১৫৲ টাকা দাবী করেন। কিন্তু তিনি ৭৩০০৲ টাকায় এই সমস্ত সম্পত্তি খরিদ করেন। বিচারে জজ সাহেব ১৩০৩৩৲ টাকা মূল্য ধার্য্য করেন। কুলদা বাবু জেলা জজের নিকট ধার্য্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করায় জজ সাহেব আরও ১৩৯৵৩ দিবার আদেশ দেন।

এই বৎসর ২রা ফেব্রুয়ারী তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর কুচলার সাহেব ছাত্রাবাসের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১০ই ফেব্রুয়ারী মিচেল সাহেবকে বিদায় দেওয়া হয়। ১৯১০ সাল হইতে বি-এ শ্রেণীও খোলা হয়। ১৯১১ সালে নভেম্বর মাসে ওষ্টন স্মিথ সাহেব কলেজে যোগদান করেন। ১৯১০ সালে ডিসেম্বর মাসে টমশন সাহেব আসেন। ১৯১৩ সালের আগষ্ট মাসে কলেজের দশম বার্ষিক উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ হর্ণেল সাহেব এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড রোনাল্ডশে বাঁকুড়া পরিদর্শনে আসিয়া রোণাল্ডশে ছাত্রাবাসের ভিত্তি স্থাপন করেন।

কলেজে গ্যাস প্ল্যাণ্ট, ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে। ছাত্রাবাসে ও কলেজে এবং অধ্যক্ষও অধ্যাপকদের বাংলায় বিদ্যুতের আলো ও পাখা দেওয়া হয়।

অধ্যক্ষের বাসের জন্য একটি দ্বিতল বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। খৃষ্টান ছাত্রদের বাসের জন্য একটি পৃথক্ বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

কলেজের দক্ষিণাংশে অধ্যক্ষের থাকিবার বাংলা ঘর তৈয়ার হয়। ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে সেণ্টার হলে অধ্যাপনা কার্য্য হয়। স্থানের অভাব হইলে কৃষিপ্রদর্শনী গৃহেও অধ্যাপনা হইত। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে কলেজ ভবনের কাজ আরম্ভ হয়। সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন বিভাগীয় অস্থায়ী কমিশনর মিঃ বি, দে কলেজের বিজ্ঞানাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১৯০৯ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর কলেজ খুলিলে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ৮৩, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ৫৩ জন ছাত্র হয়।

বাগানটী জঙ্গলে পূর্ণ থাকায় বহু সর্প ছিল। ১৯০৮ সালে জুলাই মাসে গ্রেন ছাত্রাবাসের জনৈক ছাত্র রাত্রে সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৯১০ সালে কলেজ গৃহ নির্ম্মাণ শেষ হওয়ায় আগষ্ট মাসে তৎকালীন রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য শ্ল্যাক সাহেব বাঁকুড়ায় আসিয়া কলেজের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ১৯১১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে অধ্যক্ষ মিচেল সাহেব বিলাত গমন করায় ব্রাউন সাহেব কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

মিশনারীদের চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে বাঁকুড়া উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হইয়াছে। শিক্ষা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ কুচলার সাহেব বলিয়াছিলেন, বাঁকুড়া উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র হইবে। দরিদ্র বাঁকুড়াবাসীর দ্বারা কোন ক্রমে বাঁকুড়ায় কলেজ স্থাপিত হইবার আশা ছিল না। ময়মনসিংহ জেলার লোক সংখ্যা বাঁকুড়া জেলার লোক সংখ্যার পাঁচ গুণ। সেখানে অনেক ধনী জমিদারের বাস, বাঁকুড়ায় কলেজ স্থাপনের বহু পরে এ জেলায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। কলেজ স্থাপনের জন্য অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। বাঁকুড়ার পার্শ্বেই মেদিনীপুর জেলা। লোকসংখ্যা প্রায় তিন গুণ। মেদিনীপুর জেলায় বহু জমিদারের বাস, কিন্তু এখনও প্রথম শ্রেণীর কলেজ নাই। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বাংলার জমিদারদের শীর্ষ স্থানীয়, কিন্তু বর্দ্ধমানে প্রথম শ্রেণীর কলেজ নাই। বীরভূমেও অনেক জমিদারের বাস, কিন্তু বীরভূম জেলায় প্রথম শ্রেণীর কলেজ নাই। বাঁকুড়ায় উচ্চ শিক্ষা পাইবার জন্য বাংলার সকল জেলা হইতেই ছাত্র আসিতেছে। দুঃখের বিষয় কলেজে বাহিরের ছাত্র সংখ্যাই বেশী। দরিদ্র জেলাবাসী সুযোগ পাইয়া ও শিক্ষা

লাভে সমর্থ হইতেছে না। বাঁকুড়া জেলা ১৯টী থানায় বিভক্ত। কোন কোন থানা হইতে ২।৩টী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। প্রত্যেক ইউনিয়নে যদি একটি করিয়া মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয় এবং প্রত্যেক থানায় একটি করিয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তবে কলেজে এ জেলার ছাত্র সংখ্যা বেশী হইতে পারে।

বাঁকুড়া কলেজের বিশেষত্ব কলেজের ছাত্রাবাস ; বাংলার অন্য জেলায় কি কলিকাতা সহরে এরূপ ছাত্রাবাস নাই। ছাত্রাবাসের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি ইউরোপীয় অধ্যাপকগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শকগণ এবং আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় মুক্তকণ্ঠে এই ছাত্রাবাসের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংলগ্ন ছাত্রাবাসও এরূপ পরিষ্কার থাকে না।

মনোরম ও স্বাস্থ্যকর স্থানে কলেজ ও ছাত্রাবাস অবস্থিত। বাঙ্গালী ছাত্রের পক্ষে এই কলেজটি খুব উপযোগী।

প্রথম অধ্যক্ষ মিচেল সাহেবের নাম এ জেলায় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমে এই কলেজের এরূপ উন্নতি হইয়াছে। তাঁহার পরেই উষ্টন স্মিথ সাহেব ; ইনি ক্যাম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইতিহাস ও অর্থ শাস্ত্রে ইনি অসাধারণ পণ্ডিত। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় ইতিহাসের প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতি-হাসের পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিয়া দেন। প্রথমে মিচেল সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেলো নিযুক্ত হন। তাঁহার পরে স্মিথ সাহেব নিযুক্ত হন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর বিনা বেতনে বাঁকুড়া কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা স্যার উইলিয়ম নটিংহাম শায়ারের ময়দা কলের মালিক। কলেজের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে তিনি কলেজের কার্য্য ভার ত্যাগ করেন। যাইবার সময় অধ্যক্ষ মিচেল সাহেবের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য পরীক্ষায় বাঁকুড়া কলেজ হইতে যে ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করে, সেই মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে এক বৎসর এই বৃত্তি পায়। স্যার উইলিয়ম স্মিথ উষ্টন স্মিথ সাহেবের নামে মাসিক ১০৲ টাকার আর একটি বৃত্তি দিয়াছেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর যে ছাত্র উন্নতি দেখাইতে পারিবেন, অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকেই এক বৎসর এই

বৃত্তি দিবেন। স্মিথ সাহেব ছাত্রাবাসেই এক প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। তিনি ছাত্রগণের তত্ত্ব লইতেন, পারিবারিক বিষয়েরও অনুসন্ধান লইতেন। ছাত্রগণকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেন। ছাত্রেরা যাহাতে ছাত্রাবাসের নিয়ম ভঙ্গ না করেন, সে জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। রাত্রে স্বয়ং ছাত্রাবাসের সদর দ্বারে তালা দিতেন এবং সকালে খুলিয়া দিতেন। রাত্রে খালি পায়ে উঠিয়া প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দ্বারে দ্বারে যাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিতেন, ছাত্রেরা কি করিতেছে। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ পরিদর্শন করিয়া তবে শয়ন করিতেন। ছাত্রেরা স্নান করিয়া বারান্দায় কাপড় শুকাইতে দেন, তিনি নিয়ম করিয়াছিলেন যে কলেজের টিফিনের সময়, ছাত্রেরা কাপড় তুলিয়া আপন আপন ঘরে রাখিবে। টিফিনের পরে তিনি কোন ছাত্রের কাপড় বারান্দায় দেখিতে পাইলে স্বয়ং তুলিয়া নিজ গৃহে রাখিতেন এবং পরে ছাত্রদিগকে দিতেন। বৈকালে তিনি এক একজন ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন। একদিকে তিনি যেমন হিতৈষী ছিলেন, অন্য দিকে আবার তেমনি কঠিনও ছিলেন। ছাত্রেরা কোন নিয়মভঙ্গ করিলে তিনি ক্ষমা করিতেন না, তাহাদের জরিমানা করিতেন। তিনি সকল ছাত্রেরই শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। দণ্ডিত ছাত্র তাঁহার প্রতি ভক্তিহীন হইতেন না। স্মিথ সাহেব বিহার প্রদেশে সরকারের শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম লইয়া পাটনা কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন, মধ্যে মজফরপুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন ইন্দোরে শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব এ জেলার লোকহিতকর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এ জেলার শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার বিদুষী পত্নী সর্ব্ববিষয়ে স্বামীকে সাহায্য করেন। ব্রাউন সাহেব ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্গলার, তিনি সরকারের চাকুরি গ্রহণ করিলে শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ হইতেন। সরকারের উচ্চ পদ পাইলে তাঁহার অনেক আয় হইত কিন্তু তিনি মিশনের কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার কম ক্ষতি হয় নাই। কিছুদিন তিনি সারেঙ্গায় ছিলেন। বাংলাদেশে তিনি ওয়েস্লিয়ান মিশনের সভাপতি হইয়া কুষ্ঠাশ্রমের তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। বাঁকুড়া জেলা সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।

সন ১৩২২।২৩ সালে বাঁকুড়া জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইলে তিনি তাঁতি রিলিফ

কমিটীর সহকারী সভাপতির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কঠোর পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাঁহারই অদম্য চেষ্টায় বাঁকুড়া জেলায় ইনডাষ্ট্রীয়েল ইউনিয়ন সাফল্য লাভ করিয়াছে। এক সময়ে তিনি বাঁকুড়া মিউনিপালিটীর কমিশনার ছিলেন। বাঁকুড়া চিকিৎসা বিদ্যালয়ের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।

ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ টমশন সাহেব ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে কলেজে যোগদান করেন। ইনি সুকবি। ইংরাজিতে কবিতা লিখিয়াছেন; ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি কলেজ ত্যাগ করিয়া বিলাত গিয়াছেন। এক্ষণে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। যুদ্ধের সময় তিনি মেসোপটেমিয়া গিয়াছিলেন।

রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমোদকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মেডিক্যাল স্কুলের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইনডাষ্ট্রীয়েল ইউনিয়নের সেক্রেটারীর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বয়ন শিল্পের উন্নতি করিতেছেন। অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সেণ্ট্রাল ইরিগেশন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী এবং মাসিক লক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক।

গভর্ণমেণ্ট এই কলেজে মাসিক এক হাজার টাকা সাহায্য করেন। ছাত্রাবাসে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণের বাংলায় বিদ্যুতালোকের বন্দোবস্ত আছে। ১৯২৩ সালে ইলেট্রিক লাইট প্রচলন হয়।

কলেজের বিশেষত্ব এই যে অধ্যাপকগণের অধিকাংশই এই কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন। এখন তিন জন ইউরোপীয়ান অধ্যাপক আছেন। কলেজ সংলগ্ন ছাত্রাবাস দুইটীতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বাহিরে আরও দুইটী বাটী ভাড়া লওয়া হইয়াছে। কলেজে আরও ছাত্রাবাসের প্রয়োজন।

ছাত্রবৃত্তি—

বর্দ্ধমান বিভাগে কোন জেলায় কয়টী বৃত্তি দেওয়া হয় তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

মধ্যপরীক্ষা	সাধারণ বৃত্তি	মুসলমান	অনুন্নত জাতি	মোট
বর্দ্ধমান	৯	১	১	১১
	৫	১	২	৮

মধ্যপরীক্ষা	সাধারণ বৃত্তি	মুসলমান	অনুন্নত জাতি	মো
বাঁকুড়া	৫	০	১	৬
মেদিনীপুর	১১	১	১	১৩
হুগলী	৫	০	১	৬
হাওড়া	৪	০	১	৫
উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষা				
বর্দ্ধমান	৮	১	২	১১
বীরভূম	৬	১	২	৯
বাঁকুড়া	৮	১	১	১০
মেদিনীপুর	১২	০	৩	১৫
হুগলী	৬	১	১	৮
হাওড়া	৩	৩	১	৭

মধ্য পরীক্ষায় মাসিক ৪৲ হারে ৪ বৎসর, উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষায় মাসিক ৩৲ হারে দুই বৎসর, নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় মাসিক দুই টাকা হারে দুই বৎসর বৃত্তি প্রদত্ত হয়।

বাঁকুড়া সদর মহকুমার রাইপুর থানায় ৩টী, বাঁকুড়া, ওন্দা, গঙ্গাজলঘাটী, বড়-জোড়া, ছাতনা, ইন্দপুর, খাতড়া, রাণীবান্ধ, প্রত্যেক থানায় ২টী হিসাবে, শালতোড়া, মেজিয়া, তালডাঙ্গরা, শিমলাপাল প্রত্যেক থানায় ১টী হিসাবে মোট ২৩টী এবং আদিম অধিবাসী ছাত্রগণের মধ্যে ২টী মোট ২৫টী নিম্নপ্রাথমিক বৃত্তি দেওয়া হয়।

	১৯২১—২২ বিদ্যালয় সংখ্যা	১৯২১—২২ ছাত্র সংখ্যা	১৯২২—২৩ বিদ্যালয় সংখ্যা	১৯২২—২৩ ছাত্র সংখ্যা	১৯২৩—২৪ বিদ্যালয় সংখ্যা	১৯২৩—২৪ ছাত্র সংখ্যা	১৯২৪—২৫ বিদ্যালয় সংখ্যা	১৯২৪—২৫ ছাত্র সংখ্যা
১। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়	১৫	৩১২৯	১৬	৩৪৭৪	১৭	৩৮৫৯	১৭	৩৯৭১
২। মধ্যইংরাজী „	৩৪	২৪২৭	৩৭	২৩৬৯	৪০	২৮৬৯	৪৩	৩১৬১
৩। মধ্য বাঙ্গলা „	১৪	৭৪৪	১১	৫৮২	৫	৩৫৫	৬	৬৬৬
৪। প্রাথমিক „	১২৬৬	৩৫৩৩৮	১১৪৫	৩৩৪৯৬	১১১৩	৩৩৬৫২	১১৪৪	৩৫৩৩৬
৫। গুরুট্রেণিং „	৪	৮২	৪	৭৯	৪	৭৭	৪	৭৬
৬। শিল্পী „	৫	৯৮	৫	১১৮	৬	১১২	৬	১৫৪
৭। স্বাধীন „	—	—	১৫	৫৮৮	২০	৭৯২	১৫	১০৮৪
৮। অন্যান্য „	৩৫	৪৬৫	১৬৪	২৯৩৩	১৬৩	৩৩৩৬	১৬৫	৩২৬৬
মোট	১৩৭৩	৪২২৮৩	১৩৯৭	৪৩৮৩৯	১৩৬৯	৪৫০৫২	১৪০০	৪৭৪১৫
বালিকা „	১৫৬	৩০৬৯	—	৪৭৯১	১৩০	৪২০৭	১৩৮	৪২৬৩
টোল „	৩২	৩৬৭	২৮	৩৬০	২৬	৩৭৬	২৯	৩৯১
মক্তব „	২২	৫৪৪	২১	৬১৫	৩৩	৯০৯	৩০	৮৩৭
মাদ্রাসা „	১	৭১	১	৬৮	১	৫৫	১	৫৫
সঙ্গীত „	২	২৭	২	২৭	২	২৯	২	২৯
নৈশ „	১১১	২২০৪	১৩২	২৪২২	১৩৪	২৮৭৬	১৩৫	২৭৮৯
সাঁওতাল „	৫৭	২২৫৫	৫৯	২৬২০	৫৭	২৬৩৩	৬২	২৬৭০

শিক্ষায় ব্যয়।

		১৯২১—২২	১৯২২—২৩	১৯২৩—২৪	১৯২৪—২৫
১।	গভর্মেণ্ট	১৪৫৪৭৯৲	১৫২৬০৮৲	১৪৩০৮৪৲	১৩৭৩৮২৲
২।	জেলাবোর্ড	৩৬০৩১৲	৩৪৬৪০৲	৩৩৮৫২৲	৩৮০২২৲
৩।	মিউনিসিপ্যালিটী	২৯৩৮৲	৬১৯২৲	৪০৭৩৲	৪৪৫৮৲
৪।	ছাত্রগণের বেতন	১৪১৯২৮৲	১৫৮৩৬৮৲	১৫৭৬২৮৲	১৬৫৪৯৩৲
৫।	অন্যান্যবাবতে	৫৪৮১৮৲	৫৯৫৬৯৲	৭৲	৬১৯৫৭৲
		৩৮১১৯৪৲	৪০৮৩৭৭৲	৩৯২১৮৪৲	৪০৭৩১২৲

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে গভর্ণমেণ্টের ১টী সাহায্য প্রাপ্ত ৮টী এবং ৮টী কোন সাহায্য পায় নাই। এ বৎসর ৩১৩টী ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৩৪টী সাহায্যপ্রাপ্ত ৪টী জেলা-বোর্ডের পরিচালিত এবং ৫টী কোনপ্রকার সাহায্য পায় না। বাঁকুড়া হিন্দু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে গত ৩১ মার্চ্চ তারিখে ৪৩৩ ছাত্র ছিল। এ জেলায় এই বিদ্যালয়েই ছাত্র সংখ্যা বেশী। তন্নিম্নে মালিয়াড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছাত্র সংখ্যা ৫১৫, কলেজিয়েট স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ৩৪২, জেলা স্কুলে ৩০৪। শাঁওতাল ছাত্রদের জন্য মধ্যবাংলা বিদ্যালয় ১টী, গুরুট্রেনিং ১টী, শিল্প বিদ্যালয় ২টী, প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫৮ মোট ৬২। এ জেলায় জাতীয় বিদ্যালয় ৫৫টী, ছাত্র সংখ্যা ৩২১, পাঠাগার ৭টী আছে। ১৭ জন বিদ্যালয় পরিদর্শক আছেন। জেলার ইনস্পেক্টার ১, মহকুমার ইনস্পেক্টার ২, সাব্ইনস্পেক্টার ৬ শাঁওতাল পাঠশালার জন্য সহকারী সাব্ইনস্পেক্টার ১ জন (ইনি শাঁওতাল) ইনস্পেক্টীং পণ্ডিত ৭ জন। এই বৎসর দুইটী শাঁওতাল ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বালিকাদের জন্য বাঁকুড়া সহরে একটী মধ্যবাংলা বিদ্যালয় আছে, ছাত্রী সংখ্যা ৮৩। এবং ২টী প্রাথমিক পাঠশালা আছে। বালিকাদের জন্য ২টী শিল্প বিদ্যালয় আছে ছাত্রী সংখ্যা ৭৪, মুসলমান বালিকাদের জন্য ৩টী মক্তব্য আছে—ছাত্রী সংখ্যা ১১১। শাঁওতাল পাঠশালায় বালিকা শিক্ষা পাইতেছে। ১৯২১—২২ সালে ২৬টী এবং ১৯২২—২৩ সালে ৩২টী শাঁওতাল বালিকা শিক্ষা পাইত। ১৪৪টী প্রাথমিক পাঠশালা জেলাবোর্ড কি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে কোন প্রকার সাহায্য পায় না। বাঁকুড়া সহরে ২৪ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১টী মক্তব আছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

:*:-

কৃষি।

আবাদী জমী।

	১৯০১-২		১৯১১-১২	
মোট কর্ষিত জমি	৬০১৪০০	একর	৫৭৬৫০০	একর
ধান্য	৫২৩৭০০	,,	৪৮৮৩০০	,,
গম	৫৫০০	,,	৩৭০০	,,
যব	৪০০০	,,	২০০০	,,
বজরা	৬০০	,,	৮০০	,,
ভুট্টা	২৯০০	,,	৭০০	,,
ছোলা	৮০০০	,,	৬৩০০	,,
তিল	৬৮০০	,,	৫০০০	,,
গুঁজা	১১০০	,,	১০০০	,,
সরিষা	৮৪০০	,,	৭০০০	,,
অন্যান্য	৭৮০০	,,		
ইক্ষু	১৪০০০	,,	১০৫০০	,,
তূলা	১৫০০	,,	১৭০০	,,
পাট	২০০	,,		
অন্যান্য	৯০০	,,		
তামাক	২৬০০	,,	১৫০০	,,
নীল	১০০	,,		

১৯০১-২ সালে ৬৩৫৩০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল কিন্তু ৬০১৪০০

একর জমিতে জন্মিয়াছিল। ৩৩৯০০ একর জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল হইয়াছিল।

১৯১১-১২ সালে ইক্ষু চাষের উপযোগী ১৫ হাজার একর জমি ছিল কিন্তু জলাভাবের জন্য ১০৫০০ একর জমিতে ইক্ষু চাষ হইয়াছিল।

কৃষি—১৯২১-২২ সাল।

১।	চাষের অযোগ্য জমি	৪৯৫৪০০	একর	১
২।	যোগ্য পতিত জমি	৩২৫৮০০	,,	২
৩।	কর্ষিত পতিত জমি	১৩৫৫৪০	,,	৩
৪।	আবাদী জমি	৭২০৭০০	,,	৪
	জেলার মোট পরিমাণ	১৬৭৭৭৪০	,,	
			,,	
৫।	ভাদই ফসলের জমি	৫৮২০০	,,	৫
৬।	হৈমন্তিক ফসলের জমি	৬৫৪২০০	,,	৬
৭।	রবি শস্যের জমি	৩০৪০০	,,	৭
	মোট আবাদী জমি	৭৪২৮০০	,,	৮
৮।	বৎসরে দুইবার ফসল হয়	২২১০০	,,	
৯।	ভাদই ধান্য (আউশ)	১৩০০০	,,	৮
১০।	আমন ধান্য	৬৪৪০০	,,	৯
১১।	বরো ধান্য	১০০০	,,	১০
	মোট ধান্যের চাষ	৬৫৮০০০	,,	
১২।	গম চাষ	২৫০০	একর	
১৩।	যব	৭০০	,,	
১৪।	জওয়ার	১০০	,,	
১৫।	বজরা	৬০০	,,	
১৬।	ভূট্টা	৬২০০	,,	
২৭।	ছোলা	৮০০	,,	
১৮।	অন্যান্য শস্য ডাল ইত্যাদি	৩৩০০০		

১৯।	তিসি	১৯০০
২০।	তিল	৮২০০
২১।	সরিষা	২০০০
২২।	অন্যান্য	
		১৬১০০
	মশলা	৬০০
	ইক্ষু	৯৭০০
	অন্যান্য	৫০০
	তূলা	২১০০
	শন ইত্যাদি	১০০০
	তামাক	৪০০
	শাক শব্জী	৭০০০
	বিবিধ খাদ্য	১০০০
	মনুষ্যের খাদ্য নয়	২৫০০

১৯২২-২৩ সাল।

১। চাষের অযোগ্য জমি	১৯৫৪০০ একর	১৫। ভূট্টা		৬৭০০
২। চাষের যোগ্য পতিত জমি	৩২৫৮০০ ,,	১৬। ছোলা		১২০০
৩। কর্ষিত পতিত জমি	১৫২১৪০ ,,	১৭। অন্যান্য শস্য ভাগ		১৩৪০০
৪। আবাদী জমি	৭০৪১০০ ,,			
				৬৮২৫০০
	১৬৭৭৪৪০ একর	১৮। তিসি		১৮০০
৫। তাদই ফসল	৩৫৯০০	১৯। তিল		৬৫০০
৬। হৈমন্তিক ফসল	৬৫৫৫০০	২০। সরিষা		৩০০০
৭। রবি শস্য	৩৪৭০০	২১। অন্যান্য		৫৭০০
			ইক্ষু চাষ	১১০০০
মোট আবাদী জমী	৭২৬১০০		অন্যান্য	৫০০

বৎসরে দুইবার ফসল হয়	২২০০০	তুলা	১৬০০
৮। ভাদই ধান্য	৯৬০০	অন্যান্য	১১০০
৯। আমন ধান্য	৬৪৪০০০		———
০। বরো ধান্য	১১০০		২৭০০
		মালবেরী	২০
মোট ধান্যের চাষ	৫৫৪৭০০	তামাক	৫০০
১১। গম চাষ	৩৪০০	পশুর খাদ্য	২৩০০
১২। যব	৯০০	শাক শব্জী	৭০০০
১৩। জওয়ার	১৩০০	বিবিধ খাদ্য	২৩০০
১৪। বজরা	৯০০	মনুষ্যের খাদ্য নয়	১৮০০

কৃষি সম্পদ—১৯২১-২২ সাল।

বলদ	৫১৫৯৪	কাড়া	৩৮০৪৯
গরু	২০৭৭৭০	মহিষ	৩৮০০০
গাভী	২৭১১৩৫	শাবক	২৪৫২৭
বৎস	২০৩৯১৫	মোট	———
	———		১০০৫৭৬
মোট	৭৩৪৪১৪		
মেষ	৫৫৪৩৩	ছাগল	১৮৫৬৪৫

অশ্ব,—পুরুষ ১৮১, স্ত্রী ১০৫, শাবক ১৫, খচ্চর ৪, গর্দ্দভ ৪, উট ১১ লাঙ্গল ১১১০২১ গো-গাড়ী ৪৮৫৪৯।

সাধারণ আবাদী জমী		১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫
	একর	একর	একর
হৈমন্তিক ধান্য	৬৪৪৩০০,	৪৯৫০০০,	৫৫০০০০
আশু ধান্য	১৩৮০০	৪৫০০	৫০০
খোয়ার	১০০	১৩০০	১২০০
বজরা	৬০০	৭০০	৮০০
মাভুয়া	৩০০	৬০০	৬০০
ভুট্টা	৬২০৪	৪৭০০	৫০০০

অন্যান্য ভাদই শস্য	১৫০০	৪৫০০	৩৬০০
ভাদই কলাই	২০০০	২০০০	২৫০০
ভাদই ফল শাকশব্জী	৩৪০০,	২৯০০	২৫০০
অন্যান্য ভাদই খাদ্য শস্য	৩০০	১১০০	১৪৭০
শন ইত্যাদি (পাট ব্যতীত)	৮০০,	৮০০	৮০০
তুঁত	৩	৩০০	৩০০
ভাদই শস্য (খাদ্য নহে)	১৫০০	৮০০	৮০০
মোট ভাদই শস্য			
	৩০৬০০	২৪২০০	২৪৫০০

বাঁকুড়া জেলার কৃষিতত্ত্ব।

বাঁকুড়া জেলায় বৎসরে গড়ে ৫৫'২৬ ইঞ্চ বারিপাত হয়। বাংলা দেশের আর কোন জেলায় এত কম বৃষ্টি হয় না। সব চেয়ে :বেশী বারিপাত হয় নোয়াখালী জেলায় ১২৬.৮৩ ইঞ্চি তৎপরে ত্রিপুরা জেলায় ১১১.০২ ইঞ্চি। জেলার সমগ্র ভূখণ্ডের শতকরা ৪৬'২৬ পরিমাণ জমিতে চাষাবাদ হয়। ইহার মধ্যে শতকরা ৪৫'৫২ অংশে বৎসরে একবার মাত্র ফসল হয় এবং '৭৪ অংশে দুইবার ফসল জন্মে। ৪০'০৭ অংশে ধান্য '১৯ অংশে ইক্ষু '০৪ অংশে পাট ৩'৩৭ অংশে কলাই, '৬১ অংশে ফল, শাকশব্জি, ১'৯৮ অংশে সরিষা লটনী তৈল জন্মে। নোয়াখালী জেলায় শতকরা ৮৭'৭৪ অংশে ধান্য জন্মে। বাকরগঞ্জ জেলায় ৬৫'০৫, ত্রিপুরায় ৭৫'৯৬ ফরিদপুরে ৭০'৩৮ অংশে ধান্যের চাষ হয়। বাঁকুড়ার সদর মহকুমায়, ঢাকা ও মৈমনসিংহ জেলায় প্রতি একরে ২০/ মন ধান্য জন্মে। বাকরগঞ্জ নোয়াখালী জেলায় প্রতি একরে ২২॥ মণ এবং ত্রিপুরায় ২১/ ধান্য জন্মে।

মেদিনীপুর জেলায় বৎসরে যত ফসল উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ৯১ ভাগ ধান্য। বাঁকুড়া জেলায় সদর মহকুমায় ৯০ অংশ, রাজসাহীতে :৭৫, বাকরগঞ্জে ৭৮, নোয়াখালীতে ৫৮, যশোহর জেলায় ৬৬ নদীয়ায় ৬১ অংশ ধান্য উৎপন্ন হয়।

মৈমনসিংহ জেলায় বৎসরে যত ফসল উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ২০ ভাগ পাট, ঢাকায় ২৮ ত্রিপুরায় ২১ বাকরগঞ্জে ২০ ভাগ জন্মে।

বাংলা দেশে সমগ্র ভূভাগের শতকরা ৬৫ ভাগে চাষ আবাদ করা চলে তন্মধ্যে ৪৫'৫ অংশে চাষ হয়। বাঁকুড়া জেলায় শতকরা ৯০ ভাগ জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করা চলে। বাকরগঞ্জ জেলায় ৯১.১, মুর্শিদাবাদে ৮৯ রংপুরে ৮৬'৫ অংশ ভূমিতে আবাদ করা চলে।

বাঁকুড়া কৃষিক্ষেত্র।

বাঁকুড়া সহরের পশ্চিমে সরকারী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র। ইহার পরিমাণ ২৯ একর, তন্মধ্যে ২০ একর জমিতে চাষ হয়। ক্ষেত্রের চারিদিকে লোহার তার দিয়া বেড়া, এই হাতার জেলার কৃষি অফিসারের আবাসগৃহ, ৩ জন কৃষি প্রদর্শকের বাসগৃহ, গোশালা কৃষি অফিস প্রভৃতি অবস্থিত। একটী বৃহৎ কূপ আছে ইহার ব্যাস ১০ ফুট। ২টী জলাশয় আছে। এই কৃষি ক্ষেত্রে বুড়ি ধার আর গায়েব খেড়ো, কাম্বোভিয়া প্রভৃতি নানা জাতি তূলা চাষের পরীক্ষা হইতেছে। এই কৃষিক্ষেত্রে সরকার বার্ষিক ৩ হাজার টাকা ব্যয় করেন।

শাকশব্জী।

পল্লীগ্রামে জলাভাবের জন্য শাকশব্জীও উচ্চ মূল্যে বিক্রী হয়। বাঁকুড়া অপেক্ষা কলিকাতায় তরকারী সস্তা। ঝিঙ্গা, পরল, সজিনাশাক, পাটশাক, খাড়া আলাত কচু, পুঁইশাক, লাও, কুমড়া, ডিংলা, প্রভৃতি তরকারী ও উচ্চ মূল্যে বিক্রী হয়। কোথায় পল্লীগ্রাম হইতে সহরে তরকারী আমদানী হইবে না সহর হইতেই পল্লীগ্রামেই তরকারী রপ্তানী হয়। ফলে শাক শব্জী উচ্চ মূল্যে বিক্রী হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ হইতে প্রত্যহ পটল আমদানী

হয়। বৎসরে ৫০ হাজার টাকার পটল আমদানী হয়। পাটনা ও আরা হইতে ফুলকফি আমদানী হয়। বিহার হইতে গাড়ী গাড়ী পেঁয়াজ আমদানী হয়। বেগুনও বাহির হইতে আমদানী হয়। পল্লীগ্রামে ২।১০ জন লোককে খাওয়াইতে হইলে সহর হইতে তরকারী লইয়া যাইতে হয়। এ জেলায় এমন গ্রাম আছে যেখানে তরকারী চাষের কোন উপায় নাই। আলু, পেঁয়াজ, পোস্ত এ জেলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হয়। অন্য তরকারী বেশী দিন থাকে না কিন্তু এই তিনটী দ্রব্য অনেকদিন থাকে এজন্য পল্লীগ্রামের অধিবাসীরা এই তিনটী দ্রব্য বেশীর ভাগ খরিদ করে। বিহার হইতে আলু এবং যুক্তপ্রদেশ হইতে পোস্ত আমদানী হয়।

।

পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলায় প্রতি গ্রামে ইক্ষু চাষ হইত। এ জেলার উৎপন্ন গুড় হইতেই চিনি প্রস্তুত হইত। বাহির হইতে গুড় ও চিনি আমদানী হইত না কিন্তু এখন গয়া ও ভিজগপট্টম জেলা হইতে ভেলী ও চাকী গুড় আমদানী হইয়া সহর হইতে গ্রামে গ্রামে চালান হইতেছে। কলিকাতা হইতে জাভা চিনি আমদানী হয়। বৎসরে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার গুড় ও চিনি আমদানী হয়। এখন এ জেলা হইতে ইক্ষু চাষ উঠিয়া গিয়াছে, জলাভাবই ইহার প্রধান কারণ। চৈত্র মাসে ইক্ষু রোপনু হয়। পানীয় জলই পাওয়া যায় না, ইক্ষু চাষ করিবে কোথা হইতে? যদি এ জেলায় জলাশয়গুলির পঙ্কোদ্ধার হয় তবে আবার ইক্ষু চাষ হইতে পারে।

চীনাবাদাম।

পূর্ব্বে এ জেলায় চীনাবাদামের চাষ হইত না। কৃষি সমিতির উদ্যোগে এ জেলায় চীনাবাদামের চাষ প্রবর্ত্তিত হয়। ১৯১৫-১৬ সালে ৮ বিঘা, ১৯১৬-১৭ সালে ২২, ১৯১৭-১৮ সালে ১৩৬, ১৯১৮-১৯ সালে ২০৩, ১৯২০ সালে ৪০০, ১৯২০ ২১ সালে ৫০০, ১৯২১-২২ সাল ৫৭০, ১৯২২-২৩ সালে ৬৫০ বিঘা জমীতে

বাদাম চাষ হইয়াছে। বিষ্ণুপুর অপেক্ষা সদর মহকুমায় চাষ বেশী। ১৯২২-২৩ সালে সদর মহকুমায় ৫৫০ এবং বিষ্ণুপুর মহকুমায় ১০০ বিঘায় চীনাবাদামের চাষ হয়।

অতি অল্পায়াসে বিস্তৃত ডাঙ্গা পতিত জমিতে ইহার চাষ হয় এবং বিঘা প্রতি ৫/ ৭/ মণ ফসল হয়। শেয়াল কুকুরে ইহা বড়ই নষ্ট করিয়া দেয়, ইহার চাষ লাভজনক।

বাঁকুড়া জেলা কৃষি প্রধান। কৃষির মধ্যে ধানই প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন। এ ধান না জন্মিলেই এ জেলায় দুর্ভিক্ষ হয়, অনাহারে বহুলোক মারা যায়। এই ধানের উপর আমাদের সমস্ত নির্ভর করে। অন্নই আমাদের প্রধান খাদ্য, আমরা দুবেলাই ভাত খাই। ধান্য বিক্রয় করিয়া জমীদারকে খাজনা দিতে হয়, গ্রামের চৌকিদারী ট্যাক্স, মোকদ্দমা খরচ, কাপড়, তরকারী, লবণ, মশলা, তৈল, গুড়, চা চিনি, ঘৃত, জুতা জামা, ছাতা, জ্বালানী কাষ্ঠ, দড়া দড়ি, চাষের জন্য গরু, চাষের সরঞ্জাম, (গাড়ী, হাল, ফাল, কোদাল, মই, ইস, কাস্তে গাইতি, উলা) থৈল প্রভৃতি খরিদ করিতে হয়। পল্লীগ্রাম হইতে কোন কৃষক এক গাড়ী ধান বাজারে আনিয়া বিক্রয় করিয়া নানা দ্রব্য খরিদ করিয়া লইয়া যায়। এই রূপেই তার ধান্য বিক্রয় লব্ধ অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়। কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না। চাষের জন্য যে দড়াদড়ি আবশ্যক তাহাও সহর হইতে খরিদ করিতে হয়। পূর্ব্বে এক আনায় একসের শন পাওয়া যাইত এখন একসের শনের দাম ।৵০ আনা। অনেক গ্রাম হইতে শন ও পাট চাষ উঠিয়া গিয়াছে।

অন্যান্য জেলার তুলনায় এ জেলার জমি তত উর্ব্বরা নহে ; তদুপরি জলকষ্ট। এ জেলা ক্রমশঃ দেউলিয়া হইতেছে। এ জেলায় কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা অনেকেই ভাবিয়া দেখিতেছেন না।

দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত।

পূর্ব্বে এ জেলায় দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ঘোল পর্য্যাপ্ত মিলিত, দরিদ্রের গৃহেও দুধ হইত কিন্তু এখন ইহা দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। খাঁটী দুগ্ধ বিরল, একসের দুধের দাম ।০ ও ।/০ আনা। চর্ব্বি ও বাদাম তৈল মিশ্রিত ঘৃত এ জেলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। বিহার ও যুক্তপ্রদেশ ও মান্দ্রাজ হইতে হাজার হাজার টীন ঘৃত

আমদানী হইতেছে। মান্দ্রাজের আনকাপালী হইতে হাজার হাজার টীন বাদাম তৈল ও মিশ্রিত ঘৃত আমদানী হইতেছে। ট্যালো অয়েলেরও কাটতি কম নয়। এই সকল অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য অবাধে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হইতেছে। খাঁটী ঘৃত বিরল বলিলেও হয়।

মৎস্য ও মাংস।

এ জেলায় মৎস্য ও মাংস মহার্ঘ হইয়াছে। কলিকাতায় যে দরে মৎস্য বিক্রয় হয় অনেক সময় এখানে তদপেক্ষা উচ্চ মুল্যেও বিক্রয় হয়। কোন কোন সময় কোলাঘাট হইতে ইলিশ মৎস্য আমদানী হয়। কলিকাতায় যে দরে মাংস বিক্রয় হয় এখানে কোন কোন সময় তদপেক্ষা উচ্চ মূল্যেও বিক্রয় হয়। হাঁস ও মুর্গীর দাম চড়িয়াছে। ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে যে হাঁসটীর দাম চারি আনা ছিল, এখন সেইরূপ একটী হাঁসের দাম ১।০ ও ১৷৷০ টাকা। পূর্ব্বে পয়সায় ২টী হাঁস ডিম পাওয়া যাইত এখন একটী ডিমের দাম ৵১৫ ও ৵০ আনা, মুর্গী ও মুর্গীর ডিমের দামও এইরূপ চড়িয়াছে। পূর্ব্বে এক আনা দিলে একটী পায়রা মিলিত অধুনা একটি পায়রার দাম।০ ও।৵ আনা। কপোত, তিতির, খরগোস এখন দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শিল্প।

শিল্পজীবি—১৯২১ সাল।

কোন শিল্পের দ্বারা কত লোক প্রতিপালিত হয়, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল।

সুতার কাপড়	২৩৪৭৬	তামাক গাঞ্জা ও আফিম	১৬৯
রেশম কাপড়	৩২৪০	পরিচ্ছদ	৮৭৬৬
পাটের চট ইত্যাদি	১৯৭	দর্জ্জি	৭০৪৮
দড়ি সুতালী	৪৭৭	জুতা সেলাই	২৪৬২
কম্বল	৩৫৬	বস্ত্র পরিষ্কার	১৩৭৯
চর্ম্ম	৩২৪০	বাটী নির্ম্মাণ	১৬০০
শঙ্খ	১৩৯৪	চূণ প্রস্তুত	২১৩
কাষ্ঠ	১০৮৮৮	রাজমিস্ত্রী	১৩৮৭
কাঠ ফাড়াই	১৩০	মটর ও সাইকেল মেরামত	৪১
কুমার (ceramics)	৫৬৮৩	মালা প্রস্তুত	২৫৬২
মৃৎপাত্র প্রভৃতি	৪৯৫৩	স্বর্ণালঙ্কার	৬৯২৭
রং বার্ণিশ	৬১	ছাপাই	২০
তৈল	৪১১৪	নাপিত	৪২১১
ঝুড়ি, মাদুর, চাটাই ইত্যাদি	৭৫১০	ঝাড়দার	১৯৯
লোহার যন্ত্র পাতি	৪৬৪১	জলবাহক	১৯
পিতল কাঁসার বাসন	৭৮২২	গাড়োয়ান	৪৯৪৩
অন্যান্য ধাতু	৪৭	রাস্তা এবং বাটী নির্ম্মাণে	
ছুতারের কার্য্য	৩২৪৮	নিযুক্ত মজুর	৩০৭১

ধানভানা	১৪৯০৯	পাল্কীবাহক	৬৩০
ইট টালি	৭৩০	দ্বারবান	৯
খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত	১৪৯০৯	রেলের কার্য্যে	১৩৬৭
বিস্ফোটক প্রস্তুত	৭২	পোষ্ট অফিস	৫৫৩
চিনি গুড় প্রস্তুত	১০	মহাজনের গদিতে	৯৯১
সন্দেশ	১১৪০	রাস্তা নির্ম্মাণ	৪১

বস্ত্র।

বাঁকুড়া জেলায় সূতা, তসর, পাট ও রেশমের বস্ত্র তৈয়ার হয়। ধুতি, শাড়ী, গামছা, চাদর, জামার কাপড়, গায়ের চাদর, বিছানার চাদর, তাম্বুর কাপড় প্রভৃতি তৈয়ার হয়। বাঁকুড়া জেলার প্রস্তুত কাপড় বাংলার সকল জেলায় বিক্রয় হয়। আসামেও রপ্তানি হয়। বাঁকুড়ায় প্রস্তুত তসর ও পাটের কাপড়, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুনে রপ্তানি হয়। কলিকাতার অনেক মাহাজন সিংহলে রপ্তানী করেন। শিক্ষিত যুবকগণ এই কাজে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বাংলার বাহিরে কাপড়ের দোকান করিলে অনায়াসে অন্নের সংস্থান করিতে পারিবেন। বিদেশের মহাজনগণ কলিকাতায় বরাত দিয়া বাঁকুড়ার কাপড় খরিদ করেন, কিন্তু যদি বাঁকুড়ার শিক্ষিত যুবকগণ ভারতের বড় বড় সহরে এখানের কাপড় বিক্রেরর ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে বাঁকুড়ায় কাপড়ের চাহিদা বাড়ে। বাঁকুড়ার যে কাপড় ও বাসন বিদেশে বিক্রয় হয়, তাহাতে আমাদের নিজেদের কোন উদ্যম বা চেষ্টা নাই। যাহারা সংবাদ জানে বা যাহারা এখানের শিল্প বিক্রয় করিয়া লাভবান হইবার আশা করেন, তাহারাই লাভের আশায় বাঁকুড়ায় আসিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করেন। কিন্তু বাঁকুড়ায় নানাপ্রকার শিল্প দ্রব্য লইয়া বিদেশে যাইলে কাটতি বাড়ে অথবা কোন প্রকার দ্রব্য সেখানে বেশী বিক্রয় হয় তাহার সন্ধান লইয়া বাঁকুড়ার কারিকরের দ্বারা সেইরূপ দ্রব্য তৈয়ার করাইয়া লইয়া গেলে উভয়েরই লাভ।

বিদেশীর আবশ্যক অনুসারে বাঁকুড়ায় অনেক নূতন নূতন শিল্প তৈয়ার

হইতেছে। কিন্তু এ বিষয়ে বাঁকুড়ার লোকের কোন চেষ্টা বা উদ্যম নাই। সাধারণতঃ কারিকরেরা যে শিল্প তৈয়ার করে, তাহার চাহিদানা থাকিলে বিদেশীরা কোন নূতন শিল্পের বরাত করিলে, তখন কম মজুরিতেও তাহা তৈয়ার করিয়া দেয়।

কোন কোন গ্রামে সূতার কাপড় বিক্রয় হয়।

বাঁকুড়া, গোপীনাথপুর, রাজগ্রাম, ছাতনা, কেঞ্জাকুড়া, জামতড়া, হাপুন্যা, রাইপুর, শিমলা পাল, লক্ষীসাগর, খামারবেড়া, পাত্রসায়ের, সোণামুখী, কোতুলপুর, জয়পুর, মাছড়বা, তালভাঙ্গরা, পাচমুড়া কনেমারা।

তসর কাপড়—

কেঞ্জাকুড়া, সোণামুখী, রাজগ্রাম, গোপীনাথপুর, মাছডবা।

পাট ও রেশমের।

বিষ্ণুপুর, সোণামুখী, রায়বাঘিনী, পাত্রসায়ের।

কম্বল।

বাঁকুড়ার উপকণ্ঠে লোকপুর গ্রামে হিন্দুস্থানি আহির গোয়ালার বাস, ইহারা মেষ পালন করে। এই মেষের লোমে কম্বল তৈয়ার করে। যথেষ্ট পরিমাণে কম্বল তৈয়ার না হওয়ায় এখানের মেষ লোম মির্জাপুর ও গয়ায় রপ্তানী হয়। গয়া জেলায় যেরূপ কম্বল তৈয়ার হয়, এখানেও সেই প্রকার কম্বল তৈয়ার হয়। এখানের কম্বল নানা স্থানে রপ্তানী হয়, কলিকাতা সহরেও রপ্তানী হয়। চেষ্টা করিয়া এ জেলার প্রস্তুত কম্বলের কাটতি বাড়ান যায়।

পিতল ও কাঁসার বাসন।

বাঁকুড়া জেলার পিতল, কাঁসা, জার্ম্মাণ সিলভার ও রাং তামার বাসন ভারত বিখ্যাত। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোণামুখী এই তিন সহরে এবং বহু পল্লীতে এই শিল্প তৈয়ার হয়। আসাম, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোট নাগপুর, যুক্ত-

প্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, নেপাল, সিকিম, ভোটান ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে এই শিল্প বিক্রয় হয়; এই বাসন শিল্পের দ্বারা বহু লোক প্রতিপালিত হয়। সময়ে সময়ে পূর্ণ ওয়াগনে এই শিল্প রপ্তানী হয়। বাঁকুড়ার বাসন শিল্প কেবল বাঁকুড়ার নহে, ইহা সমগ্র বাংলার গৌরব। বাংলার বাহিরে সহরে সহরে এই শিল্পের দোকান করিলে বহু শিক্ষিত যুবকের অন্নের সংস্থান হয় এবং এই শিল্পেরও প্রসার হয়। বাঁকুড়া জেলার কাঁসার থালা, ডিশ, রেকাব, বাটী, পিতলের ঘড়া, বেটুয়া, গাড়ু, কাশীয়ান, মথুরাই, মুঙ্গেরী, নেপালী, নবী নগরী, কটকী, বীজপুরী, লোটা, রাং তামার ডিস, গেলাস, বাটী, জার্ম্মাণ শিল-ভারের ঘড়া, গাড়ু, ডিস রেকাব, গেলাস, বাটী, পিকদানী প্রভৃতি তৈয়ার হয়। পিতলের ঢালা পাই, দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতিও তৈয়ার হয়। কাঁসার করতাল, বাজনবাটা, কাঁসর, ঘণ্টা, বাদ্য ঘড়ি, গয়েশ্বরী, কাংসেশ্বরী, বালেশ্বরী বগী, পদ্মরেকাব, শানক বেলী প্রভৃতি তৈয়ার হয়। বাঁকুড়ার বাসন কলিকাতা, ঢাকা, মির্জাপুর প্রভৃতি সহরে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হয়। কর্ম্মকার ব্যতীত লোহার, বাগ্দী, শুড়ি কলু, সদ্গোপ, মুচী, বামন, গন্ধবণিক, সামন্ত প্রভৃতি অন্যান্য জাতিও এই বাসন তৈয়ার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। এ জেলার কোন কোন গ্রামে বাসন তৈয়ার হয়, তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল ;—

কেঞ্জাকুড়া, শুশুনিয়া, মুর্গাখোল, জিড়রা, ধবন, উখড়া, মগরা, কাদাশোল, কোঁচকুড়া, খাঁড়ারী, গদাড়ি, দেশুড্যা মালিয়াড়া, বেলিয়াতোড়, বাঁকী, হেল্লা, গুম্বাৎ, মল্যান লালবাজার, শ্যামনগর, লক্ষ্মীসাগর, পখুর‍্যা, জড়স্যা, চাবড়া, পাত্র-শায়ের, ময়নাপুর, বাঁকাদহ, অযোধ্যা, বায়বাঘিনী, বিরসিংহা, জগদল্লা, রসুনকুড়, চুয়ামুশন্যা।

লৌহ যন্ত্রপাতী।

বহু পল্লীতে দুই এক ঘর করিয়া কামারের, কৃষকদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতী তৈয়ার করিয়া দেওয়া, কোন যন্ত্র ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহা সারিয়া দেওয়াই ইহা-দের ব্যবসায়। পূর্ব্বে কামারেরা এই কার্য্য করায় কৃষকদের নিকট নির্দ্দিষ্ট

হারে ধান পাইত। টাকা পয়সার কোন লেন দেন ছিল না। ইহাতে যে কামারের এক কাঠাও জমি ছিল না, শীতকালে তাহারও ঘরে সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় ধান্য সঞ্চয় হইত। সাধারণতঃ এ জেলায় প্রস্তুত কোদাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মেদিনীপুর, মানভূম, রাঁচি ও বর্দ্ধমানে রপ্তানী হয়। কাদাশোল গ্রামে কোদাল তৈয়ার হয়। মগরা গ্রামেও কোদাল তৈয়ার হয়। মালাতোড় গ্রামে তালা ও নিক্তির কাঁটা তৈয়ার হয়। লক্ষীসাগরে পিতলের তালা তৈয়ার হয়। ইহা ব্যতীত টাংনী, গাঁইতি, শাবল, ফাল, শিকল, কুড়োল, টাঙ্গি, ছুরি, কাঁচি, খুর, খন্তা, বাটালী, হাওড়া শাঁড়াশি, খাবলা প্রভৃতি দ্রব্যও তৈয়ারী হয়। এ জেলার কারিকরেরা এ জেলার কৃষকের প্রয়োজনীয় যন্ত্র নির্ম্মাণে সমর্থ হওয়ায় বিলাতী যন্ত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আমদানী হয় এবং বিক্রয় হয়। শাসপুরের ছুরি, কাঁচি, খুর ভারত প্রসিদ্ধ; একটী ছোট বাক্সে ৫০০৲ কি ১০০০৲ টাকার জিনিষ যাইবে। উদ্যোগী যুবকগণ এই সকল দ্রব্য লইয়া সহরে সহরে ফিরি করিয়া বেড়াইলে তাহাদের নিজেদেরই অন্নের সংস্থান হয়। ভারতের সর্ব্বত্র ইহার যথেষ্ট কাটতি হয়। বিলাতী দ্রব্যের চেয়ে ইহা কোন অংশে হীন নহে।

কাষ্ঠ শিল্প।

এ জেলায় সুদক্ষ কারিকর আছে। চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল, আলমারী, ডেস্ক প্রভৃতি তৈয়ার হয়। বাঁকুড়া কলেজের সমস্ত কাঠের শিল্প এ জেলার কারিকরের দ্বারা প্রস্তুত। হারমোনিয়ামও তৈয়ার হয়। ঘোড়ার গাড়ী ও গরুর গাড়ীর চাকা তৈয়ার হয়। কৃষকের প্রয়োজনীয় হাল, মই, গাড়ী প্রভৃতিও তৈয়ার হয়। চাকার পাইএর অভাব হইয়াছে, সিংহভূম হইতে আমদানী করিতে হয়, বাক্স, সিন্দুক, পাল্কী প্রভৃতিও এ জেলায় তৈয়ার হয়। বিষ্ণুপুরে বিলাতী ধরণের খেলার সকল প্রকার কাষ্ঠের সরঞ্জাম তৈয়ার হয়। এই সকল দ্রব্য বিলাতী দ্রব্য অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। নানা প্রদর্শনীতে শিল্পীরা পুরস্কৃত হইয়াছে।

রেল কোম্পানীও গভর্ণমেণ্ট ইহাদের প্রস্তুত অনেক দ্রব্য খরিদ করেন। শিক্ষিত যুবকগণ ভারতের ছোট বড় সকল সহরে খেলোয়াড়দের নিকট এই সকল দ্রব্য লইয়া যাইলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিক্রয় হইবে। নিজেদেরও একটা সংস্থান হয়।

মালা।

বাঁকুড়া জেলার বহু পল্লীগ্রামে তুলসী ও কাঠের মালা তৈয়ার হয়। সাধারণতঃ বৈষ্ণবেরাই এই মালা তৈয়ার করে। স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা সকলেই বিনা মূলধনে ঘরে বসিয়া এই মালা তৈয়ার করে। ইহার জন্য বেশী যন্ত্রপাতির আবশ্যক হয় না। ভিক্ষুকের স্বাবলম্বী হইবার সহজ উপায়। অসহায়া বিধবাদেরও স্বাবলম্বী হইবার অন্যতম উপায়। বৎসরে প্রায় ৫০ হাজার টাকার মালা বাহিরে রপ্তানী হয়। বাংলার সকল জেলায়, আসাম, গয়া, দেওঘর, পাটনা, দ্বারভাঙ্গা, কাশী, এলাহাবাদ অযোধ্যা মথুরা বৃন্দাবন হরিদ্বার, পুষ্করনাথ দ্বারপুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানে এই মালা সর্ব্বসময়েই বিক্রয় হয়। কলিকাতার দোকানে ও বাঁকুড়া জেলার মালা বিক্রয় হয়। ইহা অতি পরিতাপের বিষয় যে সামান্য ব্যবসাটীও মাড়য়ারী গ্রাস করিয়াছে। দরিদ্র কারিকরেরা তাহাদের অন্নসংস্থানের জন্য মাড়ওয়ারীর কৃপাপ্রার্থী। মাড়ওয়ারী এই ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে।

তামাক ও বিড়ি।

বিষ্ণুপুরের অম্বরী তামাক ভারত প্রসিদ্ধ। ইহার নূতন করিয়া পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। যখন বাঁকুড়া জেলায় রেল হয় নাই তখনই ইহা ভারতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। প্রায় সকল সহরেই এই তামাক রপ্তানী হয়। বাঁকুড়া সহরে অনেকগুলি বিড়ির কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এগুলিতে জোরের সহিত কাজ চলিতেছে। নাগপুর হইতে গাড়ী গাড়ী বিড়ি আমদানী হয়। বিড়ির কারখানাগুলি আমদানী হ্রাস করিতে পারে নাই। বিড়ির কারখানাগুলিতে

অনেক গরীবের অন্নের সংস্থান হয়। স্ত্রীলোকেরাও বিড়ি তৈয়ার করিতেছে। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীলোক, বাটীর ঝি চাকর দ্বারা কারখানা হইতে দ্রব্য আনাইয়া বাটীতে বসিয়া বিড়ি তৈয়ার করিয়া আবার ঝি চাকর দিয়া কারখানায় পাঠাইয়া দিতেছে। ঘরে বসিয়া থাকা অপেক্ষা একাজ করাও ভাল। অবসর সময়ে ইহা তৈয়ার করিয়া প্রত্যেকে দৈনিক ।৵০ ও ৸০ আনা উপার্জ্জন করিতেছে। এই কাজে বেশী পরিশ্রমের আবশ্যক হয় না। অলসেরাও অনায়াসেই এই করিতে পারে। বাঁকুড়ায় আরও বিড়ির কারখানা হওয়া দরকার। যা বাহির হইতে বিড়ি আমদানী বন্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন।

বাঁকুড়া সহরেও তামাক তৈয়ার হয়। তবে ইহা বিষ্ণুপুরের মত নহে। এই তামাকের দর কম বলিয়া ইহার যথেষ্ট কাটতি আছে। মোড়কে পুরিয়া দোক্তা বিক্রয় হয়। বিড়ির কারখানায় এই দোক্তাও তৈয়ার হয়, ব্যবহারে এই দোক্তা ভাল।

এ জেলায় অনেকে জর্দা ব্যবহার করেন। যুক্তপ্রদেশ হইতে এই জর্দা আমদানী হয়। এখানে জর্দা তৈয়ার করিলে তাহার যথেষ্ট কাটতি হইবে। কোন উদ্যোগী যুবক যুক্তপ্রদেশে যাইয়া জর্দা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া এখানে কারখানা খুলিলে লাভবান হইবেন।

চর্ম্মশিল্প।

বাঁকুড়ার লালবাজার ও নূতন চটীতে বিলাতী ধরণের উৎকৃষ্ট জুতা তৈয়ার হয়। বিলাতী, মান্দ্রাজী, পাঞ্জাবী, কানপুরী ও দেশী চামড়ায় ইহারা জুতা তৈয়ার করে। অনেক ইউরোপীয় ইহাদের তৈয়ারী জুতা ব্যবহার করেন, বাঁকুড়ার জুতা কলিকাতা, মেদিনীপুর, খড়্গপুর, জামশেদপুর, পুরুলিয়া, রাঁচী, ঝরিয়া প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হয়। পূর্ব্বে এজেলায় চামড়ার ব্যবসায় বাঙ্গালী মুসলমানের হাতে ছিল, পাঞ্জাবী মুসলমান উহা গ্রাস করিয়াছে। মুচিদিগকে উহারাই চামড়া সরবরাহ করে, মোটা লাভটা উহারাই করিয়া লয়। তাহাদের চেষ্টায় এজেলার জুতা পাঞ্জাবেও যাইতেছে।

কতুলপুর অঞ্চলে অনেক মুচি আছে, তাহারা চামড়া ঘরে কশ করিয়া তাহাতে ভাল জুতা তৈয়ার করে। এই সকল জুতা লইয়া বাহিরে নানাস্থানে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। কলিকাতায় এই জুতা বিক্রয় হয়। কলিকাতার ঠনঠনিয়ায় কতুলপুর অঞ্চলের অনেক মুচি কাজ করিতেছে। চামড়া কশ করিবার সকল উপকরণই এ জেলায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এ জেলার মহিষের চামড়ায় ভাল শোল তৈয়ার হয়। উহা জলন্ধরের শোল চামড়া অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। চেষ্টা করিলে এই চর্ম্মশিল্পের দ্বারা বহুলোক প্রতিপালিত হয়। চামড়ার মণিবেগ প্রভৃতিও তৈয়ার হইতেছে।

খদ্দর ও চরকা।

বাঁকুড়া জেলার অধুনা প্রায় ৬৩০০ বিঘা জমিতে তুলার চাষ হয়। চেষ্টা করিলে তুলার চাষ বাড়ান যায় তাহাতে অন্য কোন শস্যের হানি হইবে না কেবল আমাদের কতকটা আলস্য ত্যাগ করিলেই হইল। এ জেলার লেপের জন্য বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ অথবা যুক্তপ্রদেশ হইতে তুলা আমদানী হয় তাহা এখানে টাকায় /১ /১৷০ /১৷৷০ হিসাবে বিক্রয় হয়। চরকার জন্য তুলা ২৲ টাকায় /১ সের বিক্রী হয়। বাহির হইতে তুলা আনাইয়া চরকায় সূতা কাটিলে কোন ফল হইবে না। ইহাতে লোকসান ব্যতীত লাভ নাই। তুলা এখন মহার্ঘ হইয়াছে এই উচ্চ মূল্যে তুলা খরিদ করিয়া চরকায় সূতা কাটিতে উপদেশ দেওয়া সঙ্গত নহে। প্রথম প্রথম সূতা যদি খুব মোটা হয় এবং সে সূতায় যদি কাপড় তৈয়ার না হয়, অথবা নষ্ট হয় তবে অত্যন্ত ক্ষতি হইবে। ছুতারের ছেলে তাহার বাবা, দাদা অথবা কাকার সহিত কাজ করিতে করিতে পরে ভাল কাজ শিখে, যদি সে দৈবাৎ কোন কার্য্য নষ্ট করিয়া ফেলে তবে তাহার অভিভাবকেরা ঠিক করিয়া লয়। দর্জির ছেলে তাহার আত্মিয়ের নিকট সেলাইএর কাজ শিখে, ময়রার ছেলে তাহার অভিভাবকের নিকট কাজ শিখে। আজ কাল চরকার সূতাকাটা শিখাইবার অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব। এ জেলার কৃষকেরা জ্যৈষ্টমাসে আবাদী

জমিতে সার দেয়, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসের অর্দ্ধেক মাঠে কাজ করে। পরে মধ্যে মধ্যে ঘুরিয়া কোন জমির কি অবস্থা তাহা দেখিয়া আসে। আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসের মধ্যে আউশ ধান্য কাটিয়া আনে। অগ্রহায়ণ মাসে হৈমন্তিক ধান্য কাটে এবং পৌষ মাসে তাহা আছড়াইয়া লয়। মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ চারি মাস বেকার বসিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও পৌষ মাসেও অনেক দিন বসিয়া থাকে। আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য অথবা জলের অভাব হইলে কিংবা লোক না পাইলেও ২।৪ দিন বসিয়া থাকিতে হয়। যাহাদের আবাদী তাহাদের রোপন কার্য্য শেষ হইলে এবং অগ্রহায়ণ মাসে ধান্য ছেদন শেষ হইলে আর কোন কাজ থাকে না। খুব কম করিয়া দেখিলেও এ জেলার কৃষকেরা বৎসরে ৯ মাসের কম আলস্যে দিন কাটায় না। যদি সকলেই সামান্য জমিতে কার্পাস চাষ করে এবং ঘরে চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে প্রথম প্রথম যদি সে সূতা ভাল না হয় অথবা তূলা নষ্ট হয় তাহা হইলে যে ক্ষতি হয় সে ক্ষতি কৃষকের গায়ে লাগে না। দরিদ্র কৃষক যদি বহু কষ্টে অথবা ধান্য বিক্রয় করিয়া টাকা দিয়া এক বৎসর তূলা খরিদ করে এবং দৈবাৎ যদি সে সেই তূলায় সূতা কাটিতে না পারে তাহা নষ্ট হয়, তবে তাহাতে তাহার ক্ষতি হইল সে আর কখনও সূতা কাটিতে রাজি হইবে না। কারণ টাকা সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে সোজা কথা নয়। এটী তাহার পক্ষে কত কষ্টকর তাহা আমাদের কল্পনায় আসে না। তাহার সে তূলা কোথায় পাইবে তাহাকে এই তূলার জন্য বাঁকুড়া আসিতে হইবে। তাহাকে তাহার স্বগ্রাম হইতে সহরে আসিয়া তূলা খরিদ করিতে হইবে যদি সহরে তাহার কোন কাজ না থাকে তবে এই তূলা কিনিবার জন্যই আসিতে হইবে। যদি কংগ্রেস গ্রামে গ্রামে তূলা সরবরাহের ব্যবস্থা করেন তবে কয়টী গ্রামে করিবেন এবং তাহার ব্যয়ভার কে বহন করিবে? এ ব্যবস্থা ও ব্যয় বাহুল্য। কিন্তু যদি তাহার নিজের জমিতে তূলার চাষ হয় এবং সে অবসর সময়ে সূতা কাটে যদি কতক তূলা নষ্ট হয় তবে ইহাতে যে ক্ষতি হইবে তাহা তাহার গায়ে লাগিবে না। প্রথম প্রথম যে সূতা হইবে তাহাতে যদি কাপড় তৈয়ার না হয়, তবে সেই সূতায় তাহার অন্য কাজ হইবে। যাহাতে প্রত্যেক গ্রামে তূলার চাষ হয় প্রথমে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে তূলার

চাষ হইলেই চরকায় সুতা হইবে। এ জেলায় তাঁতির অভাব নাই চরকায় সুতা হইলে অনায়াসে কাপড় তৈয়ার হইবে। এ জেলায় পল্লীগ্রামে অধিবাসীর সংখ্যা ৯৬৫৪৮৭ ইহার মধ্যে যাহাদের বয়স ১০ বৎসরের কম তাহাদিগকে বাদ দিলে, ৭ লক্ষ নরনারী যদি বৎসরে ৬ মাস সূতা কাটে, তাহা হইলে যে সূতা উৎপন্ন হইবে তাহাতে এ জেলার প্রয়োজনীয় কাপড় তৈয়ার হইয়া উদ্বৃত্ত থাকিবে এবং তাহা অন্য জেলায় রপ্তানী হইতে পারে। চট্টগ্রাম অথবা ঢাকার কিম্বা খাদিপ্রতিষ্ঠানের তৈয়ারী খদ্দর এজেলায় আমদানী করিয়া তাহা লোককে খরিদ করিতে অনুরোধ করা সঙ্গত নয়। এই সকল স্থান হইতে খদ্দর আমদানী করিতে রেলমাশুল ব্যয়, টাকা পাঠাইবার খরচ, ডাক খরচ প্রভৃতি নানা খরচ আছে তাহা ব্যতীত উহা গ্রামে গ্রামে বিক্রয়ের বন্দোবস্তের ঝঞ্ঝাট আছে। যে সকল জমী অনাবাদী পড়িয়া আছে তাহাতে কাপাস চাষের ব্যবস্থা করিয়া যাহারা বৎসরে ৬ মাস আলস্যে বসিয়া আছে তাহাদের দ্বারা সুতা কাটাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না। অন্য পক্ষে এ জেলায় বৎসরে ৮০ লক্ষ টাকা লাভ হইবে। প্রত্যেক জেলায় এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে যে সকল মাড়ওয়ারী মাঞ্চেষ্টার হইতে বাংলায় কাপড় আমদানী করিয়া আমাদিগকে বিক্রয় করিয়া লক্ষপতি হইতেছে তাহাদিগকে অর্থোপার্জ্জনের অন্য পন্থা দেখিতে হইবে। জেলায় জেলায় এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে সহরে সহরে বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য পিকেটীংএর বন্দোবস্তও করিতে হইবে না। তাঁহারা বিলাত হইতে যেমন কাপড় আমদানী করিতেছে করুক। প্রত্যেক গ্রামের প্রয়োজনীয় কাপড়ের তূলা যাহাতে সেই গ্রামেই জন্মে· সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চরকা ও তাঁতের প্রস্তাব ভারতের অন্য সকল প্রদেশেই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছে এই জন্য যে তাহাদের দেশে যথেষ্ট তুলা উৎপন্ন হয়। তূলার অভাবেই বাংলাদেশ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে নাই। ঐ সকল প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায় তূলার দর বেশী। আমরা যদি গ্রামে গ্রামে তূলার চাষ করিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় কাপড় তৈয়ার করিয়া লইতে পারি তবে মাড়ওয়ারীর দোকানে কাপড় স্তূপীকৃত হইয়া থাকিবে। তাহার কাপড় বিক্রয় না হইলে সে বিলাতে কাপড়ের বরাত পাঠাইবে না। বিলাতী বা মিলের কাপড় অপেক্ষা খদ্দরের দাম বেশী। বেশী দাম দিয়া

খরিদ করা বহু লোকের পক্ষে অসাধ্য। আলস্য দূর করিতে পারিলে কাপড়ের জন্য ধান চাল বেচিতে হইবে না। আলস্যই বাঙ্গালীর শত্রু ও অধঃপতনের মূল কারণ। সর্ব্বাগ্রে এই আলস্য ত্যাগ করিতে হইবে। বাংলায় যাহারা শিক্ষিত ও উচ্চজাতি বলিয়া স্পর্দ্ধা করে তাহারাই দেশের সর্ব্বনাশের কারণ তাহাদের ঘরে বিলাতী দ্রব্য যে ভাবে প্রবেশ করিয়াছে "অনুন্নত" জাতির মধ্যে সেভাবে প্রবেশ করিতে পায় নাই। তথাকথিত অনুন্নত জাতি তাহাদের দেখাদেখি বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। তাহারা বিলাতী মিহি কাপড় পরিয়া আপনাদিগকে "সুসভ্য" জ্ঞান করিয়া, যাহারা মোটা কাপড় পরিত তাহাদিগকে "অসভ্য" "চাষা" "পাড়াগেঁয়ে" প্রভৃতি উপাধি প্রয়োগ করিয়া উপহাস করিয়া আনন্দ অনুভব করিত। যদি কোন যজমান শিষ্য কি ছাত্র মুর্খ ব্রাহ্মণ পুরোহিত গুরু কি শিক্ষককে মোটা কাপড় উপহার দিয়াছে তাহা সেই মুর্খ দেশদ্রোহী ঘৃণাভরে তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে ও অকথ্য ভাষায় গালি দিয়াছে। যাহারা দেশে নেতৃস্থানীয় তাহারাই আমাদের অধঃপতনের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিয়াছেন। ধন্য বাংলা দেশ। যে সকল কুলাঙ্গার বাস ভূমির অধঃ-পতনের মুল কারণ যাহারা স্বহস্তে সম্মার্জ্জনী হস্তে আমাদের জাহান্নামের পথ পরিস্কার করিয়া দিয়াছেন তাহারাই "দেশপূজ্য" "সর্ব্বজনমান্য নেতার" আসন অধিকার করিয়াছিলেন।

আজ যাহারা স্বরাজ স্বরাজ বলিয়া চিৎকার করিতেছেন তাহারাই বিলাতী দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা এখনও তাহারা যত বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করেন বাংলার অনুন্নত জাতি তত খরিদ করে না। ইহা সত্য যে বাংলার দরিদ্র অনুন্নত জাতি বিলাতী দ্রব্য খরিদ করিবার পয়সা তাহাদের নাই। কিন্তু যাহারা বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করে তাহারাই এই অশিক্ষিত দরিদ্রদের শোণিতসম অর্থ শোষণ করিয়া সেই অর্থেই বিলাসিতায় হাবুডুবু খাইতেছে ও দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে।

যাহারা বিলাতী দ্রব্য প্রচলনের পথ প্রদর্শক সর্ব্বাগ্রে তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। তাহাদের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলেই দেশের শ্রী ফিরিয়া আসিবে। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক সর্ব্বাগ্রে তাহাদের গৃহে চরকার প্রচলন করুন। তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে বিলাতী কাপড় ত্যাগ করিয়া

খদ্দর ব্যবহার করুন তাহাদের নিজেদের মধ্যে যেন কেহ বিলাতী কাপড় ব্যবহার না করেন তাহার বন্দোবস্ত করুন। উকিল, মোক্তার তাহাদের মক্কেলকে এবং ডাক্তার তাঁহার রোগীকে তুলা চাষ করিতে বলুন। তুলার বীজ সংগ্রহ করিরা দিউন। তাহাদের ফী বাবৎ সময়ে সময়ে টাকা না লইয়া তাহাদের নিকট তুলা লইবার ব্যবস্থা করুন। যাহাতে তাহারা তুলা চাষ করে সে জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করুন। আদালত বন্ধের সময় তাহারা গ্রামে গ্রামে যাইয়া তুলা চাষের বন্দোবস্ত করুন। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করিলে অনুন্নত সম্প্রদায় সহজেই বিলাতী বস্ত্র বর্জ্জন করিবে। এজন্য কোন আন্দোলন করিতে হইবে না।

খদ্দরের উপকারিতা এখনও অনেকে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। বিলাতী বস্ত্র অপেক্ষা খদ্দর বেশী দিন যায়। খদ্দর পরিধান করিলে মনে যে আনন্দ হয় বিলাতী বস্ত্র কি মিলের কাপড়ে তাহা হয় না। খদ্দর শীত নিবারক; পৌষ মাসে বিলাতী গেঞ্জি, বিলাতী কাপড়ের কামিজ, কোট এই তিন প্রকার জামা, পায়ে মোজা এবং একটা ৫০৲ ৮০৲ কি একশত টাকার শাল গায়ে দিলেও উন্মুক্ত স্থানে, রেলষ্টেশনে কি রেলগাড়ীতে শীতনিবারণ হয় না। কিন্তু যদি খদ্দরের ধুতি জামা ও চাদর ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে গরম বোধ হইবে। আমরা পৌষের শীতে রাত্রে রেল ষ্টেশণে থাকা কালে এবং রেলে যাইবার সময় ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি। খদ্দর ব্যবহার করিলে শীতকালে বহুমুল্য গরম কাপড়ের আবশ্যক হয় না। মধ্যরাত্রে আমাদিগকে গায়ের কাপড় খুলিয়া দিতে হইয়াছিল এবং রেলের জানালাও খুলিয়া দিতে হইয়াছিল। বিলাতী কাপড়ে লেপ ও বালিশ তৈয়ার করিলে শীতকালে উহা ঠাণ্ডা হইয়া যায় উহার উপর বিলাতী চাদর পাতিলে উহাও শীতল হয় কিন্তু খদ্দরের কাপড়ের লেপ, বালিশ তৈয়ার করিলে শীতকালে উহা ঠাণ্ডা হয় না। বিলাতী কাপড় ছিড়িয়া গেলে তাহাতে কোন কাজ হয় না কিন্তু খদ্দরের ধুতি, শাড়ী ছিড়িয়া গেলে তাহাতে কাঁথা তৈয়ার হয়। খদ্দর আমাদের স্বাস্থ্যের সহায়ক; যাহারা রোগগ্রস্থ, যাহারা ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে, যাহাদের শরীর দুর্ব্বল তাহারা বিলাতী বস্ত্র ত্যাগ করিয়া খদ্দর ব্যবহার করিলে ইহার প্রত্যক্ষ ফল পাইবেন; বিছানাও খদ্দরের হওয়া চাই।

খদ্দর আমাদের লজ্জা নিবারক। স্ত্রীলোকদের শাড়ী পড়িলে আর জামার আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোকেরা মিহি কাপড় পড়িলে তাহাদের সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকেরা বাহিরে যাইলে জামা পরেন, ঘরেও অনেকে জামা ব্যবহার করে কিন্তু যাহারা পর্দ্দায় বাস করে গ্রীষ্মকালে তখন তাহারা বিলাতী মিহি শাড়ী পরিয়া থাকে। বাহিরের কেহ দেখিতে না পাইলেও তাহাদের বাড়ীর পাচক, ভৃত্য ও পুরুষেরা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে পায় ইহাতে তাহাদের লজ্জা বোধ হয় না। পল্লীগ্রামে বামুন কায়েৎ বদ্দীর মেয়ে বিলাতী মিহি শাড়ী পরিয়া যখন পুকুরে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী আসে তখন রাস্তার লোক তাহার সর্ব্বাঙ্গ দেখিতে পায় ইহাতে তাহার লজ্জা বোধ হয় না।

গুজরাটের আহম্মদাবাদ বয়ন শিল্পের কেন্দ্রস্থল। গুজরাটে অনেকগুলি কাপড়ের কল আছে। এই সকল কলের কাপড় ভারতবর্ষের নানা স্থানে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে রপ্তানি হয়। বস্ত্রের জন্য গুজরাট পরমুখাপেক্ষী নহে। গুজরাটের ভাটীয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন। গুজরাট প্রদেশ বাংলার একটী বিভাগের সমান, গুজরাটের লোকসংখ্যা বাংলার একটী বিভাগের জনসংখ্যার সমান। ব্যবসা বাণিজ্যে বাঙ্গালীরা ভাটীয়াদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। গুজরাটে যেরূপভাবে চরকা প্রচলন হইয়াছে ভারতের আর কোন প্রদেশে সেরূপ হয় নাই। গুজরাটের প্রত্যেক গৃহেই চরকা দৃষ্ট হয়। কিছুদিন পরে এইরূপ হইবে গুজরাটীরা সকলেই খদ্দর ব্যবহার করিবে এবং কলের কাপড় বাহিরে বিক্রয় করিবে। গুজরাটের পরেই অন্ধ্রপ্রদেশ, এখানেও চরকার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এ বিষয়ে বাংলারই অগ্রণী হওয়া উচিত ছিল কিন্তু বাংলাই পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অমৃতবাজার পত্রিকার স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয় ঘরে ঘরে চরকা প্রচলনের ও তুলা চাষের বিস্তারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রস্তাব মত কার্য্য হইলে বাঙ্গালী এত দিন স্বাবলম্বী হইত। বিশ বৎসর বৃথায় ব্যয়িত হইল। বস্ত্র সমস্যায় স্বদেশীর পূর্ব্বে আমরা যেমন ছিলাম এখনও তেমনি আছি।

সপ্তম অধ্যায়।

বাণিজ্য

বাঁকুড়া এখন সর্ব্ববিষয়ে পরমুখাপেক্ষী। আমাদের প্রয়োজনীয় গুড় মান্দ্রাজ বিহার হইতে আমদানী হয়। ডাল—বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ হইতে আসে। আলু, লঙ্কা, পেঁয়াজ, হলুদ, জীরা, ধন্যা, গুঁজা, সরিসা, তিল, খৈল, সুপারী, ঘৃত, তৈল, তামাক, ময়দা, গম ও যব প্রভৃতি দ্রব্য বাহির হইতে আমদানী হয়। নেপাল, যুক্তপ্রদেশ ও গা-টুর হইতে ঘৃত আসিতেছে। মান্দ্রাজের আনাকাপালী হইতে বাদামতৈল মিশ্রিত ঘৃত প্রভূত পরিমাণে আমদানী হইতেছে। ভেজাল ঘৃত ও তৈল যথেষ্ট পরিমানে বাজারে বিক্রয় হয়। পাঞ্জাবের গোয়ালপুর, দিল্লী ও কানপুর হইতে ময়দা আসিতেছে। আগ্রা হইাত জীরা আমদানী হইতেছে। কলিকাতা হইতে চিনি, মিছরী, কেরোসিন তৈল, লবণ, বাতি, কাগজ প্রভৃতি আমদানী হইতেছে। বৎসরে প্রায় দুইলক্ষ টাকার গুড় বাহির হইতে এ জেলায় আমদানী হইতেছে। নাগপুর গণ্ডিয়া হইতে গাড়ি গাড়ি বিড়ি আমদানী হইতেছে।

লোহার যন্ত্রপাতি, লোহার কড়ি, করুগেটের শীট, ষ্টেশনারী দ্রব্য চুড়ি পান, ফল, তরিতরকারী প্রভৃতি বাহির হইতে আমদানী হয়। ষ্টিলট্রাঙ্ক, কষকরা চামড়া,জুতা, কাঠের শ্লিপার, লীঘা, হাল, পাই প্রভৃতি দ্রব্য বাহির হইতে আনিতে হয়। পূর্ব্বে এ জেলার প্রয়োজনীয় পান এ জেলাতেই জন্মিত কিন্তু এখন অনেক বরোজ বন্ধ হইয়াছে। বৎসরে প্রায় লক্ষ টাকার পান আমদানী হয়। বিহার মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যা হইতে আম আসে। আজিমগঞ্জ হইতে পটল আসে, পাটনা ও আরা হইতে ফুলকপি, কাশী হইতে কুল পেয়ারা, কলিকাতা হইতে কাগজী, লেবু, কলা, ডাব, আনারস, আঙ্গুর, খেজুর, কিস্‌মিশ, পেস্তা বেদানা, সাবু, বার্লি প্রভৃতি দ্রব্য আসে। ঝরিয়া হইতে কয়লা আসিতেছে। এ জেলার গোমহিষে চাষ হয় না। বাহির হইতে আমদানী করিতে হয়।

বৎসরে যে সকল দ্রব্য এজেলায় আমদানী হয়, তাহার মূল্য দুইকোটী টাকার

কম নহে। কুইনাইন ও ঔষধ কলিকাতা হইতে আসে। চাষের ধান বিক্রয় করিয়া প্রতিবৎসর দুইকোটি টাকা যোগান দিতে হয়। ইহা বাদে আদালতের মামলা মকদ্দমা, জমিদারের খাজানা, চিকিৎসায় ব্যয় আছে। এসকলই চাষের উপর নির্ভর করিতেছে। চাষ ব্যতীত আয়ের আর কোন উপায় নাই। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এ জেলার অবস্থা এত শোচনীয় ছিল না। তখন প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই এ জেলায় পাওয়া যাইত।

প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য এজেলায় উৎপন্ন হইত। প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যও এ জেলাতেই জন্মিত। যে বাঁকুড়া একদিন স্বাধীন ছিল বাহিরের কোন দ্রব্যের সাহায্যের অপেক্ষায় ছিল না, প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই এ জেলায় উৎপন্ন হইত; আজ সেই বাঁকুড়া দারিদ্র্যের লীলাভূমি দুর্ভিক্ষ রাক্ষসীর অভেদ্য দুর্গ। মেলেরিয়ার আবাসস্থল। যে বাঁকুড়ার লোক অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট কাহাকে বলে জানিত না, আজ সেই বাঁকুড়ায় গ্রামে গ্রামে অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট। মাঘ মাসেই বহু গ্রামে পানীয় জলের অভাব হয়। শিশুদিগকে বাদ দিলে প্রায় আটলক্ষ লোক কাপড় পরে। বালক বালিকা ও প্রৌঢ়া সকলের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য যদি গড়পড়তা বৎসরে ৮৲ টাকার কাপড় ধরা হয় তবে প্রতিবৎসরে ৬৪ লক্ষ টাকার কাপড় প্রয়োজন হয়। সাঁওতাল বাউরী প্রভৃতি জাতির মধ্যে কম কাপড় বিক্রয় হইলেও অবস্থাপন্ন ও উচ্চ জাতির মধ্যে বেশী টাকার কাপড় আবশ্যক হয়। ধুতি, চাদর, শাড়ি, জামা, গামছা, গায়ের কাপড়, বিছানার কাপড়, নিমন্ত্রনে লৌকিকতা, পূজার পার্ব্বনী, কুটুম্ব বিদায়, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, সাধভক্ষণ, অন্নপ্রাশন, প্রভৃতি ধরিলে এবং উচ্চ জাতিগুলির মধ্যে আজকাল কাপড়ের জন্য কিরূপ অর্থব্যয় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই অনুমান হয় যে, বাঁকুড়া জেলায় বৎসরে ৮০ লক্ষ টাকার কাপড় আবশ্যক। এই ৮০ লক্ষ টাকার মধ্যে এজেলায় ২০ কি ২১ লক্ষ টাকার কাপড় উৎপন্ন হয়। ৬০ লক্ষ টাকার বিলাতী কাপড এ জেলায় প্রতি বৎসর বিক্রয় হয়। যে দশ লক্ষ টাকার কাপড় এ জেলায় উৎপন্ন হয় তাহার প্রয়োজনীয় সূতা সমস্তই বোম্বাই মিলের। জাপানী ও বিলাতী সূতাও আমদানী হয়। এ জেলার তাঁতিরা বাহিরের সুতার কাপড় তৈয়ার করিয়া মজুরীর স্বরূপ কিছু বাণী পায় ইহাই এ জেলার লভ্য। ৬০ লক্ষ টাকার কাপড়ে বিলাত হইতে জাহাজের ভাড়া,সরকারের ডিউটী, (কর) কলিকাতায় ইংরাজ ও মাড়ওয়াড়ী বণিক ও দালালের আয় উড়িয়া

মুটের মজুরী, ব্যাঙ্কের দাস্তরী, রেল মাশুল, মাল আনিবার জন্য দোকানদারের কলিকাতায় যাতায়াত খরচ, গো-গাড়ী ভাড়া, ডাক খরচ, কলিকাতায় টাকা পাঠাইতে ইন্‌সিওর খরচ প্রভৃতি সমস্তই দরিদ্র বাঁকুড়া বাসীদিগকে বহন করিতে হয়। তদুপরি স্থানীয় মহাজনের লভ্য আছে। দরিদ্রের দৌলতে কত লোক ধনী হইতেছে, কত লোক প্রতিপালিত হইতেছে। আমাদের বাঁকুড়া জেলায় প্রয়োজনীয় বস্ত্র যদি আমরা ঘরে তৈয়ার করিতে পারি বা বাহির হইতে না আনি তবে বৎসরে ৮০ লক্ষ টাকা আমাদের ঘরে থাকিবে। বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার সুতা এ জেলায় আমদানী হয়, ইহার মধ্যে একজন মাড়ওয়াড়ীই প্রায় ৭ লক্ষ টাকার সুতা আমদানী করে। এ জেলার সুতার ব্যবসা মাড়য়ারীর হাতে। মেদিনীপুর জেলা হইতে নিয়মিতভাবে পান আমদানি হইতেছে। আমাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র তৈয়ার করিতে পারিলেই আমরা দারিদ্র্যের কবল হইতে রক্ষা পাইব। একটী জেলায় বৎসরে ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় সহজ নয়।

কোন পল্লীগ্রামে বিবাহ কি শ্রাদ্ধ বাটীতে প্রয়োজনীয় সমস্ত দ্রব্যই সহর হইতে খরিদ করিতে হয়। পল্লীগ্রামের লোক সহরে আসিয়া পাট ও শন খরিদ করিয়া লইতেছে। আলু, বেগুন, পটল, খাড়া, শাক প্রভৃতি দ্রব্যও খরিদ করিয়া লয়। পল্লীগ্রাম সমূহ হইতে কোথায় সহরে তরি তরকারী আমদানী হইবে, না সহর হইতেই পল্লীগ্রামে এই সকল দ্রব্য যাইতেছে। ইক্ষুদণ্ড অপ্রাপ্য ও অদৃশ্য হইতেছে। বহু পল্লীগ্রামের অধিবাসী সহর হইতে ইক্ষুদণ্ড খরিদ করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করে। পাটশাক ও সজিনাশাক উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। ঝিঙ্গা পটল ও আলুর দরে বিক্রয় হয়। কলিকাতা অপেক্ষা বাঁকুড়ায় তরি তরকারী শাকশবজী ও আপেলের দর বেশী। ষষ্ঠী পূজার জন্য সহর হইতে ফল খরিদ করিয়া লইতে হয়। মধ্যে মধ্যে কোলাঘাটা হইতে ইলিশ মাছ আমদানী হয়। বাঁকুড়া অপেক্ষা কলিকাতায় মৎস্য সস্তা। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও পিয়ার ডোবা হইতে কলিকাতায় ছানা রপ্তানী হয়।

বাঁকুড়া জেলার উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে কোন কোন গ্রামে লাক্ষার চাষ হয়। লাক্ষার চাষ লাভজনক। পলাশ, কুসুম, কুল, সিধা ও অড়হর গাছে লাক্ষার আবাদ হয়। চেষ্টা করিলে এজেলায় বৎসরে কোটী টাকার লাক্ষা জন্মান যাইতে পারে। বাঁকুড়ার পশ্চিমে মানভূমে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাক্ষার আবাদ হয়। এ কারণ বাঁকুড়া অপেক্ষা মানভূমে কৃষক শ্রেণীর অবস্থা অনেক স্বচ্ছল।

মানভূমে প্রত্যেক গ্রামে লাক্ষার আবাদ হয়। পূর্ব্ববঙ্গের পাটচাষীদের চেয়ে মানভূমের কৃষকদের অবস্থা ভাল। পূর্ব্ববঙ্গের পাটচাষীরা মাহাজনদের নিকট হইতে পাটের উপর অগ্রিম দাদন গ্রহণ করে। এই পাট ঘরে আসিলেই বাজার দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। পাটের বাজার নামিয়া গেলে তাহা ধরিয়া রাখিবার ক্ষমতা না থাকায় কম দরেই বিক্রয় করিয়া ফেলে। পৃথিবীর মধ্যে পাট বাংলার এক চেটিয়া সম্পত্তি। যদি পাটচাষীদের অবস্থা ভাল হয় এবং তাহারা যদি সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারিত, তবে পাটের জন্য কখনও তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না। মন্দার বাজারে তাহারা পাট বিক্রয় না করিয়া ধরিয়া রাখিলে ক্রেতারা উক্ত মূল্য দিতে বাধ্য হইবে কিন্তু পাট চাষীদের ঘরে ভাত নাই। পাট ঘরে আসিবার পূর্ব্বেই তাহারা মাহাজনের নিকট পাটের দরুণ মূল্য লইয়া আসে। গত বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বৈশাখী লা, জন্মিলে লায়ের বাজার নামিয়া যায়, সে সময়ে বাজার দরে বিক্রয় করিলে চাষীদের যথেষ্ট ক্ষতি হইত। চাষীদের অবস্থা স্বচ্ছল থাকায় তাহারা কম দরে লা বিক্রয় করে না। কার্ত্তিক মাসে নূতন লা জন্মিলে লায়ের বাজার উঠিয়া যায় এ জন্য সে সময়ে কৃষকেরা উচ্চ মূল্যে লা বিক্রয় করিয়া লাভবান হয়। বাঁকুড়া জেলায় গ্রামে গ্রামেও জঙ্গলে যে সকল বৃক্ষ অনাবাদী পড়িয়া আছে তাহাতে লায়ের আবাদ করিতে পারিলে জেলার অবস্থা অন্যরূপ হইবে। এ জেলার অর্থকৃচ্ছ্রতা দূর হইবে।

পূর্ব্বে সোনামুখীতে ইষ্টইণ্ডিয়া কোংর লার কুঠি ছিল। সোনামুখী বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ছিল। রাজগ্রামে কুণ্ডুমহাশয়দের গালার বৃহৎ কুটী ছিল, এই কুটীতে এত লোক কাজ করিত যে বাঁকুড়ার উৎপন্ন লায়ে সঙ্কুলন না হওয়ায় মানভূম ও সিংহভূম জেলা হইতে লা আমদানী হইত। পুরুলিয়া ও সিংহভূম জেলার কেন্দ্র-স্থল সমূহে প্রায় ২২।২৩ স্থানে লা খরিদের জন্য কুণ্ডুমহাশয়দের গদি ছিল। এখন রাজগ্রামে গালার কুঠী নাই। শানবান্দা গ্রামে ও খাতড়ার গালার কুঠী আছে। এখন মানভূম জেলার পুরুলিয়া ঝালদা ও বলরামপুরে অনেক গালার কুঠী স্থাপিত হইয়াছে। মানভূমের তুলারাম নাথমল মাড়ওয়াড়ীর (T. N. mark) গালা ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বাঁকুড়ার জঙ্গলে লক্ষ লক্ষ মহুয়া ও হরিতকীর বৃক্ষ ছিল পূর্ব্ব কালে অনেক গৃহস্থ মহুয়ার "মরাই" বান্ধিত। মহুয়া মানুষ ও পশু উভয়েরই

খাদ্য। মহুয়ার বীজে তরকারী হয়, বীজ হইতে তৈল বাহির হয়। কৃষকেরা বর্ষাকালে মাঠে কাজ করিয়া এই মহুয়া তৈল সর্ব্বাঙ্গে মাখিত। এই তৈল ব্যবহারে তাহাদের শ্রম লাঘব হইত এবং ইহাতে তাহারা শান্তি পাইত। হরিতকী রংএর কাজে এবং চামড়া কষের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও জাপানে হরিতকি রপ্তানী হয়। রাণীগঞ্জে হরিতকী হইতে নির্য্যাস বাহির করিবার বৃহৎ কল রহিয়াছে হাজার হাজার কুলী এই কলে কাজ করিতেছে। ইংরাজ কোম্পানী এই কলের মালিক। এই নির্য্যাস নানা দেশে রপ্তানী হয়। জঙ্গলে মহুয়া ও হরিতকী উভয় বৃক্ষই নষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে জঙ্গল বিক্রয় করিলে এই দুই বৃক্ষ বাদ দিয়া বিক্রয় করিত। এজেলায় হরিতকী ও মহুয়া বৃক্ষ জন্মাইতে পারিলে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা বাহির হইতে এ জেলায় আসিত। এখন এ জেলা হইতে প্রতিবৎসর যে হরিতকী রপ্তানী হয় তাহার মূল্য বিশহাজার টাকার বেশী নহে। হরিতকী, মহুয়া ও লায়ের জন্য জলের আবশ্যক হয় না, জল হীন বাঁকুড়া জেলার পক্ষে এগুলি একান্ত প্রয়োজনীয়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সর্ব্বত্র ইহাদের আবাদ হইলে এ জেলার দুর্ভিক্ষ সমস্যার সমাধান হইবে।

এ জেলার জঙ্গলে তসর জন্মে। বিষ্ণুপুর সোনামুখী, গুপিনাথপুর, রাজগ্রাম কেঞ্জাকুড়া ও বীরসিংহপুর গ্রামে তসরের ধুতি শাড়ি ও চাদর তৈয়ার হয়। এজেলার পুনিশোল প্রভৃতি গ্রামে রেশমের আবাদ হয়। বিষ্ণুপুরের রেশমের উৎকৃষ্ট ধুতি শাড়ি চাদর জামার কাপড় তৈয়ার হয়। ইহা মুর্শিদাবাদের রেশম বস্ত্রের চেয়ে কোন অংশে হীন নহে। বাঙ্গালী তাঁতি রেশমের বস্ত্র বুনে কিন্তু বস্ত্রের ব্যবসায় মাড়ওয়াড়ী বণিকের হাতে। বাঁকুড়ার রেশম বস্ত্র বোম্বাই মাদ্রাজ মহীশূর ত্রিবাঙ্কুর, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে রপ্তানী হয়। বাঁকুড়ার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কেহই জানে না বিষ্ণুপুর ও সোনামুখীর তৈয়ারী রেসম বস্ত্র কোন কোন মোকামে চালান যায়, তাঁতি কাপড় বুনিয়া মাড়ওয়াড়ীকে বিক্রয় করে। মাড়ওয়াড়ী তাহা নানা মোকামে চালান দিয়া লাভবান হয়। বাঁকুড়ার তৈয়ারী পিতল, কাঁসা রাং তামা ও জার্ম্মান শিলভারের বাসন বিহার যুক্ত-প্রদেশ ও কলিকাতায় রপ্তানী হয়। বাঁকুড়ার কাঠের মালা পুরী বৈদ্যনাথ, পাঠনা, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, মথুরা বৃন্দাবন, হরিদ্বার পুস্কর প্রভৃতি তীর্থ

কোন ব্যবসায়ের দ্বারা কত লোক প্রতিপালিত হয়
১৯২১ সাল।

বস্ত্রব্যবসায় (সুতার)	২৮৭৯	দুগ্ধ মাখন ঘৃত	৩৭৩৫
পাটের ব্যবসায়	৭৪	পান	৩৩৭৬
চামড়া	৭৭৫	শস্য ডাল	৩৪১৮
কাষ্ঠ	১৭০৯	তামাক গাঞ্জা আফিম	২৬১
ধাতু	১৬৪	ছাগল ভেড়া শূকর	১০৯
মাটীর বাসন ইট টালী	৩৪৯	ঘাস পশুর খাদ্য	৭১
ঔষধ	১৪৫	আসবাব	৮৩১
হোটেল	১০৪২	কয়লা জ্বালানী	৩৪৮০
মাদক দ্রব্য	৯০৬	বিলাসের দ্রব্য	১০৬৬
খাদ্য দ্রব্য	২৬৬৬২	পুস্তক, গান, খেলানা	১০১৮
মৎস্য	৫৮৭৮	ফেরিওয়ালা	৬৩
মুদিখানা	৭৩৬৩		

সমবায় সমিতি।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলা এবিষয়ে পশ্চাদপদ ছিল। ১৯১৭—১৮ সালে এজেলায় মোট ৩টী সমবায় সমিতি ছিল। ১৯১৮—১৯ সালে ১৭টী ১৯১৯—২০ সালে ৫৮টী ছিল। কালেক্টর ভাস সাহেবের আমলেই সমবায় সমিতির বিস্তার হয়। ১৯১৮ সালের ১৯শে জুন বাঁকুড়া জেলা শিল্প সমবায় সমিতি (Bankura District Industrial Co-operative Union Ltd.) স্থাপিত হয়। ভাস সাহেব ইহার প্রথম সভাপতি হন যুদ্ধের সময় এই সমিতি সমর বিভাগে তাম্বুর কাপড় সরবরাহ করিয়া যথেষ্ট লাভ করেন। প্রথম বৎসরেই অংশীদারগণকে বার্ষিক শত করা ৯।৵০ আনা হারে লভ্যাংশ দেন। সমবায় সমিতির বিধি অনুযায়ী ইহাই সর্ব্বোচ্চ

লভ্যাংশ। পরে এই সমিতি একশত টাকার মূলধনের উপর ছয়মাসে একশত পাচ টাকা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২১—২২ সালে এই সমিতি ৫২৪২৮২ টাকা লাভ করিয়াছেন। বাজার দর কমিয়া যাওয়ায় ১৯২২—২৩ সালে এই সমিতি বেশী লাভ করিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও খরচ বাদে ১৫০০৲টাকা লাভ হইয়াছে। এই সময়ে সমিতির হাতে ২৫ হাজার টাকার কাপড় মৌজুত ছিল। এই জন্যই এত কম লাভ। সহকারী সভাপতি ব্রাউন সাহেব ও অধ্যাপক জিতেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম হইতেই সমিতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন, সমিতির প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী মিত্র সমিতির উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমেই সমিতি আজ কেবল বাঁকুড়া জেলায় নয়, সমগ্র বাংলা দেশেব আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতে কর্ম্ম করিতেন ১৯১৫ সালে এজেলায় দুর্ভিক্ষ হওয়ায় তৎকালীন জেলা জজ টিণ্ডাল সাহেবের সভাপতিত্বে তাঁতি রিলিফ কমিটী স্থাপিত হয়। এই কমিটী তাঁতিদিগকে সূতা দিয়া কাপড় বুনাইতেন গোষ্টবাবু এই কমিটীতে কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁহার এই অভিজ্ঞতাই সমিতির উন্নতির মূল কারণ। সমিতি কার্য্যালয়ের জন্য ৮ হাজার টাকা ব্যয়ে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সরকারের পি-ডবলিউ-ডির অতি বুদ্ধিমান ইঞ্জিনীয়ার এই বাটীব জন্য ১৪ হাজার টাকার এষ্টিমেট দিয়াছিলেন কিন্তু সমিতি কোন ঠিকাদারকে না দিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে বাটী নির্ম্মাণ করিতেছেন। নিকটে মিউনিসিপালিটী আফিস, ঠিকাদারের দ্বারা কিরূপ কাজ হয় এই স্থানে আসিয়া উভয় বাটী দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। গোষ্ঠবাবু নিজ তত্ত্বাবধানে এই বাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। এই সমিতির মূলধন ১৩ হাজার টাকা কিন্তু প্রায় ২৫ হাজার টাকার কাপড় বরাবর মৌজুত থাকে। এই সমিতির অধীনে ৫৪টী গ্রাম্য তন্তুবায় সমবায় সমিতি আছে। বাংলাদেশে মোট ১৪২টী তন্তু সমবায় সমিতি আছে, তন্মধ্যে এই বাঁকুড়া জেলায় ৫৪টী। আমরা বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছিলাম প্রতি বৎসর শ্রাবণ ভাদ্র মাসে তাঁতিরা বড়ই কষ্টে পতিত হইত এই সময়ে তাহাদের কাপড়ের খরিদ্দার থাকিত না। এই দুই মাসের কষ্টেই তাঁহাদের পুঁজি নিঃশেষ হইত। কিন্তু এখন তাঁতিদের ভাদ্র মাসও পৌষ মাস উভয়ই সমান। কাজের অভাবে তাহাদিগকে আর বসিয়া থাকিতে হয় না। বর্ষা

কালে তাহাদিগকে নাম মাত্র বাণী দিয়া অনেক মাড়ওয়ারী চাদর বুনাইয়া ধরিয়া রাখিত এবং শীত কালে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিত। ইউনিয়নের কল্যাণে তাঁতিদের বার মাসই কাজ চলিতেছে। রিজার্ভ ফণ্ডে সমিতির ৫ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে। সমিতির কার্য্য পরিচালনের জন্য বার্ষিক ৬৷৷০ হাজার টাকা ব্যয়। হোয়াইটএওয়ে লেডল, বেগডানলপ কোং কেলনার কোং মার্টিন কোং হ্যারিসনহাথাওয়ে কোং ও আরও অনেক ইউরোপীয় কোং এই সমিতি হইতে নিয়মিত ভাবে কাপড় খরিদ করেন। অনেক ইউরোপীয় সমিতির প্রস্তুত তাঁতের বুনা কাপড় ক্রয় করিয়া সমিতিকে উৎসাহিত করেন কিন্তু অনেক বঙ্গদেশীয় নরদেহধারী জীবের দেহে দেশীকাপড় সহ্য হয় না। এই সমিতির দ্বারা ধুতি শাড়ি চাদর জামার থান গামছা ঝাড়ন গায়ের চাদর বিছানার চাদর কামিজের কাপড় প্রস্তুত হয়। সমিতির নিকট গচ্ছিত টাকার সুদ, কর্ম্মচারীব বেতন, ও সরঞ্জাম খরচ বার্ষিক ৬৷৷০ হাজার টাকা ১৯২২—২৩ সালে ১৬৫৫ টাকা সুদ দিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভাস সাহেবের আমলে এজেলায় অনেকগুলি ধর্ম্ম গোলা স্থাপিত হয়। সমবায় সমিতির আইন অনুযায়ী এগুলি রেজেষ্টারী করা হয়। এইরূপ ১৪টী ধর্ম্মগোলা এ জেলায় আছে।

১৯২২ সালে কালেক্টর গুরুসদয় দত্তের সময়ে জল সরবরাহ সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়। অংশীদারদের নিকট হইতে ১৬ হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। মেদিনীপুর জেলার খেলারে প্রথম জল সরবরাহ সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়। ১৯২৩ সালের প্রথমে বাংলাদেশে ১১৪টী জল সরবরাহ সমবায় সমিতি ছিল ইহার মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় ৬৬ বীরভূম জেলায় ৪৫টী ছিল। বাঁকুড়া সদর মহকুমায় ৪৮ এবং বিষ্ণুপুর মহকুমায় ১৮টী ছিল।

এই সকল সমিতির মধ্যে শালবান্দ সমিতিই বৃহৎ। ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই সমিতির কার্য্য শেষ হইবে। ৫ হাজার বিঘা জমি জল পাইবে দুঃখের বিষয় এই সমিতিটী প্রথমে স্থাপিত হইলেও এখন ইহার কার্য্য শেষ হয় নাই। তালডাঙ্গরা থানার রুক্মিণী খালে ৩০ হাজার টাকা, পাঁচমুড়া খালে ১৬৬০০ টাকা ব্যয় হইবে, ইহাদের প্রত্যেকের দ্বারা দুই হাজার বিঘা জমি জল পাইবে সকল সমিতির কার্য্য শেষ হইলে ২৮০০০ বিঘা জমিতে জল সেচন হইবে। বাঁকুড়া জেলায় ৪০০০ গ্রাম আছে এবং প্রায় ৪০ হাজার পুষ্করিণী আছে। এই-

গুলির সংস্কার করিতে দীর্ঘকাল লাগিবে এজন্য ইহার কার্য্য আরও দ্রুত হওয়া উচিত।

এজেলায় ঋণদান সমবায় সমিতি ১টী, চর্ম্মকার সমবায় সমিতি ২টী; শঙ্খবণিক সমবায় সমিতি ১টী। খরিদ বিক্রয় জন্য সমবায় ভাণ্ডার ১টী আছে। শেষোক্তটীর কার্য্য আশাজনক নহে। জেলার সমবায় কৃষি সমিতি ৩৬টী আছে। ১৯২৩ সালে বাংলা দেশে সমবায় কৃষি সমিতির সংখ্যা ৭০১১ ছিল। মৈমনসিং জেলায় ৬৩৯, ত্রিপুরায় ৫৭৪, পাবনায় ৫১০, বীরভূমে ৩৩৯ মেদিনীপুরে ৪৫০টী সমিতি ছিল। ধীবর, গোয়ালা কর্ম্মকার সূত্রধর কুলু প্রভৃতির মধ্যে কোন সমবায় সমিতি নাই। বাংলা দেশের নানা স্থানে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ সমিতির সংখ্যা ৬৫। কলিকাতা কেন্দ্রিয় ম্যালেরিয়া সমবায় সমিতির তত্ত্বাবধানে এই সমিতিগুলি পরিচালিত হইতেছে। দেশ হিতৈষী, বঙ্গজননীর সুসন্তান রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্তগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় এই সমিতিগুলি ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতেছে। বঙ্গদেশ হইতে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছেন নিজের ব্যবসার ক্ষতি করিয়াও গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সমিতি গুলির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। বাঁকুড়া জেলায় এরূপ সমিতি নাই। এজেলায় প্রতিবৎসর হাজার হাজার নরনারী বালক বালিকা অকালে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া যমালয়ের যাত্রী হইতেছে। বিষ্ণুপুর মহকুমাকে ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর দুর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিষ্ণুপুর মহকুমার গ্রামে গ্রামে সমবায় প্রণালীতে ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি স্থাপিত হওয়া উচিত।

অষ্টম অধ্যায়।

-ঃ*-ঃ-

সরকারের রাজস্ব।

	মোট রাজস্ব	কর	করদাতার সংখ্যা	যাহাদের বার্ষিক আয় ২০০০৲ বেশী	যাহাদের বার্ষিক আয় ১০০০-২০০০ মধ্যে
১৮৯২— ৯৩	৮৫৮১৫৫৲	১৪৩৬৬৲	৭৯৫	৩৪	৪৩
১৮৯৩— ৯৪	৮৬৫০৯৮৲	১৪৩৯৫৲	৮১৩	৩২	৪৩
১৮৯৪— ৯৫	৮৮৭৪৫৩৲	১৪২৪৭৲	৭৯১	৩৫	৪৩
১৮৯৫— ৯৬	৮৮৪৩০৩৲	১৫৩২২৲	৮৪৭	৩৮	৪৫
১৮৯৬— ৯৭	৯১৪০৩২৲	১৫৯৯১৲	৮৭২	৪৩	৪০
১৮৯৭— ৯৮	৯৪৯৬৬৯৲	১৬২১১৲	৮৫৭	৪৯	৩৮
১৮৯৮— ৯৯	৯৩৫৫৭৩৲	১৭৬৪২৲	৮৬০	৪০	৩৬
১৮৯৯—১৯০০	৯৫৩৭৯০৲	১৭১৪০৲	৯০৩	৪৯	৩৭
১৯০০— ১	৯৬২৮৮৮৲	১৭১৮২৲	১০২৭		৩৫
১৯০১— ২	৯৮১০৬৯৲	১৮৩২৬৲	১০৮৯	৫২	৪২
১৯০২— ৩	১০১৩৩৮৮৲	২৩০৬৭৲	১১০১		
১৯০১— ৪	১৯৫২৫৮০৲	১৫৭১৫৲	৩৭৪		
১৯০৪— ৫	১০১৪৮১৪৲	১৮২২৪৲	৪১৩		
১৯০৫— ৬	১০৩৪০৭০৲	১৭২১২৲	৪০০		
১৯০৬— ৭	১০৩২৪৫০৲	২০৬৩৮৲	৪৬৩		
১৯০৭— ৮	১০৭৮২৫৪৲	১৯৫১৯৲	৪৬৭		
১৯০৮— ৯	১০৯৯৭০৬৲	২০৫৭৩৲	৪৬৭		
১৯০৯—১০	১০৯৫৩৮৮৲	২১৬৭৪৲	৫০৫		
১৯১০—১১	১০৭৪০৩০৲	২১৫৮২৲	৫১০		

যাহাদের বার্ষিক আয় ৫০০৲ টাকা তাহাদিগকে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত আয়কর দিতে হইত। ১৯০৩ সালে যাহাদের বার্ষিক আয় এক হাজার টাকা বা তদূর্দ্ধ তাহাদিগকে আয় কর দিতে হয়, এই জন্য বহুলোক আয় কর হইতে অব্যাহতি পায়। ১৯১৯ সাল হইতে যাহাদের বার্ষিক আয় দুই হাজার টাকার কম তাহারা আয়কর হইতে অব্যাহতি পায়। এজন্য এই বৎসরে আয়কর দাতার সংখ্যা হ্রাস হয়।

আয়কর দাতার সংখ্যা—

১৯১১—১২ সাল	৫৪৪
১৯১২—১৩ „	৫৫৭
১৯১৩—১৪ „	৬২৪
১৯১৪—১৫ „	৬৬২
১৯১৫—১৬ „	৭০৩
১৯১৬—১৭ „	৮৫০
১৯১৭—১৮ „	৯০৯
১৯১৮—১৯ „	৮০২
১৯১৯—২০ „	৩০৬
১৯২০—২১ „	৩৪১

১৯০১—২ সালে এজেলায় ৯৮৫ জন ১৮ হাজার টাকা আয়কর দিয়াছিল। এ সময়ে যাহাদের বার্ষিক আয় ৫০০৲ টাকা তাহাদিগকেও ট্যাক্স দিতে হইত। ৬৯৮ জনের আয় ৫০০৲ হইতে এক হাজার টাকার কম ছিল। ইহাদের নিকট হইতে ৮ হাজার টাকা ট্যাক্স আদায় হইয়াছিল। ১৯০৩ সালে যাহাদের বার্ষিক আয় এক হাজার কম তাহারা আয়কর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। এবৎসর ৩৭৪ জন ১৬ হাজার টাকা ১৯০৬—৭ সালে ৪৬৩ জন ২১ হাজার টাকা আয়কর দিয়াছিলেন। জেলার অবস্থা যতই শোচনীয় হইতেছে ততই আয়কর বৃদ্ধি হইতেছে।

বাঁকুড়া জেলায় সরকারের আয়।

	ভূমিরাজস্ব	ষ্ট্যাম্প	আয়কর	আবগারী	অন্যান্য	রোড় ও পাবলিক সেস্	মোট আয়
১৯১১—১২	৪৯০৩৯৮	৩৫০০৬২	২২৭২৩	১২৪৬২৫	৩৭৮৪	৮৩৯৪২	১০৭৫৫৩৪
১৯১২—১৩	৪৯১২০৬	৩৬৯৯২৬	২২৩৮২	১৫১৪২২	৩৮৪৯	৮৫৬২৪	১১২৪৪০৯
১৯১৩—১৪	৪৯০৮০৮	৩৭৪১৫৩	২৭৫৩১	১৭২০১৫	১১৪৮	৮৭৭৭০	১১৫৩৪২৫
১৯১৪—১৫	৪৯০৮৪৪	৩৪০৬৬০	৩১৯৫৮	১৮৯৩১৪	৬২২	৯০৩০২	১১৪৩৭০০
১৯১৫—১৬	৪৮৯০১৯	৩৬৭৮৪৩	৩৪৪৯৯	১৭৪৮৩১	১৯১৩	৮৩৯০০	১১৫২৪১৫
১৯১৬—১৭	৪৮৯৯৮১	৩৫৭১৯৬	৪৪৪৯৬	১৭৭৬১৯	৩৬৮৪	৮৩৬০১	১১৫৬৯৭৭
১৯১৭—১৮	৪৮৯৫১৮	৪০৩৪৭২	৪৮৩৮৯	১৯৪৬৭৬	১০৮৮	৮৪৮৬৫	১২২২০০৭
১৯১৮—১৯	৪৮৯২৭২	৩৬৯০৮৬	৩৮০৭২	২২১৫৭৬	১১৩১	৭৮৭১৬	১১৯৭৮৫৩
১৯১৯—২০	৪৮৯১০২	৪৭০২৩৫	৩৪৪৭১	২২৩২৫৭	৯৬৫	৪৫৯৪৬	১৩০৩৯৭৬
১৯২০—২১	৪৮৮৮৫৭	৪৪৩৯৮৮	৩৪১৯৫	২৮৫১২৫	৬৫১	৮৬০৭০	১৩৪২৮৮৬

ষ্ট্যাম্প বাবতে আয়-

১৮৯২—	৯৩	সাল	২১৫৮৫১৲
১৮৯৫—	৯৬	„	২১৮০৮৪৲
১৮৯৯—১৯০০		„	২১৮০৭৪৲
১৯০০—	১	„	২৭৯৩৭৩৲
১৯০১—	২	„	২৮৭৯৯৩৲
১৯০৪—	৫	„	২৯৮৫৯৫৲
১৯১০—	১১	„	৩২৮৭৫৪৲

জেলাবোর্ড।

বাঁকুড়া জেলা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ২৪ ইহার মধ্যে ১০ জন সদর এবং ৬ জন বিষ্ণুপুর লোক্যাল বোর্ডের দ্বারা নির্ব্বাচিত ৮ জন গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত। বাঁকুড়া সদর লোক্যাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১৮ ইহার মধ্যে ১২ জন মতদাতাগণের দ্বারা নিদ্ধারিত, ৬ জন গভর্ণমেণ্টের নির্ব্বাচিত। মেজিয়া ও শালতোড়া থানা হইতে একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। বাকী প্রত্যেক থানা হইতে এক জন সদস্য নির্ব্বাচিত হন। বিষ্ণুপুর লোক্যাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা ১২ ইহার মধ্যে আটজন মতদাতাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত ৬ জন গভর্ণমেণ্টের নিযুক্ত। কতুলপুর থানা হইতে ২ জন ইন্দাস থানা হইতে দুইজন, বিষ্ণুপুর, সোণামুখী জয়পুর, পত্রসায়ের থানা হইতে ১ জন হিসাবে সদস্য নির্ব্বাচিত হয়।

১৯২০ সালে জেলাবোর্ডে প্রথম বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হয়। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বামাচরণ রায় মহাশয় প্রথম বেসরকারী চেয়্যারম্যান ১৯২১ সালের তিনিই পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন।

এবারের নির্ব্বাচনে স্বরাজ্যদল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

১৯১৭ সালে লোক্যাল বোর্ডের সদস্য নির্ব্বাচনের সময় সদর মহকুমায় ভোটদাতা ৯২৪৮ এবং বিষ্ণুপুর মহকুমায় ভোটদাতা ৫৮৭৬ জন ছিলেন।

১৯২৪ সালের নির্ব্বাচনে সদর মহকুমায় ১১৫২৫ জন এবং কোন থানায় কত ভোটার ছিলেন তাহা নীচের তালিকায় দেওয়া হইল—

সদর মহকুমা—		রাইপুর	১২৫০
বাঁকুড়া	১০১৬	বাণীবান্দ	৬২৫
ছাতনা	৮১০	গঙ্গাজলঘাটী	৯৪৬
ওন্দাতা	১৫১৫	বড়জোড়া	১৩১৭
তালডাঙ্গরা	৮৩৫	শালতড়া	৭৭৩
ইন্দপুর	৪৮০	মেজিয়া	৩৭৯
খাতড়া	৮৩৭		
সিমলাপাল	৭৩২		১১৫২৫

জেলাবোর্ডের আয়

১৮৯২—৯৩ সাল	৯৩৩৩১৲	১৯১৫—১৬ সাল	৪৬০৭২৭৲
১৮৯৫—৯৬ „	১০৬৫৫১৲	১৯১৬—১৭ „	৩৯৪৩৮৬৲
১৯০১— ২ „	১১৯৯৫৬৲	১৯১৭—১৮ „	১৮৪১৪৯৲
১৯০৬— ৬ „	১৪৫১২৭৲	১৯১৮—১৯ „	২০৯৫৩৭৲
১৯১০—১১ „	১১০৪৩৮৲	১৯১৯—২০ „	৪১০৮৪৮৲
১৯১১—১২ „	১২২১৮৭৲	১৯২০—২১ „	২০০৫৬৮৲
১৯১২—১৩ „	১৬১১০২৲	১৯২১—২২ „	১৭৮৯৯০৲
১৯১৩—১৪ „	১৭৭৭৬২৲	১৯২২—২৩ „	২১০৫৯৪৲
১৯১৪—১৫ „	১৭৮৯৪৬৬৲	১৯২৩—২৪ „	২৫৬১৩৪৲

বাকুড়া জেলাবোর্ডের আয়।

	১৯২১—২২,	১৯২২—২৩,	১৯২৩—২৪
রোডসেস	১০২২৫৯	৯১৯৮২	৭৪৫৩৩
রাজস্ব	৪৬৮	৪৪২	৪২৬
সুদ	৭৪১	১১০৮	৭০৩
বিচার	১৩১	৮৮	
পুলিস	৩০৪৭	৩৬২০	১৫৯০
শিক্ষা	৪১২১৫	৪১৬৫০	৪০৩৯৪
চিকিৎসা	৩১২৬	৪৫২১	৪৬৭১
বিজ্ঞান বিভাগ	১১১	১১৬	৯৬
বিবিধ	২৪০	৮৬৯	৩৬২
সিভিল ওয়ার্ক	১৮৪৪৯	১৮৮১৫	২১৬২৮
মোট আয়	১৬৯৭৯০	১৬৩১৯১	১৪৭৭০৩

ব্যয়।

সাধারণ	৯৩৪১	৮৮০১	৭১৫৪
বিচার	৭৩২	২৪	৩১০
পুলিস	১৮০	২৭০	৪৯
শিক্ষা	৭৩৯৩৬	৭৪২৩৬	৭২৪০১
চিকিৎসা	১৬৩৫৭	১৯৭৯১	১৬১৯৪
বিজ্ঞান বিভাগ	৪০২৬	৭৬৫৯	২০৫৮
পেনসন	১৩০৯	১৫৩৫	১৩১৪
ষ্টেশনারী প্রিণ্টিং	২৮৩	৫৪২	৬০৬
বিবিধ	৮৮২	৩৩০৯	৮৭২
সিভিল ওয়ার্ক	৭৫১৬৩	৬৫৭১৩	৪৪৮০২
মোট ব্যয়	১৮২২০৯	১৮১৮৮০	১৪৬০৬৩

জেলাবোর্ড।

সেটলমেণ্ট কার্য্য শেষ হইয়াছে এক্ষণে সেসরি ভ্যালুয়েসনের কার্য্য হইতেছে, ইহার দ্বারা জেলাবোর্ডের একলক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে। এক্ষণে জেলা বোর্ডের অর্থাভাব। গভর্ণমেণ্টের নিকট জেলাবোর্ড ৪৫ হাজার টাকা ঋণ লইয়াছেন। লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি হইলে জেলাবোর্ডের অবস্থা স্বচ্ছল হইবে। বাঁকুড়া জেলা অত্যন্ত দরিদ্র এজন্য অন্যান্য জেলার তুলনায় এ জেলাবোর্ডের আয় কম। এ কারণ জেলাবোর্ড অনেক জনহিতকর কাজে হাত দিতে পারে না। জেলাবোর্ডে একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন হেল্‌থ্‌ অফিসার আছেন। স্বরাজ্য-দল বোর্ডের কার্য্যভার লইয়া যদি এ জেলায় পানীয় জলের অভাব দূর করিতে এবং প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারেন তবে তাঁহারা জেলা-বাসীর ধন্যবাদার্হ হইবেন। এই দুইটী না হইলে এ জেলার উন্নতির আশা করা বৃথা।

জেলাবোর্ড—শিক্ষা বিভাগ।

বাঁকুড়া জেলায় প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে জেলাবোর্ড গভর্মেণ্টের কিরূপ আগ্রহ তাহার উদাহরণ দিতেছি। খাতড়া থানায় রাজপাড়া নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ৪৮, শিক্ষকমহাশয় মধ্যইংরাজী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এই বিদ্যালয়ে জেলাবোর্ড মাসিক চারি আনা এবং সদাশয় গভর্ণমেণ্ট মাসিক ১।৶৫ সাহায্য করেন। শিমলাপাল থানায় বিক্রমপুর গ্রামের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ১৫ জন, শিক্ষকমহাশয় নর্ম্মাল দ্বৈ বার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ, জেলা কি গভর্ণেমেণ্ট এজন্য কোন সাহায্য দেন না ; ইহার নৈশ বিদ্যালয়ে ৫৫ ছাত্র শিক্ষা পায়। শিক্ষক মহাশয় দিবসে ও রাত্রে পড়ান। নৈশবিদ্যালয়ের জন্য জেলা-বোর্ড মাসিক এক আনা এবং গভর্ণমেণ্ট ১৶০ সাহায্য দেন। নৈশবিদ্যালয়ে শতকরা ৫৬ ছাত্র এবং দৈনিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৭০ জন ছাত্র উপস্থিত থাকে।

দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া পণ্ডিত মহাশয় মাসে ১।০ সাহায্য পান। এ জেলার বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গভর্ণমেণ্ট মাসিক ১৲ একটাকা ১৵০ ১৷৵০ সাহায্য করেন এবং জেলাবোর্ড মাসিক একআনা, চারি আনা, ছয় আনা হারে সাহায্য করেন। কি নীতি অনুসারে সাহায্য করেন তাহা রিপোর্ট দেখিয়া কোনই অনুমান হয় না। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় জেলাবোর্ডের ও গভর্ণমেণ্টের নিকট এক কপর্দ্দকও সাহায্য পায় না। বিদ্যালয়ের পরিদর্শক মহাশয় সেগুলি পরিদর্শন করিয়া অনুমোদন করিয়াছেন। মধ্যে এই বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন। ইহাদের নিকট হইতে রিপোর্ট তলপ করেন। এদিকে এই অবস্থা অন্যদিকে সেসরি ভ্যালু-য়েসন অফিসার প্রথম দুই বৎসরে যে কাজ করিয়াছিলেন তাহা নাকচ হইয়া গিয়াছে অথচ তাঁহারা দুই বৎসর ধরিয়া বেতন লইয়াছেন ইহাতে বোর্ডের ৪০০০৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে এবং দুই বৎসরের উদ্বৃত্ত আয় ও নষ্ট হইল। হিসাব করিয়া দেখিলে বোর্ডের ২॥ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইল। গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিদের বেতন বাবতে যে ৪০ হাজার টাকা ক্ষতি হইল, তাহা গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে আদায় করা উচিত। কিন্তু জেলাবোর্ড এ পর্য্যন্ত কোন চেষ্টা করেন নাই। দরিদ্র জেলাবোর্ডের এত টাকা ক্ষতি হইতে দেওয়া সঙ্গত হয় না। গভর্ণমেণ্ট যদি অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারি নিযুক্ত না করিতেন তাহা হইলে অকারণে এত টাকা ক্ষতি হইত না। গভর্ণমেণ্টেরই ক্ষতিপূরণ করা উচিত। জেলাবোর্ডের এইরূপ শোচনীয় অবস্থাসত্ত্বে জেলাবোর্ড ও লোক্যালবোর্ডের মফস্বলস্থ সদস্যগণ বোর্ডের সভায় উপস্থিতির জন্য নিয়মিত হারে ভাতা গ্রহণ করেন। যে বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাসিক একআনা হারে সাহায্য করেন সেই বোর্ডের সদস্যগণ কোন্ লজ্জায় ভাতা গ্রহণ করেন? যাঁহারা প্রাদেশিক সম্মিলনীতে, সাহিত্য সম্মিলনে, কংগ্রেসে যান তাঁহারা কোন ভাতা পান না; নিজের পয়সা খরচ করিয়া যাইতে হয় আবার ডেলিগেট ফী দিতে হয়। কিন্তু জেলাবোর্ডের ও লোক্যালবোর্ডের সভায় উপস্থিত হইলে ভাতা লওয়া হয় কেন?

এবারে স্বরাজ্যদল বোর্ড দখল করিয়াছেন। দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা বোর্ডের সদস্য হইয়াছেন। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে তাঁহারা জেলার হিতসাধন করিবেন জেলাবাসীদিগকে এইরূপ আশাই দিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বরাজ্যদলের ক্রীডে (প্রতিজ্ঞাপত্রে) সহি করিয়াছিলেন। নির্ব্বাচন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তাঁহারা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়াছেন। একবার ক্রীডে সহি করিয়া দিলেই,

দেশ-হিতৈষী হওয়া যায়। বিংশশতাব্দীতে দেশহিতৈষী হইবার ইহাই সহজ পন্থা এতেও যদি দেশহিতৈষী না হয় তাহা হইলে দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

বাঙ্গলাঘর।

১। ইন্দপুর	৮। শালতোড়া
২। খাতড়া	৯। দলপুর
৩। বাণীবান্দ	১০। কুস্থল
৪। তালডাঙ্গরা	১১। জয়রামপুর
৫। বেলিয়াতোড়	১২। পিয়ারডোবা
৬। সোনামুখী	১৩। কোতুলপুর
৭। কৃষ্ণনগর	১৪। রাইপুর

পুর্ত্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে রাণীগঞ্জ মেদিনীপুর রাস্তা ইহার দৈঘ্য ৫৮ মাইল। জেলাবোর্ডের অধীনে পাকা রাস্তা ২৫৯ কাঁচারাস্তা ৫৭২ মাইল আছে। জেলাবোর্ডের ২৩টী বোর্ড উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৮টী বোর্ড নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ৬৬টী পুষ্করিণী এবং ২০০ কূপ আছে। সদর মহকুমার ২২টী বিষ্ণুপুর মহকুমায় ১৪টী খোঁয়াড় আছে। সদর মহকুমায় ১০ এবং বিষ্ণুপুরে ৪ ফেরীঘাট আছে।

হনকম্ ট্যাক্স।

আয়কর দাতার সংখ্যা।

১৯২১—২২	২৩৯
১৯২২—২৩	২৩৮
১৯২৩—২৪	৪১১

আবগারী বিভাগে
কোন বাবতে কত টাকা আয়।

	বিলাতী মদ	পাকী মদ *	তাড়ি	পচাই	আফিম	গঞ্জা	চরস	সিদ্ধি	ঔষধ কোকেন প্রভৃতি	মোট
১৯১১-১২,	৩১০	৩৭৩৮৯	২৮৯	৩৯৫৬০	২৬৬৫৩	১৮৯৩৯	১৩০	১১৪৪	২৪১	১২৪৬২৫
১৯১২-১৩,	৩১০	৪৩৭০৯	৩৫১	৫০৪৩৮	৩১০৬০	২৩৬০৮	১৯০	১২২৮	৫২৮	১৫১৪২২
১৯১৩-১৪,	২৫৫	৪৯৫৬৫	৩২৭	৫৩৪৬১	৩৪৮০২	৩১০৩২	৫০০	১৪৯৪	৫৭৯	১৭২০১৫
১৯১৪-১৫,	২৮৫	৫৭৩৪২	৩৩৯	৫৮৫৩৮	৩৭৫২৮	৩২৭৭০	৩০৬	১৬৫১	৫৫৫	১৭৯৩১৯
১৯১৫-১৬,	৪৭০	৪৯২৩৪	৪১১	৪৭৩২৬	৪১৮১৭	৩২৩১৫	৩০৪	১৬৫৩	১২৯১	১৭৪৮৩১
১৯১৬-১৭,	৩৬০	৫০৯৪৬	৫০৫	৪৬৫৭২	৪৩০০৭	৩২১৬৬	২৯৩	১৬৬০	২১১০	১৭৭৬১৯
১৯১৭-১৮,	৩৫০	৫৭৯৭৮	৪৬২	৫৪৬১০	৪৩১২৩	৩২৭৪৬	৪২৩	১৮৯৮	৩০৮৬	১৯৪৬৭৬
১৯১৮-১৯,	৩৩০	৬৬১১০	৫২৮	৬৫৪২৯	৪৬৭৪৩	৩৪৯৯৭	৪২৮	২১৬০	৪৭৯৬	২২১৫৭৬
১৯১৯--২০,	৫৩২	৭৪০১০	৬৯২	৫২১০৭	৫৩২২৮	৩৪৭৭৩	৬৬৬	২০৬৯	৩৫৮০	২২৩২৫৭
১৯২০-২১,	১০৭০	৯৭৯৯০	৮৪৬	৭৪৫৫৫	৫৯৬০০	৪৩৮৭১	৬১১	২৬১৪	৩৯২৫	২৮৫১২৫

আবগারী বিভাগে আয়।

১৮৯২-৯৩,	৬৮১৭১৲	১৯০২-৩,	১০৬৮২০৲
১৮৯৩-৯৪,	৬৫৫৭৭৲	১৯০৩-৪,	১০৬৮২২৲
১৮৯৪-৯৫,	৭১৮৭৪৲	১৯০৪-৫,	১০৬৭০৩৲
১৮৯৫ ৯৬,	৮১৪৯০৲	১৯০৫-৬,	১১৫৭৭৯৲
১৮৯৬-৯৭,	৮২৪২১৲	১৯০৬-৭,	১২০১২১৲
১৮৯৭-৯৮,	৮১৫৭৪৲	১৯০৭-৮,	১১১৬৫০৲
১৮৯৮-৯৯,	৮৬১৯১৲	১৯০৮-৯,	১১৯০০৪৲
১৮৯৯-১৯০০,	৯৩২৭২৲	১৯০৯-১০,	১২৪২০২৲
১৯০০-১৯০১,	৯৪৭৮৩৲	১৯১০-১১,	১২৬৭৪৯৲
১৯০১-২,	১০০৮১৫৲		

মিউনিসিপালিটী

বাঁকুড়া জেলার সহর ও পল্লীর সংখ্যা ৪০০৩, পাঁচশতের কম লোক বাস করে এরূপ গ্রামের সংখ্যা ৩৫৯৭ এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৬১৭২৬৭ পাঁচশতের বেশী কিন্তু এক হাজারের কম লোক বাস করে এরূপ গ্রামের সংখ্যা ৩১৯ ৭২ এবং লোক সংখ্যা এবং জনসংখ্যা ২১৬৫৭২, এক হাজারের বেশী এবং দুই হাজারের কম লোক বাস করে এরূপ গ্রামের সংখ্যা, ৯৭৩৫৯, দুই হাজারের বেশী কিন্তু পাচ হাজারের কম লোক বাস করে এরূপ-গ্রামের সংখ্যা ১১ এবং লোকসংখ্যা ২৭৬২৬। এ জেলায় ৪টী সহর আছে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর সোণামুখী ও পাত্রসায়ের প্রথমোক্ত তিনটীতে মিউনিসিপালিটী আছে। বাংলায় মোট ১২৩টী সহরে মিউনিসিপালিটী আছে। কুচবিহারের হলদিবাড়ী মিউনিসিপালিটীর জনসংখ্যা ১৫০২ বাংলাদেশে এই মিউনিসিপালিটীই ক্ষুদ্রতম। বাঁকুড়া জেলায় দুই হাজারের বেশী এবং ৫ হাজারের কম লোক বাস করে এরূপ গ্রামের সংখ্যা ১১ এবং পাত্রসায়ের ধরিলে ৪২টী গ্রামে মিউনিসিপালিটী স্থাপন করা চলে।

হলদিবাড়ীর মত গ্রাম এ জেলায় আরও অনেক আছে খড়্গপুরের জনসংখ্যা ২৫২৮০ এবং রংপুর জেলার সৈয়দপুরের জনসংখ্যা ১৩৪৭৯ এই দুই স্থানেও মিউনিসিপালিটী নাই। এ দুটী রেলওয়ের কেন্দ্রস্থল এই দুই স্থানের এই দুই স্থানের অবস্থা মিউনিসিপালিটীর সহরের চেয়ে অনেক ভাল। বীরভূম জেলায় রামপুর হাটের লোক সংখ্যা ৮ হাজার ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ীর জনসংখ্যা ৭ হাজার রংপুর জেলার গাইবান্ধার লোকসংখ্যা ৬০ হাজার বীরভূমের বোলপুরের জনসংখ্যা ৫৭৯৬, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গার লোকসংখ্যা ৮ হাজার এই সকল স্থানে মিউসিপালিটী নাই।

১৮৬৯ সালে বাঁকুড়ায়, ১৮৭৩ সালে বিষ্ণুপুরে, ১৮৮৬ সালে সোনামুখী সহরে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। ১৮৬৯ সালে বাঁকুড়া সহরে লোকসংখ্যা ১৫৫০ হাজার ছিল।

বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটীতে কমিশনারের সংখ্যা ১৫ জন ইহার মধ্যে ১০ জন নির্ব্বাচিত এবং ৫ জন সরকারের মনোনীত ইহার মধ্যে ৩ জন সরকারী কর্ম্মচারী, একজন মুসলমান।

বিষ্ণুপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার সংখ্যা ১২ জন ইহার মধ্যে ৮ জন করদাতাগণ দ্বারা নির্ব্বাচিত ৪ জন সরকারের মনোনীত। গত অক্টোবর মাসে কমিশনার নির্ব্বাচন হইয়াছে। করদাতাদের দ্বারা নির্ব্বাচিতগণের মধ্যে ৭ জন কংগ্রেস মনোনীত।

সোনামুখীর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার সংখ্যা ৯ ইহার মধ্যে ৬ জন করদাতাগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত ৩ জন গভর্ণমেণ্টের মনোনীত।

মিউনিসিপালিটীর ক্রমোন্নতি লোকসংস্যা।

	বাঁকুড়া	বিষ্ণুপুর	সোনামুখী
১৮৭২ সাল	১৫৯৭৯	১৭৪৩৬	১২৫৬৫
১৮৮১ ,,	১৮৭৪৭	১৮৮৬৩	১৩৫৯০
১৮৯১ ,,	১৮৭৪৩	১৮১৯০	১৩৪৪৮

	বাঁকুড়া	বিষ্ণুপুর	সোণামুখী
১৯০১ ,,	২০৭৩৭	১৯০৯০	১৩৪৪৮
১৯১১ ,,	২৩৪৫৩	২০৪৮৮	১৩২৭৫
১৯২১ ,,	২৫৪১২	১৯৩৯৮	১০৬৪৪
পুরুষ	১৩৫২৩	৯৭৩৬	৫১৪০
স্ত্রী	১১৮৮৯	,৯৬৬২	৫৫০৪

মিউনিসিপালিটীর আয়।

	১৯১১-১২	১৯১৫-১৬	১৯২০-২১
বাঁকুড়া	২৮৬২৮	৬৯৯০১	৪৮৫৪৫
বিষ্ণুপুর	১৫১৪০	২০৯১৬	১৯২৬০
সোনামুখী	৭২১৬	৭৭৫৬	৮৭১৭

	১৯২১-২২	১৯২২-২৩
বাঁকুড়া	৪৭৮৪৪	৭৬৮৩৫
বিষ্ণুপুর	১৯০৮২	২১৮৫৮
সোনামুখী	৮৫৭১	৮২১৯

বাংলাদেশে কলিকাতা বাদে ৩৯টী সহরে জলের কল আছে। ১৮৮৪ সালে বর্দ্ধমানে প্রথম জলের কল স্থাপিত হয়। ১৯১৬ বাঁকুড়া সহরে জলের কল প্রতিষ্ঠিত। স্যার বিটসন বেল কলের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন। বাঁকুড়া কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ মিচেল সাহেব সে সময়ে বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। গন্ধেশ্বরী নদীতে এই কল স্থাপি ত হইয়াছে। ১'৫ বর্গমাইলে এই কলের জল সরবরাহ হয়। এই স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা ৮৪৭০ গ্যালন জল সরবরাহ হয়। প্রত্যেকের ভাগে ৬ গ্যালন প্রত্যহ ৫০৯৫৫ গ্যালন পড়ে। কল নির্ম্মাণে ৫০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯২২ সালের বন্যায় কলের অনেক ক্ষতি হয়। সহরের জল নিকাশের জন্য ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে ড্রেন তৈয়ার হইয়াছে। ইহাতে ৪ হাজার লোকের সুবিধা হইয়াছে। একটী নূতন কূপ খনন হইয়াছে। জলের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা হইতেছে।

দেওয়ানী মোকদ্দমা।

	সাধারণ মোকদ্দমা।			স্মলকজ		আপীল	
	মুন্‌সেফী	সবজজ	জজ	মুন্‌সেফী	সবজজ	সবজজ	জজ
১৯১১,	১১০৪৭	৪৫	১৮	২২১৯	২৭৫	৫৪	৫৬৩
১৯১২,	১০১৬৮	১০২	১৫	২১৪৪	২৩৮	৯৯	৩৯৮
১৯১৩,	৯৯৪৬	৬৪	৩	২০৯০	২৫৬	৫৬	২৯৬
১৯১৪,	৯৬১৭	১২৬	১৬	১৯৭৩	২৬৪	১৯	৩৫৭
১৯১৫,	১০০৭৫	১০৬	২১	১৮৫৯	২৮২	১৪	৩০৪
১৯১৬,	১০৫৫১	১৫৫	১৭	১৭৬৬	২৮২	২৫	৩১৮
১৯১৭,	১০৬৬৯	৮৩	১৩	২২৬৫	৩৭২	৪২	১৪৪
১৯১৮,	৯২২৫	৪০	৬	২১৬১	৩০০	১৫২	১৯১
১৯১৯'	১১১৫৩	১০৭	১৬	২১৮৮	৩৪৩	৮৯	২৫৩
১৯২০,	১২২৯৩	৭৬	৬২	২০৬৯	২৫২	৩৯	৪৬০

ফৌজদারী মোকর্দ্দমা।

	শেসন আদালত		ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত		অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট আদালত		দণ্ডিত
	মোকদ্দমার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মোকদ্দমার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মোকদ্দমার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	ব্যক্তির সংখ্যা
১৯১১	১৩	৪৬	৬৯৪	১১৯৭	২৯৪	৩৬৪	৮৪৬
১৯১২	১৭	২৭	৭৭৯	১২৬২	২৮৫	৩৮০	৯১০
১৯১৩	১৪	২৬	৯৭৭	১৪০১	৪০২	৪৯৫	১২৬০
১৯১৪	১৭	৫০	৯১৮	১৪১০	৩৬০	৪৭৮	১২৫১
১৯১৫	৩৭	১৩৮	৯৯০	১৭৩৬	৩৮৯	৫২১	১৫৭৫
১৯১৬	২৮	৯১	১২৮৫	১৯৪৬	২৩৯	৩০৬	১৪৩০
১৯১৭	২১	৭৩	১৩৭০	২৩৪৫	৪২০	৫৯১	১৪৫৩
১৯১৮	১৯	৩৪	১২৮৫	২৩০২	২৪৩	৪৪৪	৯৮৬
১৯১৯	২০	৪৪	১৩২৫	২৪৪১	৩০০	৫২০	৯৮৬
১৯২০	১৫	৪২	১২৫৮	২০৯২	৩৩৭	৬১৯	৯৯৩

মোকদ্দমা।

এজেলায় এখন মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আদালত প্রাঙ্গণে আর তত মামলাবাজ লোক দৃষ্ট হয় না। মামলা মোকদ্দমা করিয়া যেন সকলেই ক্লান্ত হইয়াছে বোধ হয়। বর্ত্তমানে একজন জেলা ও সেসন জজ একজন সবজজ, সদরে তিন জন মুনসেফ খাতড়ায় একজন এবং বিষ্ণুপুরে ৩ জন মুন্‌সেফ আছেন। ইন্দপুর, খাতড়া, রাইপুর রাণীবান্দ, ও শিমলাপাল এই ৫টী থানা খাতড়ার মুনসেফের এলাকাধীন। সদর মহকুমার বাকী ৮টী থানা সদরের তিনজন মুনসেফের এলাকাভুক্ত। পূর্ব্বে কুতুলপুরে এক জন মুনসেফ থাকিতেন কিন্তু এখানের মুনসেফী উঠিয়া গিয়াছে। বহুপূর্ব্বে ছাতনা, ওন্দা গঙ্গাজলঘাটী সোনামুখী ইন্দাস প্রভৃতি স্থানে মুনসেফ ছিলেন কিন্তু তাহা উঠিয়া গিয়াছে। সদরে তিন জন ডেপুটী বিচারে বসেন ইহার মধ্যে মহকুমা হাকিম মাসের অর্দ্ধেক দিন মফঃস্বলে ভ্রমণে যান। বিষ্ণুপুরে দুইজন ডেপুটী বিচারে বসেন। সেখানেও মহকুমা হাকিম মফঃস্বল ভ্রমণে যান। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে কয়েকজন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। সোনামুখী, খাতড়া গঙ্গাজলঘাটীতে একজন করিয়া অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন। মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা যতই হ্রাস হয় এজেলার ততই মঙ্গল। কুচক্রীর কুপরামর্শ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য গ্রামে গ্রামে শালিসী বিচারের বন্দোবস্ত করাই বিধেয়। আদালতে যত কমসংখ্যক মোকদ্দমার দায়ের হয় পল্লীবাসীর ততই মঙ্গল। দেওয়ানী বিভাগে বাকীকর মোকদ্দমার সংখ্যাই বেশী। লক্ষ লক্ষ টাকা দাবীর মোকদ্দমা এজেলায় নাই বলিলেই হয়। অধিকাংশ মোকদ্দমাই কম দাবীর। জেলায় যেমন বড় বড় জমীদার ও ধনী লোক নাই, তেমনি এজেলায় লাখ লাখ টাকার মোকদ্দমাও নাই। মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস হইলেও উকিল মোক্তারের সংখ্যা হ্রাস হয় নাই। বৎসর বৎসর উকিল মোক্তারের বৃদ্ধিই পাইতেছে। জেলার হিতকর কার্য্যে আইন ব্যবসায়ীদের কোন চেষ্টা নাই। জেলাবাসীর উপর তাঁহাদের তেমন আধিপত্যও নাই।

পুলিস—

	১৯০১	১৯১১		১৯০১	১৯১১
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট		১	কনষ্টেবল	২১৯	৪০৯
ইন্‌স্পেক্টর	২	৫	দফাদার		২৩৯
সাবইন্‌স্পেক্টর	২৭	৩৫	চৌকীদার		২৩৩৯
হেডকনষ্টেবল	২০	৪৬			

১৯২১ সালে চৌকীদার ও দফাদারের সংখ্যা।

থানার নাম	চৌকীদারের সংখ্যা	দফাদারের সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা: ১৯২৪ সাল।
বাঁকুড়া	১৩৪	১৫	১৫
ছাতনা	১১২	১২	১২
ওন্দা	১৫৯	১৭	১৭
তালডাঙ্গরা	৮১	৯	৯
গঙ্গাজলঘাটী	১১১	১২	১২
মেজিয়া	৬১	৬	৬
শালতোড়া	৮৫	৯	৭
বড়জোড়া	১৪৩	১৫	১৫
খাতড়া	১১৮	১২	১২
ইন্দপুর	৮৩	৮	৮
রাইপুর	১৬৪	১৬	১৬
শিমলাপাল	৭৩	৭	৭
রাণীবাঁধ	৮১	৮	৮
	১৪০৫	১৪৬	১৪৪

থানার নাম	চৌকীদারের সংখ্যা	দফাদারের সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা
বিষ্ণুপুর	৫৭	৬	
রাধানগর	১০৮	১১	
জয়পুর	৮৩	৯	
সোনামুখী	৯১	৯	
পাত্রসায়ের	১৪৮	১৫	
ইন্দাস	১৭২	১৬	
কোতুলপুর	১৪৩	১৪	
শিরমণিপুব	১২০	১২	
	৯২২,	৯২	

এজেলায় পুলিসের কাজে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ১ জন, ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ১ জন, ইন্‌স্পেক্টর ৫ জন, সাবইন্‌স্পেক্টর ৩৮ জন হেডকনষ্টেবল ৫১ জন কনষ্টেবল ৪২২ জন আছে।

১৯০৬ সালে ৯টী থানা ১১টী আউটপোষ্ট ছিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ১ জন ইনস্পেক্টর ৫ জন সাবইনস্পেক্টর ৩১ জন হেডকনষ্টেবল ৩৫ কনষ্টেবল ৩২৫ মোট ৩৯৭ জন ছিলেন। দফাদার ২৪৯ জন এবং চোকীদার ২৭৫৪ জন ছিল।

. গত এপ্রিল মাস হইতে বিষ্ণুপুর মহকুমার রাধানগর ও শিরোমণিপুর থানা উঠিয়া গিয়াছে। শিরোমণিপুর থানার ১, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, নং ইউনিয়ন কতুলপুর থানার সহিত মিলিত হইয়াছে এবং ২, ৩, ৪, ৫নং ইউনিয়ন জয়পুরের সহিত যুক্ত হইয়াছে। রাধানগর থানার ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১১ নং ইউনিয়ন বিষ্ণুপুর থানা ভুক্ত, ১ ও ৯ নং ইউনিয়ন সোনামুখী থানাভুক্ত, ১০ নং ইউনিয়ন পাত্রসায়ের থানা ভুক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপুর থানার ২ ও ৩ ইউনিয়নের এবং কতুলপুর থানার ১, ২, ও ৩নং ইউনিয়ন জয়পুর থানার সহিত মিলিত হইয়াছে। রাধানগর ও শিরমণিপুরে পুলিসের আউটপোষ্ট আছে।

পোষ্ট অফিস।

বাঁকুড়া +	ভাদুলে	ছাতারকানালী
ছাতনা	হাড়মাসড়া	ইন্দপুর
ঝাঁটীপাহাড়ী	লালবাজার*	মানকানালী
রাজগ্রাম	রতনপুর	সানবান্ধা
শিমলাপাল	তালডাঙ্গরা	বেলিয়াতোড়*
বড়জোড়া	হাট আশুড়িয়া	মুক্তাতোড়
বিষ্ণুপুর +	বাঁকাদহ	গালিয়া
গোপালনগর	গোঁসাইপুর	রাহাগ্রাম
রামসাগর	গঙ্গাজলঘাটি +	বাঁকুলিয়া
বন আশুড়িয়া	মালিয়াড়া	মেজিয়া
শালতোড়া	শ্রীপাটপুর্ণিয়া	তিলুড়ী
গড়বাইপুর *	ফুলকুসমা	ইন্দাস
বিউর	চাঁন্দগা পলাশী	চড়িগ্রাম
রাজ খামার	রোল	শাসপুর
জয়পুর*	বৈতল	হিজলডিহা
কুচিয়াকোল	ময়নাপুর	খাতড়া*
অম্বিকানগর	রাণীবন্ধ*	কো ুলপুর
আমডাহী	বালিথা	দেশড়া
জোত জয়রাম মির্জাপুর	লেগো	মদনমোহনপুর
শামন্ত খাতা	শিহর	ওন্দা
দামোদরবাটী	লোদনা	নিকুঞ্জপুর
পাত্রসায়ের*	বালসী	বামরা
বেলুট	বেতুড়	হাট কৃষ্ণনগর
রাধানগর*	অযোধ্যা	ভড়া
পাঁচাল	সোণামুখী +	বনবীর সিংহা
ধনশিমলা	দিপাড়া	গোপীকান্তপুর
হামীর হাটী	হৃদলনারায়ণপুর	কাকটীয়া
পলাশডাঙ্গা	শারেঙ্গা	করিশুণ্ডা

যে সকল সহরের পার্শ্বে (+.) চিহ্ন আছে সেগুলিতে টেলিগ্রাফ অফিস আছে। যে সকল স্থানে তারকা চিহ্ন আছে সেগুলি সাব অফিস বাকীগুলি ব্রাঞ্চ অফিস। লালবাজার অফিস বাঁকুড়া সহরে অবস্থিত এখান হইতে চিঠি বিলি হয় না।

লাটের পরিদর্শন।

১৯২৪ সালের ৭ই জানুয়ারী বাংলার শাসনকর্ত্তা লর্ড লিটন বাঁকুড়া পরিদর্শনে আগমন করেন। ষ্টেশন হইতে ফীডার রোড দিয়া আদালত প্রাঙ্গনে সভামণ্ডপে উপস্থিত হয়েন আগমন দিবসে বাঁকুড়া সহরে হরতাল হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে আর কোন লাট ছোট লাট এরূপ ভাবে বাঁকুড়ায় আসেন নাই ইহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণ বরাবর সদর রাস্তা দিয়াই সার্কিট হাউসে গিয়াছেন। লড কারমাইকেল বাঁকুড়া ভ্রমণে আসিয়া সহরের মধ্যে কারমাইকেল বাঁধ খননের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। লর্ড রোণাল্ডশে বাঁকুড়া ভ্রমণে আসিয়া বাঁকুড়া কলেজের রোণাল্ডশে ছাত্রাবাসের ভিত্তি স্থাপন করেন। উভয়েরই স্মৃতিচিহ্ন এ জেলায় আছে।

কিন্তু লর্ড লিটনের কোন স্মৃতি চিহ্ন এজেলায় রহিল না লর্ড কারমাইকেল এ জেলার এক্তেশ্বরের মন্দির পরিদর্শন করেন করেন। লর্ড রোণাল্ডশে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর পরিদর্শন করিয়া বরাবর মটর যোগে মেদিনীপুর সহরে প্রবেশ করেন। লর্ড লিটন ও সেই পন্থা অনুসরণ করেন। লর্ড লিটন তালডাঙ্গরা থানায় আমজোড় ও রুক্মিণী খাল পরিদর্শন করেন। সমবায় সমিতির দ্বারা এই দুইটী খালের কার্য্য হইয়াছে। তিনি পুনিশোলে গুটীপোকার কারখানাও পরিদর্শন করেন। গত বর্ষায় আমজোড় খাল বন্যায় ভাঙ্গিয়া কৃষকদের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে। লাট সাহেব এই সমস্ত প৷রদর্শন করিয়া সন্তোষলাভ করেন। এবং কলিকাতায় যাইয়া ৩০শে জানুয়ারী তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রজদুর্লভ হাজরাকে যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

লাট সাহেবের পত্র।

Dear. Mr. Hajra.

অনেকে একত্র মিলিয়া নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে সাহায্য করিয়া কার্য্য করিলে যে সুফল হয়, তাহার যে সকল অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বাঁকুড়া জেলায় আমাকে দেখান হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমি যে কত আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা জানাইতে ইচ্ছা করি। অনাবৃষ্টি হেতু শস্য না জন্মিলে যে ভীষণ বিপদ ঘটে, তাহা নিজ নিজ চেষ্টা দ্বারা নিবারণের উপায় বিধান করিবার জন্য, স্ব স্ব গ্রামে সমবায় জলসেচন সমিতিগুলি যে সকল কার্য্য করিতেছেন তাহা অতিশয় উৎসাহজনক, এবং জেলার ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির চরম আশাস্থল। অতি দরিদ্র শ্রেণীর লোকেও কিরূপে সমৃদ্ধি ও সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারে তাহা এই সকল সমিতির সভ্যগণ দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি আশা করি ইঁহাদের দৃষ্টান্ত বহু-লোকেই অনুসরণ করিবেন। আমি অন্যান্য ক্ষেত্রে বলিয়াছি যে, লোকে যে পরিমাণ নিজে চেষ্টা ও সাহায্য করিবে গবর্ণমেণ্টের তাহাদিগকে সেই পরিমাণে সাহায্য করা উচিত। এই নিয়ম অনুসারে বাঁকুড়া জেলার লোকের, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাইবার বিশেষ অধিকার ঘটিয়াছে। তাঁহাদের এই প্রশংসনীয় উদ্যম আমি কখনও ভুলিব না, এবং যাহাতে এই উদ্যমকে যথোচিত উৎসাহ দেওয়া হয় আমি সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিব। তবে আমি আশা করি যেন সমবায় সমিতিগুলির সভ্যগণকে সুদ কমাইবার বা ছাড়িয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহার সুদ আদায় সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ জন্মিতে দিলে, সমবায় প্রণালীতে কার্য্য সমাধা হওয়ার পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কথা, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতেই সমিতিগুলি টাকা ঋণ পাইতে পারে। ব্যাঙ্ক ঋণ দিয়া যদি সুদ না পায় তাহা হইলে ব্যাঙ্কে টাকাকড়ির স্বচ্ছলতা থাকিবে না, কারণ, ব্যাঙ্ককেও সুদ দিয়া ঋণ করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে হয়। অধিকন্তু ব্যাঙ্কের নিজের কাজ চালাইবার খরচ আছে।

জেলার কৃষি ও হিতসাধন সভার কার্য্যের বিষয় অবগত হইয়াছি তাহাতে আমার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই সভা জনসাধারণের মধ্যে একত্র মিলিয়া কাজ করার ও নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করার প্রবৃত্তি বর্দ্ধন করিতে বিশেষভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। ধন্য তাঁহাদের চেষ্টা, ২৮০০০ হাজার

বিঘা জমি, যাহাতে অনাবৃষ্টি হেতু পূর্ব্বে শস্য জন্মিত না, এখন সে অবস্থা হইতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা পাইয়াছে। এই সভা আমার নিকট যে যে বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আমি আমার গভর্ণমেণ্টের স্থানীয়-স্বায়ত্ত শাসন বিভাগকে বলিয়াছি।

I am
yours sincerely
Lytton

লাটসাহেবের বাঁকুড়া পরিদর্শনের পর দে বৎসর অতীত হইল কিন্তু তিনি বা তাঁহার গভর্ণমেণ্ট এজেলাকে কি পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন তাহা জানিতে পারি নাই। পাঁচমুড়া ও পুনিশোলের অধিবাসীরা তাঁহাদের গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি লাট সাহেব আশ্বাসও দিয়াছিলেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। লিটন সাহেব যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন তাহাও কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। যিনি একটী বৃহৎ প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদ দখল করিয়া বসিয়া আছেন তাঁহার পক্ষে সামান্য প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা সঙ্গত হয় না। আর দুই বৎসর মাত্র তিনি এই মসনদে বসিতে পাইবেন। দরিদ্র বাঁকুড়া বাসীকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যদি কার্য্যে পরিণতঃ করিতে না পারেন তবে তাঁহার কলঙ্ক কোন কালে অপনোদন হইবে না। এ কলঙ্ক তাঁহার পক্ষে বোঝার উপর শাকের আটী মাত্র। এই জন্যই বোধ হয় তিনি দরিদ্র বাঁকুড়াবাসীর দুরবস্থার প্রতি মনযোগ দেন নাই। বাঁকুড়া জেলার অসহযোগদলের নেতা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য অনিলবরণ রায়কে বিনাদোষে বিনাবিচারে বেআইনি ভাবে কারারুদ্ধ করিয়া তিনি এ জেলাবাসীর অশ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন।

সেটেলমেণ্ট।

১৯১৭ সালের ৩১ অক্টোবর হইতে বাঁকুড়া জেলার সেটেলমেণ্টের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই কার্য্যে ২৭৬৯০০০ টাকা ব্যয় হইবে। এ পর্য্যন্ত ২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯১৫-১৬ সালে এ জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় আবার ১৯১৮-১৯ সালে ও অনাবৃষ্টির জন্য হয় কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ হওয়া সত্ত্বেও জরীপের কোন ক্ষতি

হয় নাই। দরিদ্র প্রজাগণকেই ইহার ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। অফিসের জন্য প্রশস্ত অট্টালিকা-নির্ম্মিত হইয়াছে, বিজলীর আলোক ও পাখার প্রচলন হইয়াছিল।

রবার্টসন সাহেব এ জেলায় সেটেলমেণ্ট অফিসার ছিলেন তিনি ছুটি লইয়া বিলাত যাইলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার স্থলে কাজ করে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া এ জেলায় সেটেলমেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। রবার্টসন সাহেব রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন। সুরে বাবু আয়কর বিভাগে এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন এবং শে রিভ্যালুয়েসনের কার্য্য হইতেছে। প্রথমে অতিরিক্ত হারে শেষ ধার্য্য হয় সাধারণের আপত্তিতে তাহা সংশোধন করিয়া অনেক হ্রাস হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন যে রোডশেষ দ্বিগুণ হইবে।

ব্যবস্থাপক সভা।

সংস্কার আইনের প্রথম নির্ব্বাচনে ১৯২০ সালে হাইকোর্টের উকিল ও বাঁকুড়া সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হৃষীন্দ্র নাথ সরকার এম, এ, বি এল পশ্চিম বাঁকুড়া অর্থাৎ সদর মহকুমা হইতে এবং ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত অজয় দত্ত পূর্ব্ব বাঁকুড়া অর্থাৎ বিষ্ণুপুর মহকুমা হইতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। দ্বিতীয় নির্ব্বাচনে অর্থাৎ গত ১৯২১ সালে স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদপ্রার্থী হন। বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক শ্রীঅনিলবরণ রায় এম এ সদর মহকুমায় বিষ্ণুপুরের অসহযোগী উকিল শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর মহকুমায় সদস্য পদপ্রার্থী হয়। এবারে হৃষীন্দ্র বাবু বাঁকুড়ায় এবং অজয় বাবু বিষ্ণুপুরে প্রতিদ্বন্দী হইয়াছিলেন। সদর মহকুমার ভোটারের সংখ্যা ১৫৮৭৮ জন ইহার মধ্যে ৫৫৮৫ জন ভোট দিয়াছিলেন; অনিল বাবু ৫২২৪টী হৃষীন্দ্র বাবু ৩২১টী ভোট পাইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুর মহকুমায় ভোটোরের সংখ্যা ১১৬৫৬ জন ইহার মধ্যে ৩৯৮২ জন ভোট দিয়াছিলেন। উমেশ বাবু ৩৩২১টী অজয়বাবু ৬১৯টী ভোট পাইয়াছিলেন। ফলে অনিল বাবু ও উমেশ বাবু নির্ব্বাচিত হন। সংস্কারের

পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার কোন অধিবাসী ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ অধিকার করিতে পারেন নাই। প্রথম নির্ব্বাচনে দুইজনের মধ্যে একজন এ জেলায় অধিবাসী হইলেও উভয়েই কলিকাতাবাসী ছিলেন। জেলার লোকের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ছিল না। অনিলবাবুর নাম জেলার সর্ব্বত্র পরিচিত। ৫।৬ ক্রোশ হইতে অনেক ভোটার পদব্রজে আসিয়া অনিল বাবুকে ভোট দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নিজ ব্যয়ে আসিয়াছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে বাটী ফিরিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশের সেবায় আত্ম সমর্পণ করেন দেশবাসীও তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ নহেন। বাঁকুড়াতেই আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। এবারের প্রতিনিধিদ্বয় সরকারের পদলেহী নহেন। তাঁহারা উভয়েই ব্যবস্থাপক সভায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহাদের দ্বারা বাঁকুড়া জেলার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

ঘাটোয়াল।

পূর্ব্বে এ জেলায় ঘাটোয়াল ও সর্দ্দার পুলিসের কাজ করিত এ জন্য তাহারা নিস্কর জমি পাইত। সামন্ত বাউরী বাগদি লোহার প্রভৃতি জাতি ঘাটোয়ালের কাজ করিত। বিষ্ণুপুর রাজ্যে ২৬৯৮৬৫ বিঘা জমি ঘাটোয়াল ও সর্দ্দার দিগকে নিস্কর দেওয়া ছিল। বাঁকুড়া জেলায় ৫২০ হাজার বিঘা জমি ঘাটোয়ালী ছিল। গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়াছেন এখনও কয়েক স্থানে ঘাটোয়ালী প্রথা প্রচলিত আছে। পুলিশ নিযুক্ত হইলেও ঘাটোয়ালেরা পুলিশকে সাহায্য করিত। কয়েকজন ঘাটোয়াল নির্দ্দিষ্ট দিন থানায় থাকিয়া পাহারা দিত।

রেলওয়ে।

বেঙ্গল নাগপুর রেলের খড়্গপুর ঝরিয়া সেকসন লাইনের উপর বাঁকুড়া ষ্টেশন অবস্থিত। খড়্গপুর হইতে ৭২ মাইল, আদড়া হইতে ৩৩ মাইল। রাঁচী এক্সপ্রেস ট্রেণ এই লাইন দিয়া হাওড়া হইতে রাঁচী যাতায়াত করে। উত্তর

পশ্চিমের যাত্রীরা এই লাইন দিয়াই শ্রীক্ষেত্র যাতায়াত করে। বাঁকুড়া হইতে রাঁচী ১৩১ মাইল। লোহারদাগা ১৭৩ মাইল। প্রত্যহ তিনখানি করিয়া ৬ খানি যাত্রীবাহী ট্রেন যাতায়াত করে। ষ্টেশনের প্লাটফরম তত উচ্চ নহে। তৃতীয় শ্রেণীর টিকিটঘরের নিকট বিশ্রামাগার নাই।

প্রধান ষ্টেশন হইতে দূরত্ব।

	হাওড়া	আসানসোল	গুমো	নাগপুর	ওয়ালটেয়ার
বাঁকুড়া	১৪৪	৫৯	৭৯	৬৩৯	৫৪৬
ছাতনা	১৫২	৫১	৭০	৬৩০	৫৫৫
ঝাঁটীপাহাড়ী	১৫৮	৪৫	৬৪	৬২৫	৫৬১
ভেদুয়াসোল	১৩৯	৬৪	৮৩	৬৪৩	৫৪২
ওন্দাগ্রাম	১৩৪	৬৯	৮৮	৬৪৯	৫৩৭
রামসাগর	১২৮	৭৫	৯৪	৬৫৪	৫৩১
বিষ্ণুপুর	১২৫	৭৮	৯৭	৬৫৭	৫২৮
পিয়ারডোবা	১১৭	৮৬	১০৫	৬৬৫	৫২০

বাঁকুড়া সহর হইতে জব্বলপুর ৬৯৯ মাইল এবং কাটনী হইতে ৫৮০ মাইল।

বাঁকুড়া হইতে বি. ডি. আর রেলের ষ্টেশনের দূরত্ব।

বিকনা	৩	পাত্রসায়ের	৩৫
নবান্দা	৫	বেতুড়	৩৮
বেলবনী	৭	ইন্দাস	৪৩
বেলিয়াতোড়	১২	শাসপুর রোড	৪৬

বৃন্দাবনপুর	১৬	বোয়াইচণ্ডী	৪৯
হামিরহাটী	২১	কয়ার	৫২
সোনামুখী	২৫	শেহারা বাজার	৫৪
ধনশিমলা	২৯	গোপীনাথপুর	৫৭
ধগড়িয়া	৩২	রায়নগর	৬০

বাঁকুড়া হইতে বৰ্দ্ধমান জেলার রায়না পর্য্যন্ত ৬০ মাইল ছোট রেল লাইন আছে। বাঁকুড়া দামোদর রিভার রেলওয়ে কোং লিমিটেড ইহার মালিক। কলিকাতার ম্যাকলাউড কোম্পানী ইহার ম্যানেজিং এজেন্ট। এই রেল কোম্পানীর মূলধন ৩৪ লক্ষ টাকা। গত ১৯২৩—২৪ সালে এই কোম্পানীর ১৯৯০৩০ টাকা আয় এবং ১৫৫৪০৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে। খাটী আয় ৪৩৬২১ টাকা। এই লাইন বৰ্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইলে আয় বৃদ্ধি হইবে। কারণ তাহা হইলে কলিকাতার যাত্রী এই লাইন দিয়া কলিকাতা যাইবে। রেললাইন দামোদর নদের তীর পর্য্যন্ত গিয়াছে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইলে নদী বাধিতে হইবে। ইহাতে অনেক খরচ হইবে। যেমন খরচ হইবে আয়ও তেমনি বৃদ্ধি হইবে।

বন্যজন্তু।

পূর্ব্বে এ জেলার জঙ্গলে হাতী দৃষ্ট হইত। মধ্যে মধ্যে ময়ূরভঞ্জের জঙ্গল হইতে দলে দলে হাতী এ জেলার জঙ্গলে আসিত। গ্রামে আসিয়া শস্য নষ্ট করিত। বাঁকুড়া মেদিনীপুর সিংহভূম ও ময়ূরভঞ্জের ও মানভূমের নিবিড় জঙ্গলে সংযুক্ত ছিল। এক্ষণে মধ্যস্থানের অনেক জঙ্গল নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আর হাতীর আমদানী হয় না। হরিণও এ জেলার জঙ্গলে দৃষ্ট হইত। এখনও দক্ষিণাংশে কালে কচিৎ ২।১টা দৃষ্ট হয়। এ জেলায় নেকড়ে বাঘ. ও বাঘ, ভালুক, বন্য শূকর খরগোস প্রভৃতি বন্য জন্তু দৃষ্ট হয়। জেলার দক্ষিণাংশে বন্যজন্তু বেশী দৃষ্ট হয়। সোনামুখীর জঙ্গলে বন্য শূকর ও ভল্লুক দৃষ্ট হয়।

বন্য শূকর।

সন ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসে দামোদর নদীতে ভীষণ বন্যা হয়। এই বন্যায় বাঁকুড়া জেলার উত্তরাংশের বহু স্থান ভাসিয়া যায়, বন্যার পলীতে নদী তীরে মানা হয় এই মানাগুলি এখন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। বন্যার পর হইতে জেলার উত্তরাংশে বন্য শূকর দৃষ্ট হয়। লোকে প্রথমে ইহা অনুমান করিতে পারে নাই। ক্রমে ক্রমে ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হওয়ায় ইহারা মেজিয়া বড়জোড়া, সোনামুখী, ইন্দাস, পাত্রসায়ের, ওন্দা, গঙ্গাজলঘাটী থানায় বিস্তৃত হইয়াছে ইহারা রাত্রে মাঠে আসিয়া আখ ও রবিশস্য নষ্ট করিয়া দেয়। অনেক স্থানে বন্য বরাহের অত্যাচারে আখ, পেঁয়াজ, গম, যব, কলাই প্রভৃতি চাষ উঠিয়া গিয়াছে। ইহাদিগকে বিনাশ করিতে না পারিলে এ জেলার কৃষি কার্য্যের উন্নতি হইবে না। ক্রমশঃ ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতেছে এবং গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িতেছে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য থানায় ইহাদের অত্যাচার আরম্ভ হইবে। সন ১৩৩০ সালে জেলার কৃষি ও হিতকরী সমিতি তিন মাসের জন্য মাসিক ১২ টাকা বেতনে একজন শিকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু ইহার দ্বারা সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই। ৭টী থানার বন্যশূকর বধের জন্য একজন শিকারী দ্বারা কি হইবে। এই শিকারীর দ্বারা ওন্দাথানায় ৬টী হত ও ৬টী আহত হইয়াছে। বন্য বরাহ বিনাশের জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে দফাদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বন্দুকের পাশ দিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে বন্দুক থাকিলে ইহাদের অত্যচার হইতে বাঁকুড়া জেলা পরিত্রাণ পাইবে।

পর্ব্বত।

বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়ার পাহাড় সর্ব্বোচ্চ। ছাতনা ষ্টেশনের ৬ মাইল উত্তরে ইহা অবস্থিত। ইহার উচ্চতা ১৪৪২ ফুট, পরিধি ৬ মাইল। পর্ব্বত ও পার্শ্ব প্রদেশ জঙ্গলপূর্ণ। এই পাহাড়ে মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর কোন

সময়ে এই লিপি খোদিত হইয়াছে। এই লিপির আকার গুপ্ত লিপির মত। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাংলাদেশে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা চন্দ্রবর্ম্মার লিপি হইতে কতকটা জানাযায়। গভর্ণমেণ্ট আইনানুসারে এই শিলালিপি রক্ষার আদেশ দিয়াছেন। পূর্ব্বে বেঙ্গলষ্টোন কোম্পানী এই পর্ব্বতের মালিক ছিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ কাষ্ঠ ব্যবসায়ী (Timber merchant) শ্রীযুক্ত ভুতনাথ কোলে মহাশয় ইহা খরিদ করিয়াছেন। এই পর্ব্বত হইতে পাথরের নানাপ্রকার দ্রব্য তৈয়ার হয়। ঘরের মেজে কিম্বা দেওয়ালে দিবার জন্য বড় টালী তৈয়ার হয়। এই টালী নানাস্থানে রপ্তানী হয়। মেজিয়া ও শালতড়া থানায় কয়েকটী পর্ব্বত আছে। খাতড়া ও রাণীবান্ধ থানায় অনেকগুলি পর্ব্বত আছে। মশুাড়ার পাহাড়ে এক সাধু বাস করেন। বিহারীনাথ এজেলার পর্ব্বতের মধ্যে দ্বিতীয়। পূর্ব্বাংশে কোথাও পাহাড় নাই জেলায় প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্র পাহাড় আছে।

জঙ্গল।

বাঁকুড়া, ছাতনা, ইন্দপুর, তালডাঙ্গরা ও ওন্দা থানায় কাঠের অভাব হইয়াছে। সেনামুখী পাত্রসায়ের বিষ্ণুপুর থানায় এখনও জঙ্গল আছে তবে বৃহৎ বৃক্ষ নাই। রাইপুর, রাণীবান্ধ ও সীমলাপাল থানা রেল লাইন হইতে দূরে অবস্থিত এজন্য এই তিন থানায় এখনও কাঠের অভাব হয় না। এই তিন থানায় নিবীড় জঙ্গল আছে। বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ আছে। এই সকল জঙ্গলে বাঘ ভালুক শূকর ও হরিণ বাস করে। ছাতনা, ওন্দা ও বাঁকুড়া থানার লোককে বাহির হইতে জ্বালানী কাঠ আনিতে হয়। মানভূমের জঙ্গল হইতে জ্বালানী কাঠ আমদানী হয়। জ্বালানী কাঠের দর ক্রমেই মহার্ঘ হইতেছে। কলিকাতায় যে দরে কাঠ বিক্রি হয় বাঁকুড়ায়ও সেই দরে বিক্রি হয়। পিয়ারডোবা ষ্টেশন হইতে কলিকাতায় জ্বালানী কাঠ ও পাতা রপ্তানী হয়। বাসনেরও কারখানায় পোদ্দারের কাজে অনেক কাঠ কয়লার আবশ্যক হয়। এজন্য এসকল কাজে এজেলাতেই অনেক কাঠ কয়লা খরচ হয়। পিয়ারডোবা হইতে অনেক কাঠ কয়লা ঘাটালে রপ্তানী হয়। যেখানে জঙ্গল কাটা হইতেছে সেখানে আর সেরূপ

ভাবে জঙ্গল গজাইতেছেনা। কাজেই অনুমান ২০।২২ বৎসরের মধ্যে এজেলার জঙ্গল নিঃশেষ হইয়া যাইবে। মেদিনীপুরের জমীদার কোং যেরূপ ভাবে জঙ্গল রক্ষা করেন, বাঁকুড়া জেলার কোন জমিদার সেরূপ ভাবে জঙ্গল রক্ষায় যত্নবান হন না।

নদী।

দামোদর নদী জেলার উত্তর সীমায় অবস্থিত। বর্দ্ধমান বাঁকুড়া এই জেলার সীমা নির্দ্ধারন করিয়াছে। দ্বারকেশ্বর নদী মানভূম হইতে বাহির হইয়া এ জেলার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার সীমায় যাইয়া ঘাটালের নিকট রূপনারায়ণ নাম পাইয়াছে। কোলাঘাট ষ্টেশনে বেঙ্গল নাগপুর রেল লাইন এই নদীর উপর দিয়া গিয়াছে। বাঁকুড়া সহরের দক্ষিণ পশ্চিমে দ্বারকেশ্বর ও উত্তর ধারে গন্ধেশ্বরী নদী অবস্থিত। তপোবনের নিকট এই দুই নদী মিলিত হইয়াছে। গন্ধেশ্বরী নদী শালতাড়া থানার মুড়লু গ্রাম হইতে প্রবাহিভ হইয়া কাঁকির নিকট দ্বারকেশ্বরে মিশিয়াছে। শালী নদী শুনিয়া পাহার হইতে বাহির হইয়া দামোদরের সহিত মিলিত হইয়াছে। অডকষা ও কাঁসাচরা নদী মানভূম হইতে প্রবাহিত হইয়া ছাতনা পরগণা দিয়া জটিয়ার ডিহি মৌজাতে উভয়ে মিলিত হইয়া মেট্যাকলা গ্রামের নিকট দ্বারকেশ্বর নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়য়ছে। বিড়াই নদীর তীরে বিষ্ণুপুর অবস্থিত। এই নদী ও দ্বারকেশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। কাসাই ও শিলাই অন্য তম প্রধান নদী। এই দুইটী নদী মানভূম হইতে বহিতেছে। শিলাই নদী ইন্দপুর, খাতড়া ও শিমলাপাল থানায় প্রবাহিত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় গিয়াছে। কসাই নদী খাতড়া রানীবন্ধ ও রাইপুর থানা দিয়া প্রবাহিত হইয়া মেদিনীপুর জেলায় গিয়াছে।

গ্রীষ্মকালে এই নদীগুলি শুষ্ক থাকে। বালী খুড়িলে জল বাহির হয়। বর্ষার সময় নদীগুলি জল পুর্ণ হয়। বৃষ্টি বন্ধ হইলে ২।৪ দিন পরে নদীতে সামান্য স্রোত থাকে মাত্র। নদীগুলি মধ্যে মধ্যে বান্ধাইয়া দিলে এজেলায় কৃষিকার্যের অনেক সুবিধা হয়; এবং নদীগুলিতে বারমাস জল থাকে। জেলায় জলকষ্ট

নিবারিত হয়; এবং অজন্মার হাত হইতেও নিষ্কৃতি পায়। যে সকল জমী অনাবাদী পড়িয়াছে সে গুলিতেও আবাদ হয়। বর্ষাকালে নদীতে বন্যা হইলেই ইলিশ মাছ আমদানী হয়। তখন স্থানীয় অধিবাসীরা এই সময়ে নদীতে ইলিশ মাছ ধরে।

মহান্ত।

জেলায় প্রায় ১৫ জন মহান্ত আছেন। ইহাদের অনেকেই কুক্রিয়াসক্ত ও উচ্ছৃঙ্খল। ইহারা জমিদারের প্রদত্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি ভোগ করিতেছেন এই সকল মহান্তদের বার্ষিক সমবেত আয় তিন লক্ষ টাকার কম নহে। এজেলায় বর্দ্ধমান চন্দ্রকোণার মহান্তের ও কিছু ভূসম্পত্তি আছে। এই সকল মহান্তেরা হিন্দুস্থানী,ইহাদের চেলারাও হিন্দুস্থানী। বাঙ্গালীরা মহান্ত হইতে পারে না। এই হিন্দুস্থানীর দল বাংলায় আসিয়া বেশ মজা লুটিতেছে। বাঙ্গালীরা বর্ব্বর জাতি তাই এই সকল হিন্দুস্থানী মহান্ত বেশধারী গুণ্ডার দল নির্ব্বিবাধে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করিতেছে, সতী সাধ্বী রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছে, কুলললনাকে কুলের বাহিরে আনিয়া ভোগ লালসা চরিতার্থ করিতেছে আর নির্লজ্জ বাঙ্গালী তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাহাদের পদরজ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছে। বাঙ্গালী ইহার প্রতিকার করিতে পারিতেছে না। ১৮৭৫ সালে তারকেশ্বরের মহান্ত মাধবগিরি এলোকেশী হাঙ্গামায় কারাবদ্ধ হয়। এই সময়েই তাহার লাম্পট্য দেশময় বিস্তৃত হয় এবং এবারেই সে ধরা পড়ে কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও সে বহুনারীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিল কিন্তু তাহা এত গোপনে হইত যে সহজে ধরা পড়ে নাই। কারাগার হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাধবগিরি আবার নির্ব্বিবাদে মহান্তের গদি পাইয়াছিল বাঙ্গালাদেশে কেহই তাহার প্রতিবাদ করে নাই। ইহার পূর্ব্বে নিলকর হাঙ্গামায় দেশের সর্ব্বত্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। সে সময়ে বাংলায় সতীত্বের কোন মূল্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রতিবাদ হইয়াছিল। কিন্তু হিন্দুর তীর্থ ক্ষেত্রে সতী রমণীর সতীত্ব নাশের প্রতিকারের জন্য দেশময় কোন আন্দোলন হয় নাই। এসময়ে

বাঙ্গালাদেশে কুলীন বামুনদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ একশত দুইশত পর্য্যন্ত বিবাহ করিতেন। মাধবগিরির পর সতীষগিরি গদি পাইয়াছে। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে বহু আখ্যায়িকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার একটীরও প্রতিবাদ প্রকাশিত হয় নাই। সতীশগিরির টাকার অভাব নাই সে সচ্চরিত্র হইলে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনাবলী মিথ্যা হইলে সে নিশ্চয়ই ইহাদের নামে মান হানির মোকদ্দমা করিত।

তারকেশ্বরের এই অনাচার ও অত্যাচার নিবারণে অগ্রণী হইয়াছেন দুইজন হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী। তাঁহারা বাঙ্গালীর কানে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন হিন্দুর তীর্থস্থানে তোমাদের মা ও ভগিনীর সতীত্ব নষ্ট হইতেছে, আর তোমারা অধম ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া আছ। তোমাদের চৈতন্য নাই তোমাদের আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান নাই, সতীত্বের মূল্য বুঝ নাই। তারকেশ্বরের সংস্কারের জন্য তাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন। বৃদ্ধস্বামী সচ্চিদানন্দ অদম্য উৎসাহে যুবকের ন্যায় পরিশ্রম করিতেছেন। হুগলী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার বাঙ্গালী হিন্দু হইয়াও এই কার্য্যে বাধা দিতেছেন। হায়রে দাসত্ব। ধন্য তোর মহিমা! তোর অসাধ্য কিছুই নাই। বাংলার তারকেশ্বর তীর্থক্ষেত্রে হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতীয় রমণীর সতীত্ব নষ্ট করিয়া নির্ব্বিবাদে দেবোত্তর সম্পত্তি ভোগ দখল করিয়া সমগ্র বাঙ্গালীর মুখে চুণ কালী দিয়া বাঙ্গালী জাতীকে বোকা বানাইয়াছে এ ধারণা যদি এই দুই উচ্চ পদস্থ রাজ ভৃত্যের থাকিত তাহা হইলে তাঁহারা স্বধর্ম্মের গৌরব রক্ষার জন্য তারকেশ্বরের হিন্দুস্থানী মোহান্ত ও তাহার চেলা চামুণ্ডার দলকে একেবারে হুগলী জেলা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিতেন না পারিলে তাহারা সরকারের চাকরিতে ইস্তফা দিতেন কিন্তু টাকা বড় ধন।

বাঙ্গালীর নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই প্রায় ষাটবৎসর ধরিয়া হিন্দুস্থানী গুণ্ডার দল বাঙ্গালায় বাঙ্গালী রমণীর উপর ক্রমাগত পাশবিক অত্যাচার করিতেছে।

সন ১৩৩০ সালের মাঘ মাসে স্বামী বিশ্বানন্দ আদড়া হইতে পদব্রজে বাঁকুড়া আসিয়াছিলেন এবং এখান হইতে পদব্রজেই বেলিয়াতোড় সোনামুখী ইন্দাস প্রভৃতি স্থান দেখিয়া তারকেশ্বর গিয়াছিলেন। এজেলার অনেক মোহান্তের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া এবং প্রত্যক্ষ দেখিয়া গিয়াছেন। তারকেশ্বর সংগ্রামে তিনি জয়ী হইলে বাঁকুড়ায় আসিয়া এই সকল মহান্তদের অত্যাচারের প্রতিকার করিবেন

তিনি আমাদিগকে এইরূপ আশা দিয়া গিয়াছেন। এইজন্য তারকেশ্বরের সহিত বাঁকুড়ার ভাগ্য জড়িত। বাঁকুড়া জেলার মহান্তদের সম্পত্তি সাধারণের হস্তগত হইলে এবং প্রতিবৎসর এই টাকা জল কষ্ট নিবারণে ব্যয় করিলে কয়েক বৎসরের মধ্যে এজেলায় জলাভাব দূর হইবে। এই টাকায় বাঁকুড়া জেলার অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে অথবা নানা স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া দরিদ্রদিগকে অকাল মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করা চলে। ইহার দ্বারা দরিদ্র জেলার প্রভূত মঙ্গল হইবে।

পাগল হরনাথ।

সন ১২৭২ সালে ১৮ই আষাঢ় সোনামুখী গ্রামে শ্রীশ্রীপাগল হরনাথের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম ৺জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মাতার নাম ভগবতী সুন্দরী দেবী। এই ৭২ সালে বাঁকুড়া জেলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ঠাকুরকে গর্ভে ধারণ করিয়া তাঁহার মাতাঠাকুরাণী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। দুই বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ইনি কুচিয়াকোল স্কুলে ভর্ত্তি হন। বাঁকুড়া জেলার মধ্যে এই বিদ্যালয়ের বেশ সুখ্যাতি আছে। ইহার সমতুল্য স্কুল এজেলার মফস্বলে দ্বিতীয় নাই। প্রতি বৎসর এই বিদ্যালয় হইতে বহুছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইতেছে। ১৮৮৪-৭৫ সালে হরনাথ এই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইনি এফ এ পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হইয়া মেট্রোপলিট্যান (বর্ত্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ইন্‌ষ্টিটিউসনে বি, এ, পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হন। এই সময়ে তিনি দারুণ কাশরোগে আক্রান্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের খতিয়ানে ইহার তত সুখ্যাতি নাই কারণ ইনি তিন বার বি, এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন তিন বারই অকৃতকার্য্য হন। এসময়ে তাঁহার প্রাণ পৃথিবীর দিকে থাকে নাই। তাঁহার মনের অবস্থা বড়ই উন্মত্ত ছিল সাংসারিক বিষয়ে উদাসীনতা পরিলক্ষিত হইত। তিনবার অকৃতকার্য্য হইবার পর তিনি কলেজের অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। দুই বৎসর দেশে থকিয়া চাকরীর অনুসন্ধান করেন পরে

১৩০০ সালে কাশ্মীরে মহারাজের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেণ। ইহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক বৃত্তান্ত আছে। স্বর্গীয় অটলবিহারী নন্দী প্রথম ঠাকুরের শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সহিত পত্রব্যবহার করেন। কিছুদিন পরে নন্দী মহাশয় ভক্তগণের নিকট এই সকল পত্র সংগ্রহ করিয়া "পাগল হরনাথ" পুস্তক প্রকাশিত করেন। প্রথম সংস্করণে "শ্রীমদ হরনাথ ঠাকুরের পাগলামী" নামে পত্রাবলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় পরে ঠাকুরের আদেশে "পাগল হরনাথ" এই সংক্ষিপ্ত নামে প্রকাশিত হয়। পাগল হরনাথ চারিখণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার অনেক সংস্করণ হইয়াছে। ইংরাজী উড়িয় মারাঠী, গুজরাঠী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক পাঠ করিয়া হাজার হাজার নরনারী শান্তিলাভ করিতেছে। পাপ পথ ছাড়িয়া ধর্ম্মপথের পথিক হইতেছে। ঠাকুরের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে পত্র আসিতেছে। তিনিও ভারতের নানা প্রদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। ব্রহ্মদেশ ও সিংহল হইতেও তাঁহার নিকট পত্র আসিতেছে। সুদূর আমেরিকা, জাপান, ফ্রান্স ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে তাঁহার নিকট পত্র আসিতেছে।

হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, পার্শী, জৈন, শিখ, তাঁহার উপদেশামৃত পান করিয়া শান্তি লাভ করিতেছে। ভক্তগণ তাঁহাকে নিত্যানন্দের অবতার মনে করেন। শুনাযায় অনেক খৃষ্টান ভক্ত তাহাকে যীশুকৃষ্টের অবতার মনে করেন। ফ্রান্সে যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছিল। তাঁহায় নিকট জাতি বিচার নাই সকল জাতি এক পংক্তি বসিয়া একত্রে ভোজন করিতে দ্বিধা বোধ করে না। ইহারা ব্যভিচারী নহেন, সকলেই নিষ্টাবান ধার্ম্মিক। গোঁড়ামী তাঁহার কাছে স্থান পায়না। বাঙ্গালী, উড়িয়া, বিহারী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজপুত গুজরাটী, আরাবী, মাদ্রাজী আসামীরা সকলে এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন করিতেছেন।

সন ১৩২৩ সাল হইতে তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার জন্মোৎসব কার্য্য প্রতি বৎসর সম্পন্ন করিয়া আসিতেচেন। সন ১৩২৩ সালের ১৭ই আষাঢ় কলিকাতার টালার শ্রীযুক্ত ভাগবতচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে প্রথম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঘটনাক্রমে ঠাকুর এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। মোট ২০।২২ জন ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিল। এবং ১৩২৲ টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছিল। উৎসবে কীর্ত্তন ও দরিদ্র নারায়নের সেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

১৮ই আষাঢ় ঠাকুরের জন্ম, দ্বিতীয় বার হইতে এই জন্ম দিবসে উৎসব হইয়া আসিতেছে। সন ১৩২৪ সালে পুরীধামে দ্বিতীয় উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসবে বহুভক্ত উপস্থিত হন। কাঙ্গালী ও বৈষ্ণব ভোজন হয় এই উৎসবে ৬৬১৲ টাকা ব্যয় হয়।

সন ১৩২৫ সালের ১৮ই আষাঢ় পুরীধামে তৃতীয় জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ১৯৮৫৲ টাকা ব্যয় হয়।

সন ১৩২৬ সালে বরাহনগরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের বাগান বাটীতে চতুর্থ জন্মোৎসব সম্পন্ন হয়। খুব আড়ম্বরের সহিত এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে বহু ভক্ত আসিয়াছিলেন। অটল বিহারী নন্দী মহাশয় বৃন্দাবন হইতে আসিয়া এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। জন্মোৎসর ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর ঠাকুর সমবেত ভক্তগণকে কহিলেন "তোমরা সব এক হয়ে যাও।" এই উৎসবে ৪০৪৩৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

সন ১৩২৭ সালে বোম্বাই সহরে Altamond Road এ অবস্থিত শেঠ চতুভুজ ভবানীদাসের প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকায় পঞ্চম জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এই প্রাসাদ টীর মূল্য আটলক্ষ টাকা মাসিক ভাড়া পাচহাজার টাকা এই বাড়ীটীর প্রাঙ্গন ২০ বিঘা। ইহার হলটীতে ৭।৮ শত লোক বসিতে পারে। বাংলার বাহিরে এ পর্য্যন্ত কোন জীবিত কি মৃত বাঙ্গালীর জন্মোৎসব এরূপ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয় নাই। এই উৎসবে ১০৯০৭৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। যদিও সকল প্রদেশেয় ভক্তগণ এই অনুষ্ঠানে সাহায্য পাঠাইয়াছেন তথাপি বোম্বাইএর ভক্তবৃন্দই অধিকাংশ টাকা দিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ভগবান দাস বহু সহস্র টাকা মূল্যে একটী উৎকৃষ্ট মটরকার খরিদ করিয়া রাখিয়া ছিলেন তাহা ব্যবহার করেন নাই। উৎসবের সময় ঠাকুর প্রথম এই গাড়ীতে উপবেশন করেন। বহু পার্শী এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন হরনাথের উপদেশামৃত প্রচারের জন্য বোম্বাইএর ধনকুবের ভক্তগণ অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন। তাঁহার পত্রাবলী নানা ভাষায় অনুবাদ করাইয়া বিতরণ করাইতেছেন। সেখানে হরনাথ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। হরনাথের পত্রাবলী সংগ্রহ করিতেছেন। ধন্য তাঁহারা। তাঁহারাই ঠাকুরের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৪টা উৎসবে মোট যত ব্যয় হইয়াছিল এক বোম্বাই উৎসবে তদপেক্ষা বেশী খরচ হইয়াছিল।

সন ১৩২৮ সালে পূরীধামে ষষ্ঠ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে এক হাজার বাঙ্গালী ভোজন হয়। নানা দেশ হইতে বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করেন এই বৎসর ৬৬০০৲ টবকা ব্যয় হয়।

সন ১৩২৫ সালে বরাহনগরে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে মহাশয়ের বাগানবাটী সপ্তম উৎসব হইয়াছিল। এবারে এত ভক্তের সমাগম হইয়াছিল যে এই বৃহৎ বাগান বাটীতে স্থান সঙ্কুলন না হওয়ায় বরাহনগরে ভক্তদের থাকিবায় জন্য আরও ৬।৭টী বাটী ভাড়া লইতে হইয়াছিল। এই উৎসবেও বহু বাঙ্গালী খাওয়ান হইয়াছিল। এই উৎসবেও ৬৪৮৪৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

সন ১৩৩০ সালে ময়মনসিংহ জেলায় আঠার বাটীতে অষ্টম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বহু মুসলমান এই উৎসবে যোগদান করিয়াচ্ছিলেন। আসাম পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের বহুভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। মুসলমানগণ ভক্তির সহিত তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। তাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছিলেন। এই উৎসবে ৬৪৬৮৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। নিজ ময়মনসিংহ জেলার ২৬০০৲ টাকা চান্দা আদায় হইয়াছিল।

সন ১৩৩১ সালে নাগপুরে নবম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা ও উড়িষ্যার বাহিরে ইহাই দ্বিতীয় উৎসব নানা প্রদেশ হইতে বহু ভক্ত এই উৎসবে যোগদাদ করিয়াছিলেন। ইহাও বাঙ্গালীর পক্ষে গৌরবের বিষয়। নাগপুরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এই উৎসবে টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

সন ১৩১৯ সালে দোল পূর্ণিমায় দিন পুরীধামে সমুদ্রতীরে পুরীহরনাথ অনাথ আশ্রমেব প্রতিষ্ঠা হয়। ভক্তগণ পুরীধামে আসিলে এই আশ্রমে বাস করিতে পান। ঠাকুরও মধ্যে ২ এই আশ্রমে আসিয়া বাস করেন। এই আশ্রমেই ঠাকুরের জন্মোৎসব কার্য্য সম্পন্ন হয়। উক্ত জন্মোৎসবের প্রতি অনুষ্ঠানে বাঙ্গালী ভোজন হয়।

পাগল হরনাথ শুধু বাঁকুড়ায় নয়, বাংলার নয় ভারতের গৌরব। তিনি ভারতে সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়ে, জাতিভেদ প্রথা শিথিলতার কম সাহায্য করেন করেন নাই। নিষ্ঠাবান হিন্দু মুসলমান তাঁহার উপদেশামৃভ পান করিয়া

স্বধর্ম্মে একনিষ্ঠ থাকিয়া পরস্পরকে ভাই ভাই রূপে প্রেমালিঙ্গন করিতেছে। যে তাঁহার সংস্রবে আসিয়াছে সেই হিংসা বিদ্বেষ ভুলিয়া প্রেমে আত্মহারা হইয়াছে।

ইহার কোন বাহ্যিক আড়ম্বর নাই। স্ত্রী পুত্র লইয়া সংসারে বাস করিতেছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন সাধারণ লোকের জীবন যাপন করিতেছেন কিন্তু সংসারে সকল বিষয়েই তিনি নির্লিপ্ত ছিলেন পেঁকাল মাছের মত আছেন। সংসারী অথচ কিছুতেই আকৃষ্ট নন। বেশ ভূষার ধুতি চাদর জামা, পায়ে জুতা, বেশভূষায় সাধুসন্নাসীর কোন লক্ষণ নাই। যিনি ইহাকে দর্শন করিয়াছেন তিনিই ইহার শিশুত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, যিনি ইহার সংস্রবে আসিয়াছেন তিনিই ইহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছেন। ইহার প্রতি ভক্তিমান হইয়াছেন। ঠাকুর সরলতার উৎসপ্রেমের অবতার। বাস্তবিক এরূপ প্রেমময় দুর্লভ। তিনি গুপ্ত ছিলেন অটলবিহারী তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দিলেন। সকলেই তাঁহার কাছে সমান। সকলেই তাঁহাকে আপনার লোক মনে করেন। পাগল হরনাথের উপদেশ ভারতের প্রতি নগরে প্রতি গ্রামে প্রচারিত হইলে, ভারতের সকল ভাষায় তাঁহার উপদেশাবলী প্রকাশিত হইলে ভারতের জাতীয় সমস্যার সমাধান হইবে। বোম্বাইয়ের হরনাথ সমিতি তাঁহার উপদেশ সংক্ষিপ্ত পুস্তিকারে প্রকাশিত করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বহুস্থানে এই পুস্তিকা বিতরিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের হরনাথ সমিতি তাহার ভক্ত ও হিতৈষীগণের সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। কোটীপতি হইতে সামান্য পর্ণকুটীরবাসী পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী উকিল ব্যারিষ্টার ডাক্তার অধ্যাপক ব্যবসায়ী কৃষক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া এই চির দুঃখময় সংসারে অপার শান্তি পাইতেছে।

যেখানে যেখানে ঠাকুরের ভক্ত আছেন সেই সকল স্থান হইতে জন্মোৎসবের জন্য সাহায্য প্রেরিত হয়। যেস্থানে উৎসব হয় সেই স্থানের ভক্ত গণকেই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হয় না। ভারতবর্ষে ও ব্রহ্মদেশের বহুস্থান হইতে সাহায্য আসে, নেপাল শিমলা কাশ্মীর রাওল পিণ্ডি ;আসাম নীলগিরি, বরদা, করাচী, সুরাট, ব্রোচ, বেলগম, মাইমো, পেগু রেঙ্গুন প্রভৃহি স্থান হইতে প্রতি বৎসর সাহায্য আসে।

জমীদার।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বিষ্ণুপুর ও বারহাজারী পরগণার মালিক। পঞ্চকোটের রাজা সাহেব মহিশরা পরগণার মালিক। ভাগলপুরের পরলোকগত উকিল চন্দ্রশেখর সরকারের পুত্রগণ অম্বিকানগর ও রাইপুর পরগণার মালিক। এই ষ্টেট এখন রিসিভারের তত্ত্বাবধানে আছে। শিমলাপাল ও ভালাইডিহার জমীদার দ্বয় উৎকলীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বাংলার জমীদারদের অনাচার ও অসৎগুণে ইহারা আক্রান্ত হন নাই। ইহাদিগকে বাংলার আদর্শ জমীদার বলিলেও হয়। কারণ ইহারা বরাবর নিজের জমীদারী-তেই বাস করেন। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে বাঁকুড়া আগমন করেন। নিজেরা চাষও করেন। প্রজাদের অভাব অভিযোগ রাজার গোচরে আনিতে কোন কষ্ট হয় না। তাঁহারাও স্বয়ং জমীদারীর কার্য্য পরিদর্শন করেন। মালিয়াড়ার রাজা নগেন্দ্রনারায়ণ চন্দ্রধুর্য্য মালিয়াড়া পরগণার জমীদার ইহা আয়তনে অন্যান্য জমীদারীর চেয়ে কম। শিয়াড়শোলের রাণী শ্যামাসুন্দরীরও এজেলায় জমীদারী আছে। কাশীপুরের জগন্নাথপ্রসাদ সিংহদেওএরও এজেলায় জমীদারী আছে। ছাতনার জমীদার ছাতনা পরগণার মালিক কিন্তু তিনি প্রায় দুইলক্ষ টাকা দেনা থাকায় জমীদারীতে কোন সুবিধা করিতে পারেন না। তাহার জমীদারীর কতক অংশ বেগডানলপ কোম্পানীকে কয়েক বৎসরের জন্য ইজারা দিয়াছেন। তাহার জমীদারী বাসলীদেবীর নামে অর্পন করিয়া প্রজাদের নিকট হইতে সাহায্য আদায় করিয়া দেনা পরিশোধের বন্দোবস্ত হইতেছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্রেঞ্চ সাহেব ও সদর সাবডিভিজন্যাল অফিসার শ্রীযুক্তসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। বাংলার বহু পুরাতন জমীদারী পরহস্তগত হইয়াছে। এজেলায় বিষ্ণুপুর বারহাজারী রাইপুর অম্বিকানগর প্রভৃতি প্রাচীন জমীদারী পরহস্তগত হইয়াছে। জমীদার দের বংশধরগণ এখন দারিদ্রদশায় কালাতিপাত করিতেছেন। ছাতনা বাংলা দেশের প্রাচীনতম জমীদারদের অন্যতম ফ্রেঞ্চ সাহেব ও সত্যেন্দ্র বাবুর চেষ্টা সফল হইলে বাংলার একটী বহু প্রাচীন জমীদার বংশ ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা পাইবেন। রাজপুরুষের এই উদ্যম সর্ব্বতোভাবে প্রসংসনীয়। প্রজারা জমীদারকে ঋণমুক্ত করিতে ইচ্ছুক। ইহারা ২৮ পুরুষ ছাতনায় জমীদারী

করিতেছেন। এই দেনা বর্ত্তমান কালের নহে অনেক দিনের। আনন্দকুমারী আমল হইতে ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন।

মেদিনীপুর জেলার রামগড়ের নগেন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাহাস ফলকুসমা পরগণার জমীদার। খাতড়ার জমীদার সুপুর পরগণার মালিক। এই বংশও প্রাচীন। কুচিয়া কোলের জমীদার বাবু বিষ্ণুপুর রাজবংশীয় বাঁকুড়া জেলার জমীদারদের মধ্যে শিমলাপাল৹ ও ভালাইডিহার অবস্থা ভাল। কুচিয়াকোল ও উন্নতিশীল: এজেলায় প্রায় বারআনা পরিমাণ জমীদারীর মালিকগণ জেলার বাহিরে বাস করেন। এজেলার হিতকর কার্য্যে জমীদারদের নিকট বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় না।

বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়।

সম্রাট সপ্তমএডওয়াড যুবরাজরূপে যখন ভারতে ভ্রমণে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে যিনি হিন্দুপ্রথায় স্বগৃহে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন সেই স্বর্গীয় জগদানন্দ মখোপাধ্যায়ের নিবাস এজেলার ময়নাপুর গ্রামে। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্তদিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস এজেলার মালিয়াড়া গ্রামে। অবসর প্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রট শ্রীযুক্ত ব্রজদুল্লভ হাজরার বাটী এজেলার রাম-সাগর গ্রামে। আলিপুরের ভূতপূর্ব্ব অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় রামসদন ভট্টাচার্য্য বাহাদুরের বাড়ী বাঁকুড়া সহরে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্তসুকুমার চট্টোপাধ্যায় বীরভূমের ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি এজেলার সদর মহকুমার সাবডিভি-জন্যাল অফিসার ছিলেন, কিছু দিনের জন্য অস্থায়ীভাবে কালেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন। এজেলাবাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম নিজের জেলায় কালেক্ট-রের কার্য্য করিয়াছিলেন তৎপরে ব্রজদুল্লভ বাবু জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হন। তিনিই সুকুমার বাবুর নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্ট সুকুমার বাবুর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এম, বি, ই উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন। অবসর প্রাপ্ত জেলাজজ রায় বাহাদুর বৈদ্যনাথ ঘটকের বাটী এজোর শালতড়া থানায়। অবসর প্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্তবনআরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তবরদা প্রসাদ রায় ও শ্রীযুক্তহরিহর মুখোপাধ্যায়ের নিবাস বাঁকুড়া জেলায়। হাই-

কোর্টের উকিল স্বর্গীয় গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রীর বাটী ইন্দা গ্রামে। আলী-পুরের বিখ্যাত উ৷কল শ্রীযুক্তকেদারনাথ অংশের বাটী জয়পুর গ্রামে। রাঁচীর বিখ্যাত উকিল রায় বাহাদুর সারদাপ্রসাদ আয়কতের বাটী বিষ্ণুপুর মহকুমায়। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান স্বর্গীয় নিলাম্বর মুখো-পাধ্যায় এজেলায় তালুকদারী খরিদ করিয়া বাঁকুড়া সহরের পশ্চিমে ডাঙ্গা নামক মনোরম পল্লীতে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেন। তাহার ভ্রাতা ঋষিবর লোকপুরে গীসবরণ কোম্পানীর বাংলা খরিদ করিয়া মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। তিনি মেডিক্যাল স্কুলের জন্য এই বাটী দান করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব ভাইসচেয়ারম্যান রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় সহরের উপকণ্ঠে বাটী খরিদ করিয়াছেন। লোকপুরে ডি গুপ্ত কোম্পানীর বাটী আছে। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ক্ষীরোদপ্রসদে বিদ্যাবিনোদ বিকনা গ্রামে বাটী নির্ম্মান করিয়াছেন। রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া বাঁকুড়া সহরে বাটী নির্ম্মাণ করিতেছেন তাহার সুযোগ্য পুত্র অনন্ত বাবু পটারী ওয়ার্কস খুলিয়া এজেলার অশেষ উপকার করিয়াছেন। এতদিন এই টালীর জন্য রাণীগঞ্জ যাইতে হইত। তাঁহার কারখানার টালী খুব ভাল।

সুকুমার বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তকুমার বিহার সরকারের ডেপুটী একাউন্টেণ্ট জেনারেল তিনি ভারত স৲কারের রাজস্ব বিভাগের প্রতিযোগী পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছি২লন। মধ্যম ভ্রাতা বিজয়কুমার কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন। ওকালতি ত্যাগ করিয়া ব্যবসা করিতেছেন ১৯২১ সালে কলিকাতার কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ইনি অভ্যর্থনা সমি-তির সহকারী সম্পাদক ছিলেন এবং গত আশ্বিন মাসে জেলা-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

—

সুপারিণ্টেণ্ডীং, এঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবাস শানবন্দা গ্রাম। ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর জেনারেল রায়বাহাদুর হেমন্তকুমার রাহার নিবাস বাঁকুড়া তাহার ভ্রাতা রায়বাহাদুর শরতকুমার রাহা অস্থায়ীভাবে একসাইজ কমিশনারের কার্য্য করিয়াছিলেন অন্য ভ্রাতা রায়বাহাদুর বসন্তকুমার রাহা কিছুদিন অস্থায়ী ভাবে জেলা ম্যাজি-ষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন। কিছু দিন হইল তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসর

গ্রহণ করিয়াছেন। এজেলায় কুণ্ডুপুষ্করিণীর চট্টোপাধ্যায় বংশ কলিকাতায় চাঁপাতলায় কাঠের গদি খুলিয়া ছিলেন। এজেলার অনেকে তাঁহাদের গদিতে কার্য্য করিয়া পরে স্বাধীন ভাবে নিজের গদি খুলিয়াছিলেন। চাঁপাতলার কাঠের গদি গুলির অধিকাংশ বাঁকুড়া জেলার লোকের ছিল। এখন শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত রামগতি গোস্বামী, শ্রীযুত ভূতনাথ কলে কাঠের গদি চালাইতেছেন। সন ১৩৩০ সালে পৌষ মাসে গোস্বামী মহাশয়ের গদি অগ্নিদগ্ধ হয়। ইহাতে প্রায় ৩০ হাজার টাকার ক্ষতি হয়। চাঁপাতলায় কাঠের ব্যবসা বাঙ্গালীর একচেটিয়া ছিল কিন্তু সেখানেও কয়েক-জন চীনা গদি খুলিয়া বাঙ্গালীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে বামুনআড়ির দালালদের কলিকাতা ও রানীগঞ্জ মোকামে গদি আছে। সাএরবাকড়া গ্রামের স্বর্গীয় কেদারনাথ দত্ত পুরুলিয়ায় যাইয়া গালার কুঠী খুলিয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুত রুপনচন্দ্র দত্ত যোগ্যতার সহিত কুঠি চালাইতেছেন। এজেলার অনেকে ঝরিয়া, পুরুলিয়া, ঝাল্‌দা, তুলিন, চাণ্ডিল, রানীগঞ্জ ও চাইবাসায় গদি খুলিয়া ব্যবসা চালাইতেছেন। পুরুলিয়ার শ্রীযুত বনমালী দত্ত ও শ্রীযুত গোপেশ্বর সেন ঝাল্‌দার শ্রীযুত রামকল্প সেন শ্রীযুত অটলবিহারী হালদার চারিলে শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র দণ্ডিপাও শ্রীযুত রাখালচন্দ্র কুণ্ডু চাইবাসার শ্রীযুত শশিভূষণ কুণ্ডু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রামনাথ মুখোপাধ্যায় আসামে বনবিভাগে কার্য্য করিয়া অবসর লইয়াছেন। প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস বাঁকুড়া সহরে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র দাসের নিবাস বাঁকুড়া সহরের উপকণ্ঠ নূতনচটী গ্রামে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি, এইচ, ডি উপাধী পাইয়াছেন। দিগম্বর বাবুর পুত্র গুনময় বাবু বিষ্ণুপুরে সাবডিভিজন্যাল অভিসার।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য রাজবন্দী অনিলবরণ রায় মহাশয় পূর্ব্বে হেতমপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন পরে বাঁকুড়া কলেজে আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন, ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। কলেজের অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বংলাদেশে তাঁহার ন্যায় অক্লান্ত কর্ম্মী, অকপট দেশ হিতৈষী বিরল। তিনি অহিংসা মন্ত্রের উপাসক। তাঁহার ন্যায় সরল প্রাণ ধর্ম্মভীরু অকলঙ্ক চরিত্র ব্যক্তিকে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ

করায় সরকরের কলঙ্কের মাত্রা বাড়িয়াছে মাত্র। আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটীর প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের উত্তরে বলিয়াছিলেন বাংলাদেশে যাঁহাদের অসাধারণ আত্মত্যাগে বাংলার বাহিরের লোক স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, আপনাদের বাঁকুড়া জেলা তাহাদের এক জনকে স্থান দিয়াছেন। ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরের উকিল।

বাঁকুড়া জেলার কোন লোক এখনও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য হইতে পারেন নাই।

পরিশিষ্ট।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় স্বারস্বত সমাজের উদবোধন পত্রে লিখিয়াছেন—"আশ্চর্য্য এই, বাঁকুড়ায় এক লক্ষ ব্রাহ্মণের বাস আছে। এই অসভ্য বর্ব্বর দেশে ইহাদের আদিপুরুষ কেন আসিয়াছিলেন, কে জানে" বাংলাদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা ১৩১৪৪৩০ বাংলাদেশে কায়স্থের সংখ্যা ১২৯৫৯০৩ বাঁকুড়ায় ১৮৬৬৩, বাংলাদেশে বৈদ্যের সংখ্যা ১০২৮৭০ বাঁকুড়ায় ৪০৬৮। শিমলাপাল ও ভালাইডিহার জমিদার উৎকলীয় ব্রাহ্মণ। মালিয়াড়ার জমীদার কনোজ ব্রাহ্মণ। বাঁকুড়াজেলার দক্ষিনাংশে উৎকলীয় ব্রাহ্মণের বাস। এই বিংশ শতাব্দীতে বাঁকুড়া জেলা বর্ব্বরের দেশে পরিণত হইয়াছে। ইংরাজ কর্ত্তৃক মল্লভূম অধিকারের পূর্ব্বে এদেশ বর্ব্বরের দেশ ছিল না। যখন এজেলার অধিবাসীরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তখন ইহা বর্ব্বরের আবাসস্থান ছিল। যে স্থানে মুচি হাড়ি বাউরি ডোমের ঘরে ধর্ম্মালোচনা হইত; ধর্ম্মসঙ্গীত গীত হইত সে স্থানে বর্ব্বর লোকের বাস ছিল না। নিশ্চয়ই সেই স্থানে অবস্থাপন্ন শিক্ষিত সভ্য জাতির বাস ছিল। পুরাকালে বাঁকুড়া খুব ধনশালী না থাকিলেও দরিদ্র ছিল না। মল্লরাজত্বকালে অনেক দেবমন্দির ও বাঁধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মল্লরাজ বংশের বসতবাটী সাধারণ গৃহস্থ বাটীর ন্যায়। ইহার দ্বারা অনুমান হয় যে মল্লরাজবংশ বিলাসী ছিলেন না, ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। যে দেশে

রাজা সাদাসিধা ভাবে ধর্ম্মালোচনায় জীবন যাপন করিতেন সে দেশের প্রজা সাধারণ ও রাজার অনুকরণ করিতেন, ফরাসী পর্য্যটক আবিরেনল ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। তিনি মল্লভূমে আসিয়া চুরিডাকাতির বিষয় শুনেন নাই অর্থাৎ সে সময়ে মল্লভূমে চুরি ডাকাতি হইত না। কোন বিদেশী রাজ্যে আসিলেই তিনি আইনের কবলে আসিতেন; তাহার সঙ্গে এক জন প্রদর্শক থাকিত তিনি স্বচ্ছন্দে যথাতথা ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতেন। সরকারী ব্যয়ে প্রদর্শক তাঁহাকে সমস্ত দেখাইত।

পলাশীর যুদ্ধের পর কলিকাতার গভর্ণর হাওয়েল সাহেব মল্লভূমরাজ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন মল্লভূমে প্রজারা নির্ব্বিঘ্নে বাস করে, চুরি ডাকাতি শুনিতে পায়না। কোন বিদেশী পরিব্রাজক কি স্বার্থবাহ মল্লভূমে আসিলে সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকিতে পান। সরকারের নিযুক্ত পরিদশক তাহাকে স্থানে স্থানে লইয়া যান এবং দ্রষ্টব্য স্থান প্রদর্শন করান।

ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলায় চুরি ডাকাতি প্রবঞ্চনা ছিলনা। প্রজারা মোটা মুটি চালে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিত। অবসরকালে গান বাজনা ও শাস্ত্রালোচনায় আনন্দ উপভোগ করিত। অন্য রাজ্যের সহিত আদান প্রদান সম্বন্ধ কম ছিল। এজেলায় সকল দ্রব্যই পাওয়া যাইত বাহিরের কোন দ্রব্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। গ্রামে গ্রামে কাপাশের চাষ হইত ঘরে ঘরে চরকায় সুতা তৈয়ার হইত প্রায় প্রতি গ্রামেই ২।১ ঘর তাঁতি কামার কুমার নাপিত ডোম, ময়রা, ছুতার, লোহার, বাগদি, বারুই, তাম্বুলি, ব্রাহ্মণ, গন্ধবণিক, বাউরী, সাওতাল খয়রা, বাস করিত।

বাংলার অন্যান্য জেলার সহিত বাঁকুড়া জেলার অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। অন্যান্য জেলা বৈদেশিক শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে নানা যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়াছিল। অধিবাসীদের উপর রাজশক্তির অত্যাচার উৎপীড়ন ও কোন সময়ে অতিরিক্ত কর আদায় হইত। জন সাধারণের সংসার যাত্রায় মহান্ বিঘ্ন ঘটিত কিন্তু বাঁকুড়া জেলায় সেরূপ দুর্ঘটনা হয় নাই। প্রজাগণ আবহমানকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবার অবসর পাইয়াছিল এবং এই অবসরে তাহারা সঙ্গীত ও ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত থাকিত। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এজেলায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। এজেলায় বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। বহু গ্রামে ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের পূজা হয়। ব্রাহ্মণ ও ধর্ম্ম-

রাজ ঠাকুরের পূজার পৌরহিত্য করেণ। স্বরূপনারায়ণ ঠাকুরের মন্দির দৃষ্ট হয়। এই ঠাকুরের পূজারী ব্রাহ্মণেতর জাতি, এজেলায় নিরঞ্জন ধর্ম্মের বহু মন্দির ও দেবালয় দৃষ্ট হয়। বাঁকুড়া জেলার পল্লীগ্রামসমূহ হইতে বহু হস্তলিখিত পুঁথি বাহির হইয়াছে। ইহার অনেক গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষদ্ গৃহে রক্ষিত আছে। চেষ্টা করিলে এখনও বহু পুঁথি পাওয়া যায়। সকল জাতির ঘরেই এই পুঁথি পাওয়া যায়। জগদ্রামী রামায়ণ ও দুর্গাপঞ্চরাত্র এই বাঁকুড়া জেলায় রচিত হইয়াছিল। রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ, সীতারাম দাসের ধর্ম্ম পুরাণ, চণ্ডি-দাসের পদাবলি, মনসামঙ্গল, মনসাভাষান, কপিলাসুন্দরীর পালা এবং আরও অন্যান্য বহু পুঁথি এজেলায় পাওয়া যায়। পূর্ব্বকালে এজেলায় সর্ব্বত্র কিরূপ শিক্ষার বিস্তার ছিল হস্তলিখিত পুঁথি হইতে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই। তখন অন্নাভাব কাহাকে বলে তাহা এ জেলার লোক অবগত ছিল না। এজন্য অবসরসময়ে আচণ্ডাল সকলেই বিদ্যাচর্চ্চায় রত থাকিতেন। এই জন্যই এ জেলায় সঙ্গীত-বিদ্যা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

পর্ব্ব ও মেলা।

ছাতনার বাসলী, ছাতনারাজবংশের কুলদেবতা। পণ্ডিতেরা বলেন বাসলী বৌদ্ধতন্ত্রের বজ্রেশ্বরী।

(মাঘ মাসের প্রথম দিবসে দলবদ্ধ হইয়া জালা লইয়া জঙ্গলে শিকার করিতে যায়। কোন কোন জঙ্গলে খরগোস পাওয়া যায়।)

ছাতনা পরগণায় বহুগ্রামে গ্রাম্য দেবতা বাসলী; অনেক স্থান বাসলীতড়া, বাসলী স্থান, বাসলীডাঙ্গা, বাসলীতলা প্রভৃতি নামে পরিচিত। বাসলীবান্দ, বাসলীহিড় দৃষ্ট হয়। জেলার অধিকাংশ গ্রামেই গ্রামের প্রান্তে অশত্থ কি বটবৃক্ষ তলে গ্রাম্য দেবতা আছে। ত্রই গাছের তলায় মাটীর হাতি ঘোড়া দৃষ্ট হয়। গ্রামবাসীর কাহারও গুরুতর অসুখ হইলে এই গ্রাম্যদেবতার পূজাদেয় আরোগ্য হইলে আরও পূজার দিবার মানত করে। গ্রামে কলেরা-বসন্ত হইলে এই গ্রাম্যদেবতার পূজা হয়। অগ্রহায়ণ-পৌষ মাহায় কোন

কোন গ্রামে এই গ্রাম্যদেবতার নিকট "বাঁথাল" দেওয়া হয়। গ্রামের সকলেই ঘর-ঘর কিছু চাল ও পয়সা দেয়। ঠাকুরের স্থানে ভোগ তৈয়ার হয় ও ঠাকুরের পূজা দেয় পরে সকলের মধ্যে এই ভোগ বিতরণ করা হয়।

এজেলার বহু গ্রামে ধর্ম্মরাজ ঠাকুরের, শিবের ও শিতলার গাজন হয়। বাউরি জাতি কালী ও শিবের পূজা করে। বাউরী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছে।

ভাদ্র মাসে সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিনে এজেলায় ভাদূ পূজা হয়! প্রত্যেক বেশ্যা বাটীতে এই ভাদূ পূজা হয়। পল্লীগ্রামে সংক্রান্তি দিনে বহু বালিকা এই ভাদূ পূজা করে। ভাদূসঙ্গীত রচিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত ও বিক্রীত হয়। বাঁকুড়া শহরে ভাদূ পূজায় যেরূপ সন্দেশ বিক্রী হয় দুর্গাপূজায় সেরূপ হয় না।

ভাদ্র মাসে শুক্লা দ্বাদশীতে ইন্দ্র পূজা হইয়া থাকে। এই দিন হরি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন, বামন দ্বাদশী ও বামন পূজা ও শক্রোত্থান। শক্রোত্থানের অর্থ ইন্দ্রের ধ্বজা উঠান। গ্রামের প্রান্তে বিস্তৃত মাঠে একটা বড় শাল গাছকে সাদা কাপড় দিয়া আগাগোড়া ঢাকা দেওয়া হয় কয়েক বার প্রদক্ষিণ করিয়া রাজা ও প্রজাবৃন্দ ধ্বজাটীকে ধরাধরি করিয়া গর্ত্তে বসাইয়া দেয়। পরে সাঁওতাল নাচ ও গান হয়।

ভাদ্র-পৌষ ও চৈত্র মাসের বৃহস্পতিবারে শস্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর পূজা হয়। যে মাস ৩০ দিনে শেষ হয় সেই মাসের সংক্রান্তি দিবস বৃহস্পতিবার হইলে লক্ষ্মী পূজা হয়। ১লা মাঘ খামার বাটীতে অর্থাৎ যেখানে ধান্য ছেদন করিয়া রাখা হয়, সেখানে রাত্রে লক্ষ্মী পূজা হয়।

বাঁকুড়া জেলার বহু স্থানে গাজন হয় সে সময়ে এই সকল স্থানে হাট বসে ও বহু লোক উপস্থিত হয়। কোন থানায় কোন-কোন গ্রামে কোন সময়ে গাজন হয় এবং আনুমানিক কত লোক আসে নিচে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

থানা বাঁকুড়া		সময়	কত লোক
এক্তেশ্বর	শিবঠাকুরের গাজন	চৈত্র সংক্রান্তি ও তাহার পূর্ব্ব দিন	৮০০০
কুশতড়া	আবাল গাজন	২২ বৈশাখ	৮০০
মোলবনা	মৌলেশ্বরের	চৈত্র সংক্রান্তি ও তাহার পূর্ব্ব দিন	১২০০
”	নিলাম্বরের	২৫ জ্যৈষ্ঠ	৩০০

থানা বাঁকুড়া		সময়	কত লোক
কেঞ্জাকুড়া	বাসীহাট	১, ২, ৩, বৈশাখ	৬০০০
কামারডিহি	শিবঠাকুর	২৬ বৈশাখ	
উব্যামা	শিবঠাকুর	চৈত্র সংক্রান্তি	
শালবনি	শিবঠাকুর	বৈশাখ	
সনাবেথ	আবাল গাজন	২ জ্যৈষ্ঠ	
পিড়রারনী	শিবঠাকুর	চৈত্র	
মেট্যাকলা	স্বরূপনারায়ণ	চৈত্র-বৈশাখী পুর্ণিমা	
বাঁকুড়া	রথযাত্রা ও উলটা রথযাত্রা	আষাঢ়	১০৩০০
থানা ছাতনা			
শুশুনিয়া	বারুনি মেলা	চৈত্রমাসে ৩ দিন,	৫০০০
মনতুমড়া	শিবঠাকুর	চৈত্রসংক্রান্তি ও তাহার পূর্ব্ব দিন	
রাঙ্গামেট্যা	শিবঠাকুর	৯ বৈশাখ	
কামারকুলি	শিবঠাকুর	বৈশাখ মাসে ২ দিন	২০০০
বাজবাড়ী	শিবঠাকুর	বৈশাখ মাসে	৫০০
মেট্যালা	শিবঠাকুর	চৈত্র	৫০০
জামতড়া	রাশ	কার্ত্তিক ৩ দিন	১০০০
জামহেন্থা	শিবঠাকুর	চৈত্র	৫০০
ওন্দা থানা			
হরিহরপুর	হরিহরনাথ ঠাকুর	চৈত্রসংক্রান্তি	৩০০০
তেলিবেড়িয়া	সর্ব্বমঙ্গলা	১ মাঘ	৫০০
ওন্দা	শিবঠাকুর	চৈত্রসংক্রান্তি	২০০
আমড়াঙ্গা দেবনগর কৃষ্ণকেন্দুলী		মাঘ	৫০০
জামজুড়ী	কালীগঙ্গা	মাঘ	৪০০
চিয়াগাড়ে	এথার মেলা	”	৪৯০
তপোষন	হনুমানজী	আশ্বিন	৫০০
তালডাঙ্গরা			
আমলাগুড়া	মেলা,	পৌষসংক্রান্তি ১ মাঘ	৩০০

থানা তালডাঙ্গরা	পর্ব্ব ও মেলা	সময়	কত লোক
জাঙ্গুড়ী		৪ মাঘ	২০০
শঙ্করমেলা		২ মাঘ	২০০০
পাকুড়ডিহা		৩ মাঘ	২০০০
সাবড়াকনা	রাসপূর্ণিমা		১০০০
সান্দুয়া	নাগরদলা	মাঘ	১৫০০
পাকুড়ডিহা	„	মাঘ	২০০০
সেওড়াকন্দ	রাশ মেলা	„ ৩ দিন	২০০০
মুড়াকাটী	রথযাত্রা	আষাঢ়	১৫০০
রাইপুর থানা—			
ভাগড়া	শিবঠাকুর	২৪ বৈশাখ ২ দিন	১৫০০
বড়শুল	শিবঠাকুর	চৈত্র ২ দিন	১০০
তলঝিটকা	রাশ	„	২০০
ইশাদা	শিবঠাকুর	চৈত্র	২০০
বাঁকুলিয়া	„	„	২০০
কেন্দুয়া	„	„	২০০
রাওতড়া	„	বৈশাখ	৩০০
লালবান্দ	মহাশক্তিমেলা	মাঘ ৪ দিন	১০০০
রসপাল	দুর্গাপূজা	আশ্বিন কার্ত্তিক	১৫০০
মটগদা	শনিপর্ব্ব	মাঘ মাসের শেষ শনিবার	৪০০০
গঙ্গাজলঘাটী	শিবঠাকুরের গাজন	৩০ চৈত্র ২ দিন	১০০০
শালতোড়া থানা—			
বিহারীনাথের গাজন		চৈত্র সংক্রান্তি	১৫০০
ঢেঁকি	শিবঠাকুর	„	৩০০
কাস্থুড়িয়া	„	„	৩০০
বড়কনা	„	„	৩০০
বেলিবান্দ	ইন্দ্রপর্ব্ব	ভাদ্র মাস	২০০
শালুনি	শিবঠাকুর	চৈত্র সংক্রান্তি	৩০০
ছোটপাহাড়	„	ভাদ্র	১০০

	পর্ব্ব ও মেলা	সময়	কত লোক
মেজিয়া থানা—			
বাখান	গাজন	বৈশাখী পূর্ণিমা	২০০০
পাহাড়ী	মেলা	পৌষ সংক্রান্তি ৪ দিন,	১৫০০
বড়জোড়া—			
জগন্নাথপুর		চৈত্র মাসে ৩ দিন	৬০০০
কৃষ্ণনগর	বারুণি মেলা	,,	৩০০০
গড়বেড়া	মকর	পৌষ সংক্রান্তি ৩ দিন	৩০০০
খাতড়া থানা			
খাতড়া	বাসীবাগাজন পর্ব্ব	মাঘ সরস্বতী পূজা ২ দিন	৩০০০
পাড়ুকল	মকরস্নান	পৌষ সংক্রান্তি	২০০০
রানীবান্ধ			
রাওতড়া	ভানসিংপাঠ	মাঘ ১ দিন	১০০০
খেজুড়িয়া	,,	,,	৫০০
পড়াশ্যা	,,	আশ্বিন ১ দিন	৫০০
রাজাকাটা	,,	,,	৫০০
মালছড়ার	,,	মাঘ	৩০০
কাঁটিকুমারী	শিবঠাকুর	চৈত্র	২০০
খারুণিয়া	,,	,,	৪০০
শিমলি	,,	বৈশাখ	১০০০
রুদ্র	,,	চৈত্র	৩০০০
রাণীবাঁধ থানা—		,,	৩০০০
বারগুয়া	,,	বৈশাখ	২০০
তুঙ্গচড়ার	,,	চৈত্র	২০০
ইন্দকুড়ি	ইন্দ্রপর্ব্ব	ইন্দ্রদশমী ভাদ্র	৩০০
অম্বিকানগর	দুর্গা, নবমী পূজা	আশ্বিন কার্ত্তিক	৫০০০
বিরগ্রাম	,,	,,	৩০০
,,	দোলপর্ব্ব	দোলপূর্ণিমা ফাল্গুন চৈত্র	৩০০
রাজ-কাটা	মনসা পর্ব্ব	,,	৩০০০

থানা রাণীবান্দ	পর্ব্ব ও মেলা	সময়	কত লোক
বামনি পাহাড়	শুকলা, বামনিসিনি পর্ব্ব	মাঘ	৬০০
বনশোল	সনাপরব	মাঘ ২ দিন	৫০০
সিন্দুরপুর	গাজন	বৈশাখ	২০০
শিমলাপাল থানা			
শিমলাপাল	দুর্গাপূজা	বিজয়া দশমী	৩০০০
জামীরদহ	মেলা	১ মাঘ	৫০০
নেকরাসিদ্ধি	,,	৩ মাঘ	১০০০
দুবরাজপুর	গাজন	৩১ বৈশাখ ২ দিন	২০০০
আকরো	মেলা	৩০ চৈত্র	১০০০
গারোরা	মেলা	,,	১০০০
ভুতসহর	মেলা	কালীপূজা কার্ত্তিক	২০০০
মাচাতড়া	,,	২০ বৈশাখ	১০০০
ইন্দপুর থানা—			
বড়বান্দা	এথ্যানপূজা	১ মাঘ	১০০
গৌরবাজার	,,	,,	২০০
আটবৈচণ্ডী	শিবঠাকুরের গাজন	৩০ বৈশাখ	১০০০
পুয়াড়া	,,	৩০ চৈত্র	১০০০
ইন্দপুর	,,	২০ বৈশাখ	১০০
হাটগ্রাম	,,	৩০ বৈশাখ	৫০০
কেশ্যা	,,	২ বৈশাখ	১০০
গড়িগ্রাম	,,	১২ বৈশাখ	১০০
আড়ালডিহি	,,	১ চৈত্র	৪০০
কাঁটাবনি	,,	৩০ চৈত্র	৭০০
বগা	,,	১ জ্যৈষ্ঠ	৫০০
বাউরিশোল	,,	১৫ বৈশাখ	৩০০
কেলাড়া	,,	১ জৈষ্ঠ	২০০
চণ্ডিপাথরা	বারুনি মেলা	চৈত্র	৪০০
নিয়াস্থা	শিবঠাকুর	২ দিন বৈশাখ	১৯০০

থানা ইন্দপুর	পর্ব্ব মেলা	সময়	কত লোক
শালুকা	শিবঠাকুর	২ দিন বৈশাখ	৪০০০
বিষ্ণুপুর থানা—			
বিষ্ণুপুর	ইন্দ্রপর্ব্ব	ইন্দ্রদশমী ভাদ্র	১২০০০
”	রথযাত্রা	আষাঢ়	১০০০
”	উল্টা রথ	” ”	১০০০
”	রাবন কাটা রথ	আশ্বিন	৮০০
দিহার	বারুণি মেলা	চৈত্র ৩ দিন	৩০০০
জয়রামপুর থানা			
ডিহোড়	বারুনি মেলা	চৈত্র ৫ দিন	২০০০
নড়িচা	সর্ব্বমঙ্গলা	পৌষ সংক্রান্তি ৩ দিন	১০০০
কোতুলপুব—			
কোতুলপুর	রাসমেলা ও মকর মেলা	কার্ত্তিক ও পৌষ	১০০০
শিরোমণিপুর থানা—			
ময়নাপুর	হাকন্দ	চৈত্র ৪ দিন	৮০০
দক্ষিণবাড়	চড়ক	চৈত্র সংক্রান্তি	৬০০
উত্তরবাড়	”	” ”	৬০০
শিহর	”	” ”	১৫০০
দারাপুর	গাজন	” ”	৮০০
গোপালগঞ্জ	আবাল গাজন	জ্যৈষ্ঠ	১৫০০
ছাতড়া	রাবনকাটী রথ	আশ্বিন ২ দিন	১৫০০
সোনামুখী			
কেন্দুলী	মেলা	পৌষ ৪ দিন	৩০০
সোনামুখী মনোহর দাসের মহোৎসব		শ্রীরামনবমী চৈত্র	৭০০০
”	পৌষলি	পৌষ	১০০০
কালিঞ্জর	গাজন	বৈশাখ ২ দিন	৪০০০
ইন্দাস থানা—			
ইন্দাস	দোলযাত্রা	ফাল্গুন ২ দিন	৮০০
”	গঙ্গাধর ঠাকুর	চৈত্র ২ দিন	৩০০০

থানা ইন্দাস	পর্ব্ব মেলা	সময়	কত লোক
ইন্দাস	চক্ররাস	বৈশাখ ২ দিন	১০০০
,,	শিবঠাকুর	বৈশাখ ১ দিন	১০০০
বালসী	দেবীপূজা	চৈত্র ৩ দিন	১০০০
সাসপুর	শিবঠাকুর গাজন	চৈত্র ৪ দিন	২৯০০
আচত্রি		৩০ বৈশাখ ১ জ্যৈষ্ঠ	২০০০

সংবাদ পত্র।

"বাঁকুড়া দর্পন" এজেলার পুরাতন সংবাদপত্র প্রতিমাসে ৪ দিন বাহির হয়। জেলায় নীলামের সংবাদ এই কাগজে বাহির হয়। "লক্ষ্মী" মাসিক পত্রিকা এজেলা হইতে বাহির হইতেছে। পূর্ব্বে বাঁকুড়া কলেজ হইতে একখানী ইংরাজী সাময়িক পত্র বাহির হইত উহা বন্ধ হইয়াছে। জেলার কৃষি সমিতি হইতে "বাঁকুড়া লক্ষ্মী" বাহির হইত তাহাও বন্ধ হইয়াছে। পোষ্টাল এসোসিয়েশন দ্বারা "একতা" মাসিক পত্র বাহির হইতেছে। বাঁকুড়া সহরে ফরওয়ার্ড, ষ্টেট্‌সম্যান, বেঙ্গলী, অমৃতবাজার পত্রিকা, সার্ভেন্ট, বসুমতী, নায়ক, আনন্দবাজার পত্রিকা, মহিলা, শনিবারের চিঠি, সারথি, শিশির, বিজলী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বঙ্গবাণী, বাঁশরী প্রভৃতি এজেন্ট দ্বারা বিক্রয় হয়। অনেক গ্রাহক মাসিক-পত্রগুলি ডাকে স্বস্ব নামে আনান। এজেন্টের দ্বারা প্রায় ২৫০ মাসিক, ১০০ সাপ্তাহিক, ২৫০ দৈনিক পত্র বিক্রয় হয়। ইংরাজী দৈনিক ১৫০, বাংলা ১০০ অন্যান্য মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র গ্রাহকেরা আনাইয়া থাকেন।

চাউলের বাজার

প্রতি ৮০ তোলায় ১ সের

১৯০৩ সালে	১৩।০ সের	১৯০৪ সালে	১৪ সের
১৯০৫ ,,	১৬ ,,	১৯০৬ ,,	১২॥ ,,
১৯০৭ ,,	৯ ,,	১৯০৮ ,,	৭॥ ,,

১৯০৯ ,,	১০॥ ,,	১৯১০ ,,	১১ সের
১৯১১ ,,	১৩ ,,	১৯১২ ,,	১২.
১৯২৩ ,,	৭॥ ,,	১৯২৪ ,,	
১৯২৫ ,,	৭ ,,		

ব্যবসায়ীগণের নাম ও ঠিকানা

লবন, চিনি ও কাটরা মাল—আমদানী ও রপ্তানী।

দোয়ার্কীদাস ফুলচন্দ — লছমীনারায়ণ মাড়োয়ারী
নেউলরাম বৈজনাথ — হনুমানদাস গনপতরায়
চন্দুরাম আশারাম — চন্দুরাম লছমীরাম
চুনীলাল গণেশদাস — শিউবক্স কেদারনাথ
লাছুরাম প্রহ্লাদরায় — বংশীধর বস্তীরাম
ছোটীলাল গণেশদাস — হবিবর রহমন
গনপতরায় মতিলাল — শ্রীরামানন্দ খাণ্ডেলওয়ালা
রামগোপাল বাবুলাল — বালমুকুন্দ রাধাকিশন
আহম্মদগানী — রামধারীলাল হাজারীলাল
নেউলরাম গণপতরায় — খুবচন্দ লছমীনারায়ণ
লছমীনারায়ণ রামজীবন — গুলরাজ দুর্গাদৎ
মালিরাম বাজোরিয়া — জয়নারায়ণ ভগবানদাস
নাগরমল মদনগোপাল — কিউদতরায় দোয়াকীদাস
মহাদেবলাল চিমনলাল — মতিলাল বাজোরিয়া
ঝাভেরচন্দ চতুর্দ্দাশ — ভিশনগোপালরাটী
রামদয়াল দাগা — কিষনজী দামোদর
ভাইচান্দ ফুলচান্দ

মসলা :

শ্রীগোপালচন্দ্র নন্দী — শ্রীযুগলচরণ মল্লিক
শ্রীহেমচন্দ্র মল্লিক — শ্রীগোলকবিহারী দত্ত

শ্রীসত্যকিঙ্কর দত্ত
শ্রীক্ষেত্রনাথ সেন
শ্রীরামপদ দরিপা
ঘোষ এণ্ড সন্স
শ্রীমাখনলাল দে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দে
শ্রীচিরঞ্জীলাল মাড়য়ারী
ব্যানার্জী এণ্ড কোং
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চন্দ
কোটুরাম হনুমান বক্স

বিড়ি, কুটা তামাক ঃ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীগৌরীপদ কুণ্ডু
শ্রীক্ষেন্তর শাহিনি
এইচ, জি মাড়য়ারী এণ্ড কোং
শ্রীরামলাল কুণ্ড
শ্রীচুণীলাল দে
শ্রীকানাইলাল দে
চিরঞ্জীলাল ধনুকা

ষ্টেশনারী ঃ

শ্রীচৈতন্যচরণ কুণ্ডু
শ্রীগোপীনাথ দরিপা ও
শ্রীরামলাল দরিপা
শ্রীনগজানন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীরামপদ দে
শ্রীগোকুলচন্দ্র পাল
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাঁ
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ রক্ষিত
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ লাহা
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিপিনবিহারী সেন
কে, সি, পাল
শ্রীরামশরণ মল্লিক

সুতা ঃ

শ্রীহরিকিষণ রাটী
শ্রীপূর্ণচন্দ্র রক্ষিত
শনিরাম জিতমল
নুরমল শিউকবস
দোয়াকীদাস ফুলচান্দ

কাপড় ঃ

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ দত্ত এণ্ড সন্স
শ্রীক্ষেত্রনাথ দত্ত
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পাত্র
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রক্ষিত
শ্রীগোপীনাথ দরিপা ও
শ্রীরামলাল দরিপা
শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত ও
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীশ্যামাচরণ রক্ষিত
শ্রীশ্রীরামচন্দ্র দাস
শ্রীমাখনচন্দ্র দত্ত
শ্রীআশুতোষ কুণ্ডু

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ দে
শ্রীসিতিকণ্ঠ দত্ত
পুরুষোত্তমদাস পান্নালাল
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দত্ত
শ্রীগোষ্টবিহারী দত্ত
শ্রীরামপদ নন্দী
শ্রীললিতমোহন ত্রিবেদী
শ্রীআশুতোষ দে
ছোটীলাল গণেশদাস
খদ্দর ভাণ্ডার
মতিলাল সারাওগী
শ্রীউমাচরণ কুণ্ডু
শ্রীশরৎচন্দ্র পাল ও
শ্রীরামচন্দ্র পাল
শ্যামানন্দ বেণীপ্রসাদ
শ্রীমাগারাম দত্ত

লোহা ;

৺বামাচরণ দত্ত ও
শ্রীগোপীনাথ দত্ত
৺কেশবচন্দ্র দে ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে
শ্রীগোপীনাথ দরিপা ও
শ্রীরামলাল দরিপা

সোণারূপা অলঙ্কার ;

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ দে
চাম্পালাল জুয়েলাপ্রসাদ
শ্রীকেশবচন্দ্র দে
শ্রীবনমালী দে
শ্রীদ্বারকানাথ দে ও শ্রীসারদাপ্রসাদ দে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে
শ্রীহেমচন্দ্র দে
শ্রীরতনলাল দে
শ্রীশশিভূষণ আঢ্য
শ্রীআশুতোষ দে

পুস্তক ;

শ্রীকালীকান্ত রায়
বাঁকুড়া বুক ডিপো।

বাদ্যযন্ত্র ;

শ্রীগতিকৃষ্ণ নাগ এণ্ড সন্স
শ্রীধরণীধর নাগ

মালা ;

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ভজনলাল রাধারমন
শ্রীনীলমণি দাস অধিকারী

আড়ৎদার ;

শ্রীরতনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরাধাগোবিন্দ গরাই ও শ্রীরাখালচন্দ্র প্রামাণিক
শ্রীউপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু
শ্রীরাধাগোবিন্দ দত্ত
শ্রীরতনচন্দ্র গরাই
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ হাজরা

শ্রীসূর্য্যকুমার সামন্ত
শ্রীনিগাইকুমার সামন্ত
শ্রীগোপেশ্বর গরাই
শ্রীভূষণচন্দ্র দত্ত
শ্রীযাদবচন্দ্র কুণ্ডু
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ গরাই
শ্রীনন্দলাল গরাই
শ্রীগোপেশ্বর দত্ত
শ্রীনারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস
শ্রীরাধাকান্ত দাস
৺নন্দলাল দত্ত
শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত
শ্রীনীলকণ্ঠ দাস বাওযাজী
শ্রীরতনলাল কর্ম্মকার
শ্রীবিজয়গোপাল দত্ত
শ্রীহরজীলাল জাঠি
শ্রীচিন্তামণি দত্ত
শ্রীগোষ্টবিহারী দাস
শ্রীরামদাস বটব্যাল
শ্রীহেমচন্দ্র মোদক
শ্রীবিভূতিভূষণ মোদক
শ্রীমান গোবিন্দ দত্ত
শ্রীহবিবর রহমান

ধানকল ঃ

শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী
ঝাভের চন্দ চতুর্দ্দাস
শ্রীমাখনলালমাড়য়ারী
রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বর লাল মতিলাল
শ্রীধররাইস মিল
শ্রীহংসেশ্বর মাঝী
শ্রীগোপেশ্বর খাঁ

তৈলকল ঃ

রামপ্রসাদ চিমনলাল

ঔষধ ঃ

মিত্রফার্ম্মেশী
মেডিকাল ষ্টোর্স
রায় ফার্ম্মেসী
কট ফার্ম্মেসী
রয়েল মেডিক্যাল হল
জুবিলী মেডিক্যাল হল
চৌধুরী ফার্ম্মেসী
পাইওনীয়ার ফার্ম্মেসী

কাঠ ঃ

শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী
শ্রীরামশরণ কর্ম্মকার,
শ্রীবিজয়গোপাল দত্ত
শ্রীরামভকত ঠাকুর

ঠিকাদার ঃ

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সেনগুপ্ত
শ্রীবিজয়গোপাল দত্ত
শ্রীসুজয়গোপাল দত্ত
শ্রীলালজী রাজা

বাসন ঃ

শ্রীকৃষ্ণলাল দাস ও শ্রীসত্যকিঙ্কর দাস
শ্রীরসিকচন্দ্র দে ও শ্রীভগবান দাস দে
শ্রীশ্যামাচরণ দাস
শ্রীরামনারায়ণ দাস
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ কর্ম্মকার
শ্রীমহাভারত চৌধুরী
শ্রীদুর্গাগতি দাস ও শ্রীহারাধনচন্দ্র দাস
শ্রীরামশরণ মল্লিক
শ্রীহেমচন্দ্র দালাল
শ্রীঈশানচন্দ্র দাস ও শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দাস
শ্রীবাবুলাল কর
শ্রীরামপদ সেন
শ্রীঈশানচন্দ্র কর ও শ্রীভুবনচন্দ্র কর
শ্রীরামানুজকর
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র কর্ম্মকার
শ্রীরামলালচন্দ্র কর্ম্মকার
শ্রীতারকচন্দ্র কর্ম্মকার
শ্রীমাখণচন্দ্র কর্ম্মকার
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ কর্ম্মকার
শ্রীরামনিরদ কর্ম্মকার
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার
শ্রীরাসবিহারী কর্ম্মকার

সাইকেল গ্রামোফোন ঃ

পি, মুখার্জ্জী এণ্ড কোং

ঃ

মহম্মদহসেন পাঞ্জাবী
আবদুল গফর
মহম্মদ বক্স
খোদাক্স পাঞ্জাবী
ন্যাশন্যাল এণ্ড ষ্টোর্স
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র রুহিদাস
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস
মনু শেখ

চামড়া ঃ

শেখ বাবু
একরাম খাঁ
হাজী মহম্মদ
হেরাসতুল্লা, বাহুলাড়া
ফকির-মহম্মদ, খাতড়া

ইট চুণ সুরকী ঃ

শ্রীবিজয়গোপাল দত্ত
শ্রীনারায়ণচন্দ্র কুণ্ডু
শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ
শ্রীব্রজলাল দত্ত

সংবাদ পত্র বিক্রেতা ঃ

শ্রীসিতিকণ্ঠ দে
শ্রীহরিপদ আঢা
শ্রীআশুতোষ লাই

চশমা।

আজমল খা
আমেদ ব্রাদার্স

ছবি-বাঁধাই।

শ্রীসাগরচন্দ্র দে

ফটোগ্রাফার।

শ্রীসাগর চন্দ্র দে
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র রক্ষিত

সুর্ত্তি-জরদা।

শ্রীকিশোরীলাল নাথ

পান।

শ্রীরামলাল কুণ্ডু
শ্রীকালীপদ কুণ্ডু
শ্রীবিপিনবিহারী কুণ্ডু
শ্রীদিগম্বর কুণ্ডু
শ্রীগৌরীপদ দত্ত
শ্রীবিপিনবিহারী সেন
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ দাস মোদক

ফল।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কুণ্ডু
শ্রীমোহিতচন্দ্র কুণ্ডু

সন্দেশ।

শ্রীবৈকণ্ঠনাথ মোদক
শ্রীযুগলচরণ দত্ত
শ্রীরামচন্দ্র মোদক
শ্রীকুঞ্জবিহারী দত্ত
রামলাল শ্যামলাল

ঘী-ময়দা-গুড়।

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ বরাট
শ্রীশিবচরণ মোদক
শ্রীসূর্য্যনারায়ণ মোদক
শ্রীকালীদাস মোদক
শ্রীআশুতোষ বরাট

রাজগ্রাম—কাপড়।

শ্রীকেদারনাথ দত্ত
শ্রীজীবনচন্দ্র দে
শ্রীগাপেশ্বর দত্ত
শ্রীলছীরাম দত্ত

মশলা।

শ্রীঈশানচন্দ্র কুণ্ডু
শ্রীরামসদয় দত্ত
শ্রীগোপেশ্বর দত্ত
শ্রীরামস্থষ্টি নন্দী

বাসন।

শ্রীরামেশ্বর কর্ম্মকার

আড়ৎ।

শ্রীরামকিঙ্কর কুণ্ডু — শ্রীপ্রমথনাথ দত্ত
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু — শ্রীবিপিনবিহারী কুণ্ডু
শ্রীবিপিনবিহারী দত্ত — শ্রীদ্বারিক মোদক

উপর-ডিহি—পোঃ ঝাটীপাহাড়ী।

শ্রীদুর্গাচরণ মুশীব — শ্রীপ্রেমচন্দ্রমুশীব

শুশুনিয়া—পোঃ ঝাটীপাহাড়ী।

শ্রীমহাভারত চৌধুরী — শ্রীযজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু
শ্রীরাখাল চন্দ্র কর্ম্মকার — ৺বেণীমাধব কর্ম্মকার

কেঞ্জাকুড়া—পোঃ ছাতনা।

শ্রীজয়নারায়ণ কর — শ্রীরামরতন কব
শ্রীমিহিরচন্দ্র কর — শ্রীসৃষ্টিধর মণ্ডল
শ্রীরামলাল চোধুরী — শ্রীপ্রিয়নাথ নন্দী
শ্রীমহেন্দ্রনাথ চন্দ্র — শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়
শ্রীনিত্যানন্দ লক্ষণ — শ্রীরজনীকান্ত কর
শ্রীনিমাই চন্দ্র মণ্ডল — শ্রীবিটলচন্দ্র দত্ত

সাং বেল্যা—পোঃ ছাতনা।

শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শুস্রাৎ—পোঃ ইন্দপুর।

শ্রীগোসাইদাস বাওয়াজী — শ্রীপ্রাণকৃষ্ট দাস বাওরাজী — শ্রীআশুতোষ চট্টরাজ

লক্ষ্মী-সাগর—পোঃ শিমলাপাল।

শ্রীদীননাথ দালাল — শ্রীঈশানচন্দ্র দাস
শ্রীগোপীনাথ চন্দ — শ্রীবঙ্কুবিহারী হালদার
শ্রীগিরীশ মাঝি — শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস — শ্রীবিষ্ণুদাস বাওযাজী

মস্তাড়া—পোঃ খাতড়া।

শ্রীরুমুলীধর চট্টোপাধ্যায়

বিষ্ণুপুর তামাক ;

শ্রীহেমচন্দ্র কর

বাসন ;

শ্রীহেমচন্দ্র কর
শ্রীবামসদয় বায়েন
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র কাইতি
শ্রীরজনীকান্ত কুচল্যান
শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দত্ত
শ্রীরাধাবল্লভ সেন
শ্রীরামনলিনী চক্রবর্ত্তী
শ্রীকেশবচন্দ্র চৌধুরী
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ দালাল ও
শ্রীকৃষ্ণপদ দালাল
শ্রীঅখিলচন্দ্র কাইতি
শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দোপাধ্যায়
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী
শ্রীঅদ্বৈতচরণ দাস
শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী
শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী

তসর, গরদ, পাট ও শাঁখা ;

মল্লভুম শিল্পসমিতি—শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সুতা।

শ্রীহরিদাস রাটী,
শ্রীশিবদাস রাটী

থানকল ;

বালমুকুন্দ কিষণগোপলে

মশলা ;

শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ কর
শ্রীযোগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু
শ্রীজহরীলাল পালীরাম
শ্রীকালীপদ সেন
শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাঁ
শ্রীঘনশ্যামদাস দেড়রাজ

শিমলাপাল ;

শ্রীফকিরচন্দ্র দে
শ্রীপ্রসন্নকুমার লাহা

সোণামুখী ;

শ্রীপ্রভাকর কুণ্ডু
শ্রীকালীপদ হালদার
শ্রীরামধন দত্ত
শ্রীআশুতোষ সেন
শ্রীহৃষিকেশ কুণ্ডু
শ্রীদ্বারকানাথ খাঁ
শ্রীশশিভূষণ কবিরাজ
শ্রীভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহরিপদ দত্ত
বলদেও দাস রামচন্দ্র

খাতড়া।

শ্রীপতিচরণ হালদার — শ্রীপূর্ণচন্দ্র মল্লিক
শ্রীপতিলাল দে — শ্রীগিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বেল্যাতোড়।

শ্রীকালীপদ নাগ — শ্রীগোবিন্দচন্দ্র গড়াই — শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত

গোপালবাটী পোঃ ওন্দা।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ গড়াই

খামারবেড়্যা পোঃ ওন্দা।

শ্রীযতিন্দ্রনাথ পাল

গামিদ্যা পোঃ ওন্দা।

শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য

ওন্দা।

শ্রীনবকুমার দত্ত

রামসাগর।

শ্রীপ্রতাপনারায়ণ দে — শ্রীনটবর রক্ষিত

পাত্রবাকড়া পোঃ অযোধ্যা।

শ্রীনফরচন্দ্র কর — শ্রীগিরীশচন্দ্র কর

ছাতনা।

নানকরাম বালীরাম — শ্রীমহেন্দ্রলাল দত্ত

ইন্দাস।

শ্রীশ্যামাচরণ দে — শ্রীঅধরচন্দ্র নন্দী

বাগসন্দা পোঃ অম্বিকানগর।

শ্রীকালীপদ চেল

চন্দ্রকোণা পোঃ ওন্দা।

শ্রীরামচন্দ্র রক্ষিত

বোয়াইচণ্ডী।

শ্রীসত্যকিঙ্কর দিকপতি

কাপিষ্টা পোঃ গঙ্গাজলঘাটী।

লাদুরাম মাড়য়ারী

মালিয়াড়ী।

সূর্য্যমল মাড়য়াড়ী

ছাগল্যা পোঃ তালডাঙ্গরা।

শ্রীনীলমাধব রক্ষিত

অযোধ্যা।

শ্রীনীরদবরণ নন্দী , শ্রীগতিকৃষ্ণ নন্দী

গঙ্গাজলঘাটী।

শ্রীরাসবিহারী দাস শ্রীবক্রনাথ হালদার

অম্বিকানগর।

শ্রীমহেশচন্দ্র মোদক

আড়কানা।

শ্রীচন্দ্রমোহন দত্ত

ফুলকুশমা।

শ্রীচন্দ্রমোহন দত্ত

বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেল স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন পরে স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হন এবং শেষে প্রেসিডেন্সি ও ঢাকা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। যোগ্যতার সহিত দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের কাজ করিয়া অবসর লইয়াছেন। ইনি বাঁকুড়ায় বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন। ইহার আদি নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কালনা। ইঁহার পিতা চারুচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ বাবু ইহার সহপাঠী। বহুদিন হইল ইনি "নবীনাজননী" নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন ইহার পর আর কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অমায়িক, নিরহঙ্কারী ও সাদাসিধা ধরণের লোক। গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদে এরূপ লোকের সংখ্যা কম

বলিলেও হয়। তিনি বিলাসিতার দাস নহেন। তাঁহার দুইপুত্র অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া গঙ্গাজলঘাটীর জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন তন্মধ্যে অমরনাথ (কালু) দেড় বৎসর হইল অকালে লোকান্তরিত হওয়ায় জাতীয় বিদ্যালয়ের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। অন্য পুত্র এখনও গঙ্গাজল ঘাটীতে শিক্ষকতা করিতেছেন, প্রমথবাবু তৃতীয় সংস্করণের পুস্তকগুলি জাতীয় বিদ্যালয়ের হিতার্থে দান করিয়াছেন। অমরনাথের নামানুসারে বিদ্যালয়ের নাম অমর কানন রাখা হইয়াছে। গত ২৪ আষাঢ় মহাত্মা গান্ধী এই বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম, এ, সাহিত্য সমাজে অপরিচিত নহেন। তিনি দীর্ঘকাল কটক রাভেন্সা কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন। অবসর লইয়াও তিনি অলসভাবে কালাতিপাত করেন নাই। সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি জ্যোতিষ, পুরাতত্ত্ব, প্রভৃতি নানাবিষয়ে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত। বর্দ্ধমানে সাহিত্য সম্মিলনীতে তিনি বিজ্ঞান শাখার সভাপতি পদে বৃত হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা সাহিত্যপরিষদের সহকারী সভাপতি; বাঁকুড়া সারস্বত সমাজের সভাপতি। তিনি "জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" গ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রবাসী ও ভারতবর্ষে তিনি বহু সারবান প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং এখনও মধ্যে মধ্যে লেখেন। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে তিনি অপ্রিয় সত্য কথা বলিতে কখনও কুণ্ঠিত হন না। তিনি এখানে আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী অধিবাসী হওয়ার এজেলার অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। এজেলার মৃত্তিকা কিরূপ কোন কোন ফসল এ জেলায় ভাল জন্মিতে পারে তাহা পরীক্ষা করিতেছেন। হস্তলিখিত পুঁথিসংগ্রহের চেষ্টায় আছেন ছাতনায় পুরাতন বাসলী মন্দির ও বর্ত্তমান বাসলী মন্দির দেখিয়া আসিয়াছেন। তিনি নানা বিষয়ের গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় নিরপেক্ষ সমালোচক, প্রবাসীতে তাঁহার লিখিত সমালোচনা প্রায়ই বাহির হয়। ইনি "দোলযাত্রার উৎপত্তি" লিখিয়াছেন।

ময়নাপুর নিবাসী অক্ষয়কুমার সেন "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি" লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। চাবড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাগতি চট্টরাজ এম-এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ আয়কাত এম-এ, বি-এল, সেণ্টাল কলেজের

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য বি-এল, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র নিয়োগী বি-এল আলীপুরের উকিল শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় বি-এল, ও শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর দত্ত বি-এল, ধানবাদের উকিল শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস বি-এল, সাব ডিভিজন্যাল অফিসার শ্রীযুক্ত ভবদেব সরকার, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় প্রভৃতির নিবাস বাঁকুড়া জেলা। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র রায় কলিকাতা কপোরেশনের এসিষ্ট্যাণ্ট একাউণ্ট্যাণ্ট ছিলেন, চাকরি ত্যাগ করিয়া ইনি স্বগ্রাম হাড়মাসড়া উচ্চ ইংরাজ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। স্বগ্রামবাসী হওয়ায় গ্রামের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে। ইহারই চেষ্টায় হাড়মাসড়া। মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। ইনি শালিশী বিচারের দ্বারা গ্রাম্য বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন। দেশহিতকর কার্য্যের জন্য ইনি কয়েকবার গভর্ণমেণ্টের দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছেন।

বাঁকুড়া সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ঋষীন্দ্রনাথ সরকার এম-এ, বি-এল, মহাশয় সন ১৩২২ ও ১৩২৫ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষে এজেলায় বহুগ্রামে সাহায্যে কেন্দ্র খুলিয়া হাজার হাজার নরনারী বালকবালিকার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। অনেক স্থানে জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করিয়াছিলেন, অনেক গ্রামে কূপ খনন করাইয়া ছিলেন। এজেলার শিল্পজীবীদিগকে কার্য্য দিয়াছিলেন, তাহাদের তৈয়ারী শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ বাবুও এই কার্য্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহারা উদ্যোগী না হইলে বহুলোক অকালে অনাহারেই ইহধাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। ১৩২০ সালের দামোদরের ভীষণ বন্যায় সোনামুখী থানায় বন্যা ক্লিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য রামানন্দ বাবু কলিকা া হইতে সাহায্য পাঠাইয়াছিলেন এ জেলায় কোন গ্রামে অগ্নিদাহ হইলে ঋষীন্দ্রবাবু কলিকাতা হইতে সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলেও তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন না। তাঁহাকে বাঁকুড়া চিকিৎসা বিদ্যালয়ের স্থাপয়িতা বলিলেও হয় যেহেতু তিনিই প্রথমে এ জেলায় চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে আসিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব এবং এখানের চিকিৎসকগণকে তিনিই উৎসাহ দিয়াছিলেন। তিনি এবিষয়ে উদ্যোগী না হইলে এখানে চিকিৎসা বিদ্যালয় স্থাপিত হইত কিনা সন্দেহ। ব্যবস্থাপক

সভার গত নির্ব্বাচনে তিনি বিফল মনোরথ হওয়ায় তাঁহার প্রচেষ্টা হ্রাস হইয়াছে কিন্তু জন্মভূমির সহিত রাগ করিয়া স্বদেশের হিতসাধনে বিরত হওয়া মাতৃভক্ত সন্তানের উচিত হয় না। জেলাবোর্ডের সভাপতি শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রভূষণ সিংহ এম-এ, ভারত সরকারের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইনি চাকুরি ত্যাগ করিয়া অনিলবাবুর সহিত যোগদান করিয়া এ জেলায় অসহযোগ আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় তিনি কটিকা পরিধান করেন।

বাঁকুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ দত্ত, খামারবেড্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অযোধ্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সবজজের কাজে নিযুক্ত আছেন। পাত্রসায়ের নিবাসী ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ হাজরা, সিভিল সার্জ্জন এবং বিষ্ণুপুর নিবাসী ডাক্তার মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য এসিষ্ট্যান্ট সিভিল সার্জ্জনের পদে নিযুক্ত আছেন। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত জয়কালী বন্দ্যোপাধ্যায় মার্টিন কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করেন। শ্রীযুক্ত অমরনাথ দাস সুপারিণ্টেণ্ডীং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ রায় ইঞ্জিনিয়ার। বামরা নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায় বিহার প্রদেশের জেলা জজ, ইহার পূর্ব্বে তিনি বিহারের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য এবং পুরুলিয়ায় সরকারী উকিল ছিলেন। পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত আশুতোষ লালার নিবাস বাঁকুড়া জেলায় ইহার পূর্ব্বে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইন্দাস থানার সিন্ধুবালা কাণ্ডের নায়ক পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, কেন্দুয়া ডিহি গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার ভ্রাতারা এখানে ব্যবসায় করিতেছেন, ইহাদের নিবাস বর্দ্ধমান জেলার খণ্ডকোষ গ্রাম। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত কালীপদ রায় এম-এ, নূতন চটীগ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পূর্ব্বে তিনি এজেলার স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন এক্ষণে ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর। শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর সাহানা বি-এ, এক সময়ে বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটীর ভাইশচেয়ারম্যান ছিলেন। কোদর্মা ও গিরিডিতে ইহার অভ্রের খনি আছে। বাঁকুড়ায় ইনি ধানের কল স্থাপন করিয়াছেন। ইনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, "লক্ষ্মী" ও "ভারতবর্ষে" ইনি প্রবন্ধ লেখেন। বাঙালীর মধ্যে এইরূপ কর্ম্মী লোকের একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি-এ, প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। "শনিবারের চিঠি" নামক নূতন ধরণের সাপ্তাহিক পত্র ইনিই চালাইতেছেন। রামানন্দবাবুর দুই কন্যা শ্রীযুক্তা সীতাদেবীও শ্রীযুক্তা শান্তা দেবী কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি-এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণা। বাঁকুড়া জেলায় আর কোন মহিলা এরূপ উচ্চ শিক্ষালাভে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহারা উভয়েই অনেক-গুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন। শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ বি-এ, বিটী বাঁকুড়া জেলা স্কুলে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়াছেন। বিষ্ণুপুর কাদাকুলী নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য ময়মনসিংহ বিভাগের পোষ্ট অফিস সমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। কলিকাতা ক্লাইভ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড়ে শ্রীযুত জগদানন্দ সিংহের হার্ডওয়্যারের দোকান আছে। ইহার নিবাস চারগ্রাম। এখানের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ সিংহ এবং আরও কয়েকজনের কলিকাতায় লোহালক্কড়ের দোকান আছে। চাঁপাতলার কার্য্য ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র অধিকারী ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বাকুড়াজেলার অধিবাসী। বেলেড়াগ্রামের শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ দত্ত ও শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দত্তের পুরুলিয়ায় লোহার দোকান আছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সহধর্ম্মিণী সারদামণি দেবীর জন্মস্থান জয়রামবাটী গ্রামে। ইহা বাঁকুড়া জেলার পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত। পরমহংস দেবের জন্মস্থান কামারপুকুর হইতে দুই ক্রোশ।

তাঁহার মাতা ও অগ্রজ চারিদিকে উপযুক্ত পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে না পারায় ঠাকুর নিজেই এই পাত্রীর সন্ধান বলিয়া দেন। ১২৬৬ সালের বৈশাখের শেষ ভাগে এই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। এই সময়ে ঠাকুরের বয়স ২৫ বৎসর এবং সারদামণি দেবীর বয়স ৫ বৎসর। এই বিবাহে তিনশত টাকা পণ লাগিয়াছিল। সারদামণির পিতার নাম শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। যে সময়ে বিবাহ হয় তখন কামারপুকুর ও জয়রামবাটী জাহানাবাদ মহকুমার অন্তঃপাতী এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সারদামণি পরমহংসদেবের যোগ্যা সহধর্ম্মিণী। পরমহংস-দেবই পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি পত্নীকে লইয়া সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় ঘর করেন নাই, তাঁহার সহিত কখনও দৈহিকসম্বন্ধ স্থাপন হয় নাই, অন্যদিকে তাঁহাকে পরিত্যাগও করেন নাই। পত্নীকে নিকটে রাখিয়া স্নেহ উপদেশ ও নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাকে নিজের সহধর্ম্মিণীর মত গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুর মহকুমার গোপালনগর নিবাসী রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপদ সরকার হাজারীবাঘের উকীল। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত ভূদেব সরকার ও শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি সরকার হাজারীবাঘে ওকালতী করেন। দেওপাড় নিবাসী ডাঃ মোহিনীমোহন রায় গয়ায় বাস কয়েন। ওন্দাথানার হড়রা নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ ব্রহ্মদেশে কৃষিবিভাগে নিযুক্ত হইয়া এক্ষণে মান্দালায় অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ঘোষ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে কৃষিবিভাগে নিযুক্ত আছেন। অন্য ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মৎস্যভিবাগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। শ্রীযুক্ত বশীশ্বর সেন ডাক্তার স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ছাত্র, সেন মহাশয় তাঁহার সেক্রেটারী হইয়া তাঁহার সহিত ইউরোপ ও আমেরিকা গিয়াছিলেন। গত বৎসর আমেরিকার বৈজ্ঞানিকগণের আহ্বানে তাঁহাদেরই ব্যয়ে তিনি আমেরিকা গিয়াছিলেন। তিনি বসু মহাশয়ের সহিত বিজ্ঞানের গবেষণা করিয়া অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত অবনীকুমার ঘোষ রামকৃষ্ণমিশনে যোগদান করিয়া আমেরিকা গিয়াছেন। তিনি সেখানে নানাস্থানে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান নাম প্রভবানন্দ স্বামী।

শ্রীযুক্ত অভয়াপদ মল্লিক বি-এ, বি-টী, ইংরাজীতে মল্লভূমের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। ইনি এক্ষণে বিষ্ণুপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। বাঁকুড়া সদর লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনাথ ঘোষ বি-এল মল্লভূমের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। ইহা "উদ্বেবিণ" মাসিক পত্রিকার এবং "বাঁকুড়া দর্পণে" বাহির হইযাছিল। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ সুকবি। শ্রীযুক্ত পরমেশপ্রসন্ন রায় এক সময়ে বিষ্ণুপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ইনি "ভারতবর্ষ" মাসিক প্রত্রিকায় মল্লভূমের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুর রাজবংশের স্বর্গীয় বলীন্দ্রনাথ সিংহ ইন্দাস উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ৺নগেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদিত "নেশন" পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি মল্লভুমের ইতিবৃত্তের বহু উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সোণামুখীর স্বর্গীয় রসিকলাল দে সুকবি ছিলেন। তিনি সোণামুখী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম বিষয়ে তিনি কয়েকখানি কবিতা পুস্তক লিখিযাছিলেন; তাহার মধ্যে "রাঙ্গাপাচুখানিই" প্রসিদ্ধ। ঠাকুব হরনাথ তাঁহাকে প্রায়ই পত্র লিখিতেন, সে পত্রগুলি পাগল হরনাথে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এল-সি, পূর্ব্বে কোতুলপুর মুন্‌সেফী আদালতে সরকারী উকিল ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বরিশালের তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট ইমার্শন সাহেব জোরপূর্ব্বক প্রাদেশিক সম্মিলনী ভঙ্গ করিয়াছিলেন, উমেশবাবু ইহার প্রতিবাদ স্বরূপ সরকারী কার্য্যে ইস্তফা দেন। চাবড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বুজাক্ষ্য সরকার পুরুলিয়ায় সরকারী উকিল, ইন্দাসের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার পুরুলিয়া মিউনিসিপালিটীর ভাইসচেয়ারম্যান। শ্রীযুক্ত ব্রজকিশোর চৌধুরী বিলাতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন। বাঁকুড়া স্কুলডাঙ্গা নিবাসী ভূতপূর্ব্ব সবজজ ৺আবদুল জব্বরের পুত্র মিঃ আবদুল বজ্জক কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেছেন, অন্য ভ্রাতা খাঁ সাহেব আবদুল গফুর আলীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। আবদুল জব্বরের কনিষ্ঠভ্রাতা মৌলভী আবদুল সামেদ বিহার প্রদেশের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার পি, চৌধুরী ছাতনা থানার হাউসীবাদে জমি খরিদ করিয়া বাসের জন্য বাঙ্গলা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। মৈমনসিংহ মুক্তাগাছার জমিদার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ছাতনা থানায় ঘাটোয়ালী সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। ধবন-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় আসাম বেঙ্গল রেলের একাউন্ট্যান্ট।

বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ তামাক ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র করের ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ কর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতেন যুদ্ধের সময় তিনি অন্তরীণ হইয়া আত্মহত্যা করেন। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যুদ্ধের সময় অন্তরীণ হইয়াছিলেন। মুক্ত হইয়া তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন। ইন্দাস থানার বিহার গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ অন্তরীণ হইয়াছিলেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভোলানাথ বন্দোপাধ্যায় বাকুড়া হইতে বিহার গ্রামে যাইয়া তাঁহার পত্নী ও ভগিনীকে গ্রেপ্তার করিয়া বাঁকুড়া জেলে আনিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাদের উভয়েরই নাম সিন্ধুবালা। বুদ্ধিমান পুলিশ সাহেব কাহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে ঠিক করিতে না পারিয়া উভয়কেই ধরিয়া আনিয়া ছিলেন। সে সময়ে ইহাদের একজন গর্ভবতী ছিলেন। ইহার জন্য সংবাদ পত্রে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল।

সঙ্গীত।

সঙ্গীত বিস্তার জন্য বিষ্ণুপুর বহু দিন হইতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এই সঙ্গীত বিদ্যার জন্যই বিষ্ণুপুর "ছোট দিল্লী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজা পৃথ্বীমল্লের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে প্রথম সঙ্গীত চর্চ্চা আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে মল্লরাজগণ বরাবর সঙ্গীত চর্চ্চায় উৎসাহ দিয়াছেন। দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ মাসিক ৫০০৲ বেতনে দিল্লী হইতে বাহাদুর খাঁকে বিষ্ণুপুরে আনিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন কম ছিল না। গদাধর চক্রবর্ত্তী তাঁহার নিকট হইতে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তাঁহার বংশে অনেকেই এই বিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দেশ বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং মল্লভূমের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শ্যামচাঁদ, মাধব ও কানাই সঙ্গীত বিদ্যার জন্য নানাস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন। নীলমাধব চক্রবর্ত্তী স্বর্গীয় মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের গায়ক ছিলেন। গদাধর চক্রবর্ত্তী মল্লরাজের গায়ক নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রধান শিষ্য কৃষ্ণমোহন গোস্বামী সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্র রামশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মল্লরাজের গায়ক নিযুক্ত হন। তিনি বাটীতে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন বাংলার বহুস্থান হইতে শিক্ষার্থী আসিয়া তাঁহার বাটীতে আহার ও বাসস্থান পাইয়া সঙ্গীত বিদ্যা শিখিতেন। তাহার ছাত্রদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কলিকাতা ঠাকুর বাড়ীর গায়ক ছিলেন। তিনি "কণ্ঠকৌমুদী" ও "সঙ্গীতসার" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সঙ্গীত বিশারদ যদুভট্ট ত্রিপুরা, বর্দ্ধমান. ও আরও অনেক রাজার অধীনে গায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সঙ্গীত বিদ্যার সকল বিভাগেই তাঁহার অসাধারণ কর্ত্তৃত্ব ছিল। রামশঙ্করের অন্য ছাত্র অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি গদাধর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দোহিত্র। সঙ্গীত বিশারদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় মৃদঙ্গ বিশারদ স্বর্গীয় জগচ্চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। পঞ্চম বৎসর বয়সে তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয় এবং একাদশ বৎসর বয়সে বিষ্ণুপুর রাজ বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত হয়। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি স্বভাবতঃ কণ্ঠ-সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি অনন্তলালের নিকট থাকিয়া সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করেন। ১১ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট

সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ গুরু দেবের সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরও পারদর্শীতা বহুল পরিমাণে অনুকরণ করিয়াছিলেন। পূর্ণ পরিণত বয়সে তাহার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইযাছিল। সঙ্গীত শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তিনি পরে ২৫বৎসর বয়সে আদি ব্রাহ্ম সমাজে গায়কের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে ভারত-সঙ্গীতসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তথায় সঙ্গীতাচার্য্যের পদগ্রহণ করেন। পরে কাশীমবাজারের মহারাজা স্যার মন্দ্রণীচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তাঁহাকে কাশিমবাজার সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। গত পৌষ মাসে তিনি লক্ষ্মৌ সঙ্গীত কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। তথা হইতে বিষ্ণুপুরে আগমন করিয়া ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২৩শে মাঘ ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বাঙ্গলার গৌরব ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য্য হারাইল।

অনন্তলাল নিজেও মৃদঙ্গ বিশারদ ছিলেন। তাঁহার শিষ্য মৃদঙ্গ বিশারদ ঈশ্বরচন্দ্র সরকার নাড়াজোলের রাজার গায়ক। অন্যতম ছাত্র হারাধন দেঘরিয়া বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের শিক্ষক। দিল্লীর বিখ্যাত মৃদঙ্গ বিশারদ পীরবক্স বিষ্ণুপুরে আসিয়া সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। রামমোহন চক্রবর্ত্তী তাঁহার নিকট মৃদঙ্গ শিক্ষা করেন। জগচ্চন্দ্র গোস্বামী ও জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় রামমোহনের ছাত্র ছিলেন। গোপালপুরের গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহাদের নিকট মৃগঙ্গ শিখিয়া ত্রিপুরা রাজের মৃদঙ্গবাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এক্ষনে তিনি বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। অনন্তলালের জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসন্ন নাড়াজোলের রাজার নিকট থাকেন। তিনি "মৃদঙ্গদর্পণ" লিখিয়াছেন। দ্বিতীয়পুত্র গোপেশ্বর বর্দ্ধমান রাজের নিকট আছেন। তিনি "সঙ্গীতার্ণব" ও "সঙ্গীত চন্দ্রিকা" নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। শৈশবকালে তাঁহার মধুর কণ্ঠে সুরের অপূর্ব্ব খেলা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স ৫ বৎসর মাত্র তখনই তিনি ললিতকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ এই বালকের বেসুর কিম্বা বেতাল লক্ষ করিতে পারেন নাই কনিষ্ঠপুত্র সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক।

বাকুড়া সম্মিলনী।

সন ১৩১৮ সালে কলিকাতাস্থ কতিপয় উৎসাহী যুবকের চেষ্টায় এই সম্মিলনী স্থাপিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় ইহার সভাপতি প্রবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বাঁকুড়া দর্পণ সম্পাদক রায়সাহেব ডাক্তার রামনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঁকুড়া কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাউন সাহেব, ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামসদন ভট্টাচার্য্য জেলা বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বামাচরণ রায় সহকারী সভাপতি। শ্রীযুক্ত ঋষীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদক। সন ১৩২২—২৩ সালের দুর্ভিক্ষে সম্মিলনী এ জেলায় ৫৪৬২৩ জনকে সাহায্য দিয়াছিলেন এবং ২৩১৭টী বস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। এই দুর্ভিক্ষে সম্মিলনী ১৮৫৭৯।/৫ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। সন ১৩২৫—২৬ সালের দুর্ভিক্ষে সম্মিলনী ১২১৭৫/ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষা; স্বাস্থ্য কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের উন্নতি সাধন এই সম্মিলনীর উদ্দেশ্য। সম্মিলনীর কার্য্যালয় কলিকাতায় ঋষীন্দ্রবাবুর বাটীতে অবস্থিত।

গোশালা।

গন্ধেশ্বরী নদীর পরপারে একেশ্বর গোশালা অবস্থিত। বাঁকুড়া সহরের মাড়য়াড়ীগণের চেষ্টায় এই গোশালা স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিকিষণ দাস রাঠী পরিচালন সমিতির সভাপতি। তাঁহারই উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে গোপালার উন্নতি হইয়াছে; শ্রীযুক্ত ওঁকারমল আগরওয়ালা সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ওঁকারমল খাণ্ডেলওয়ালা সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত রামভকত ঠাকুর সহকারী সম্পাদক। গোশালার গরুর সংখ্যা ২৫৬ ইহার মধ্যে গত বৎসরেই ৫২টী মারা যায়। ২৭টি ষাঁড় দাদন করা হয় বর্ষ শেষে ১৭৭টী গোশালায় থাকে। গোশালাটী কেবল দুগ্ধবতী গাভীর জন্যই হইয়াছে ষাঁড়গুলিকে দাদন করা কেন

হয়? গোশালায় যে দুগ্ধ হয় তাহা মাড়ওয়ারীরাই ব্যবহার করে, এই গোশালা স্থাপনে ভগবতী দেবীর যত না উপকার হইয়াছে, মাড়ওয়ারীদের উপকার তদপেক্ষা বেশী হইয়াছে। কারণ বিশুদ্ধ দুগ্ধের জন্য তাহাদিগকে আর ভাবিতে হয় না। গোশালার খাঁটী দুগ্ধে তাহাদের দেহ স্থূল হইতেছে, আর বাঁকুড়ার হতভাগ্য বাঙ্গালীরা অনাহারে মারা যাইতেছে। গোশালার জন্য ভাল ভাল গাভী খরিদ করা হয়, আর ষাঁড়গুলি দাদন করা হয়। গোশালার বার্ষিক আয় ২০।২৫ হাজার টাকা। আমদানী খৈল ও লবণের বস্তা প্রতি এক পয়সা এবং কেরোসিন তেলের প্রতি টীন আধ পয়সা হারে আমদানীকারকের নিকট আদায় করা হয়। রপ্তানী ধান, চাল, হরিতকী ও মহুয়া প্রভৃতি দ্রব্যের উপর প্রতি মণ এক পয়সা হারে আদায় হয়। খরিদ্দারের নিকট শতকরা ৩১০, ৵০, ৴১০ হারে বৃত্তি লওয়া হয়। এই বৃত্তিটী বাঙ্গালীকেই দিতে হয়। গোশালা ফণ্ডে ২৫ হাজার টাকা মৌজুত আছে। মাড়য়ারীরা গোশালা ফণ্ডের টাকায় হাই-কোটের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের বাঁকুড়ার বাটীটী ১৮ হাজার টাকায় খরিদ করিয়াছেন। এই গোশালার দ্বারা বাঁকুড়ার মাড়ওয়ারীরা নানা-প্রকারে উপকৃত হয়। গোশালা ফণ্ডের টাকা মাড়ওয়ারীদের হাতেই জমা থাকে। কাহারও টাকার আবশ্যক হইলে এই ফণ্ডের টাকা লইয়া কাজ চালায় এই গোশালা ভাণ্ডারে ব্যাঙ্কের মত কাজ চলিতেছে। মাড়ওয়ারীদের দ্বারা সহরে ১টী ধর্ম্মশালাও স্থাপিত হইয়াছে। মাড়ওয়ারীদের মাল রাখিবার সুবিধা হইয়াছে। এই সকল কাজের উপর বাঙ্গালীদের কোন হাত নাই, অথচ বাঙ্গালীর পয়সায় ইহা চলিতেছে। কোন বাঙ্গালী টাকা দাদন লইলে তাহার নিকট অতিরিক্ত সুদ লওয়া হয়। গোশালার দুগ্ধও বাঙ্গালী পায় না। চাল ধানের উপর মহাদেবী বলিয়া অতিরিক্ত কর আদায় করা হয়। পূর্ব্বে ইহার অৰ্দ্ধেক বাঙ্গালী মহাজনেরা পাইত, অর্দ্ধেক মাড়ওয়ারীরা গোশালা ও ধর্ম্মশালার জন্য লইত, বাঙ্গালী মহাজনেরা এই টাকায় রথ যাত্রায় খরচ করিতেন কিন্তু মাড়ওয়ারীরা এই অর্দ্ধেক টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, এখন তাহারা মহাদেবীর সমস্ত টাকাই গ্রাস করিতেছে। আমরা ইংরাজের নিকট স্বরাজের দাবী করিতেছি অথচ আমরা আমাদের নিজ গৃহেই অবাঙ্গালীর সহিত প্রতিযোগীতায় হটিয়া যাইতেছি। যদি ভারত-সচিব ঘোষণা করেন যে, বাঙ্গালীরা বাংলার ব্যবসা আয়ত্ব করিতে পারিলেই

তাহাদিগকে স্বরাজ দেওয়া হইবে, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে রাজনীতি চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া মৌনী হইতে হইবে।

বাঁশের দ্রব্য।

বাঁশের কুলা, ঝুড়ি, পেখ্যা, ডালা, চালুনী, ধঁকা, শিয়াড়া, খালুই, ছাতা চাঁচ, তালপাতার ও খেজুর পাতার চাটাই, তালপাতার ছাতা, ঝাঁপী, খুম, ঝাঁটি প্রভৃতি তৈয়ার হয়। এ জেলার প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যের দ্বারা অভাব পুরণ না হওয়ায় বাহির হইতে ছাতা ও ঝাঁটি আমদানী হয়।

কংগ্রেশ।

বাঁকুড়া জেলায় পূর্ব্বে কোন রাজনীতিক সমিতি ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত রাজকুমার গোস্বামী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন ও মৌলভী দেদার বাক্স বাঁকুড়ায় আসিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সে সময়ে শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র রায় এবং পরলোক গত ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন এখানে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। উকিলদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কাশীনাথ অধ্বর্য্যু ৺উপেন্দ্রনাথ দাশ এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। আলিপুরে অরবিন্দ ঘোষের মামলার সম্পর্কে সহরে কয়েক স্থানে খানাতল্লাসী হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত রামদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অম্বিকা নগরের রাজা রাইচরণ ধবল এই সূত্রে গ্রেপ্তার হইয়া পরে মুক্তি পাইয়াছিলেন।

১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনিল বাবুর উদ্যোগে এ জেলায় জেলা কংগ্রেশ কমিটী ও জেলা খিলাপৎ কমিটী স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কংগ্রেশের সদস্য সংখ্যা তিন হাজারের অধিক ছিল আধুনিক শ্রেণীর সভ্য ৫৪ এবং খ শ্রেণীর সভ্য ১১২ জন মাত্র। অনিলবাবু প্রথম হইতেই কংগ্রেশ কমিটীর সম্পাদক ছিলেন, পরে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেশ কমিটীর সম্পাদক হওয়ায় বাবু মণীন্দ্রভূষণ সিংহ সম্পাদক হইয়াছেন। গঙ্গাজলঘাটী কনেমারা নিবাসী বাবু গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ প্রথম হইতেই কমিটীর সভাপতি

আছেন। বাকুড়ার মহাজন শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দত্ত তাঁহার একটী বৃহৎ বাটী কংগ্রেশকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এই বাটীতে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কংগ্রেশের স্বেচ্ছাসেবকগণ এই বাটীতে বাস করিতেন, এই বাটীতেই কতকগুলি তাঁত স্থাপিত হইয়াছিল। সহরের একটী বৃহৎ অট্টালিকায় কংগ্রেশের কার্য্যালয় ছিল। অর্থাভাব হওয়ায় এখন খদ্দর ভাণ্ডারেই কংগ্রেশের কাজ চলিতেছে। কংগ্রেশের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে।

অনেক জাতীয় বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে। সহরের জাতীয় বিদ্যালয়টী অনিলবাবু থাকিতেই বন্ধ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দত্ত জেলা কংগ্রেশকে অনেক সাহায্য করিরাছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, শ্রীযুক্ত সুভাসচন্দ্র বসু শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র ঘোষ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল অনিলবাবুর সময়ে এ জেলা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সন ১৩২৮ সালের মাঘ মাসে আচার্য্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় মহাশয় স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। তৎকালীন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের উদ্যোগে এই প্রদর্শনী হইয়াছিল। গত আশ্বিন মাসে জেলা সম্মিলনীর অধিবেশনে আচার্য্য মহাশয়, শ্রীযুক্তা হেম-প্রভা দেবী ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার শ্রীমতী সন্তোষ কুমারী গুপ্তা ও কাজী নজরুল ইসলাম, এ জেলায় আসিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান ৫৫০টী চরকায় সুতা কাটা হইতেছে। মাসে এক মণ সুতা উৎপন্ন হয়। এবং ৪০০৲ টাকার খদ্দর বিক্রয় হয়। কংগ্রেশের সংশ্লিষ্ট ৩টী শালিশী আদালত আছে। বিষ্ণুপুর, সোনামুখী বড়জোড়া তিলুড়ী, ইন্দাশ গঙ্গাজলঘাটী, খাতড়া, হন্দপুর, কাঁকড়াদাঁড়া ভেলহিডিহা, তালডাঙ্গরা, আদরা প্রভৃতি স্থানে কংগ্রেশের শাখা সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। জেলায় হিন্দু মুসলমানে অসদ্ভাব নাই। মিউনিশিপালিটী লোক্যাল বোর্ড ও জেলা বোর্ডে মুসলমান সদস্য আছেন। জেলায় লোক সংখ্যার অনুপাতে মুসলমান সদস্য সংখ্যায় বেশী। পরলোকগত মৌলভী জহদর রহীম, বাঁকুড়া সদর লোক্যাল বোর্ড, জেলাবোর্ড ও বাঁকুড়া মিউনিসিপালিটীর ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

সমাপ্ত।